ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই।

ডাক দিয়ে যাই

ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই।

চে গুয়েভারা

ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই। ডাক দিয়ে যাই।

পরিবেশক :
কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট-১২

প্রকাশিকা
আরতি চক্রবর্ত্তী
পত্রপুট
২।৩এ রামকান্ত মিস্ত্রি লেন
কলকাতা-১২
মুদ্রক
বিভাস গুহঠাকুরতা
ব্যাবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা
প্রচ্ছদ
অদ্বৈত চরণ দে।
সংকলন, অনুবাদ ও গ্রন্থনা
টি এস

বিভিন্ন বিদেশী প্রকাশকের ঐকান্তিক সহায়তায়
এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

এ যুগের বিদগ্ধ লেখক ও চিন্তানায়ক জাঁ পল সার্তর্ বলেছিলেন আমার বিশ্বাস, চে শুধু চিন্তাবিদ নন তিনি হলেন আমাদের যুগের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। সেই অসাধারণ মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে অবহিত হবার আমাদের একটা মানবিক প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

চে গুয়েভারার বিভিন্ন রচনা এবং বক্তৃতা সংকলন ও অনুবাদ করে তার চিন্তা ও কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য কাজ। দুঃসাহস জেনেও সে কাজে হাত দিয়েছিলাম অন্তরের প্রচণ্ড তাগিদে। **এই ব্যাপারে বিদেশী বহু পুস্তক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছি।** আলাদা আলাদা ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের ঋণ শোধ করবার নয় বলেই তা' থেকে বিরত রইলাম

বিনীত

সংকলক : অনুবাদক

"তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

কিউবার বিপ্লব আর তাতে আমার সামান্য ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়ার একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমার বিপ্লবী সহযোগীদের অনেকেই এ' কাজ আরও চমৎকারভাবে করতে পারতেন বলেই আমার বিশ্বাস। ল্যাটিন আমেরিকার জাগ্রত গণমানস বিপ্লবের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে দিনের পর দিন। সাম্রাজ্যবাদ আর তার হাতের ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের প্রেরণা সুনির্দিষ্ট চেহারা নিয়েছে কিউবা বিপ্লবের সাফল্যের পর। কী রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, সামান্য অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করে কেবলমাত্র অসাধারণ মননশক্তি ও বিপ্লবী আদর্শের প্রেরণায় এই অসম সংগ্রামে বিপ্লবীরা সাফল্য অর্জন করেছেন—এতদিনের বিরতিতেও আমার স্মৃতিতে সেই সব ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। পুরো ঘটনাকে বিবৃত করার সুযোগ আমার নেই কারণ ব্যক্তিগত ভাবে সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার সুযোগ আমার ছিল না। এই রচনা অবশ্যই একান্তভাবে ব্যক্তিগত —আমার স্মৃতিচারণ। এই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আমি ডাক দিয়ে যাই ল্যাটিন আমেরিকার অগণিত তরুণদের। আমরা যা' করতে পেরেছি তা' শেষ কথা নয়, অনেক কাজ এখনো বাকী, অনেক নিপীড়িত, অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ আজ সারা ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে মুক্তির প্রহর গুণছেন। কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে আমরা যা' করতে পেরেছিলাম, আমার বিশ্বাস তাঁর মত যোগ্যতা-সম্পন্ন অন্য কোন মানুষের নেতৃত্বে অন্য যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব নয়। তাই যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা পদচারণা করেছি—তার বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ছোটখাটো নানা ঘটনার বিবরণ আমি নোটবইতে টুকে নিয়েছিলাম—সে সব ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই এ কাজে হাত দিয়েছি। ঐ সব ঘটনাবলী থেকে আমরা

কী করেছি, কী করবার প্রেরণায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তার একটা সুস্পষ্ট ছবি আপনাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে।

কোনখান থেকে শুরু করবো তাই ভাবনা। ঘটনার ক্রম-বিবর্তন যেভাবে ঘটেছে ঠিক সেভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাছাড়া অনেক ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা এবং সুখদুঃখ আনন্দবেদনার কথাও এর সংগে জুড়ে যেতে পারে। বিপ্লবের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেও আমার একটা সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনও আছে সেই জীবনের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিও হয়তো আমার স্মৃতিচারণের ফাঁকে ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সে সব একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা ও ঘটনা যদি আপনাদের মনকে আলোড়িত করতে না পারে, অনায়াসে সে সব পাতাগুলি আপনারা উল্‌টে যেতে পারেন। আমি একটুও দুঃখ বোধ করবো না।

ফিদেল কাস্ত্রো শুধু কিউবার অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা নন, তিনি আমার একান্ত বন্ধুও বটেন। আমার জীবনের সাফল্য ও কৃত-কার্যতার জন্য আমি তাঁর কাছে একান্তভাবে ঋণী। যার সাধনায় আমার চব্বিশ বছরের অধীর যৌবন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সেই শীর্ষবিন্দুর দিকে তিনিই হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর মত মহৎ প্রাণের মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁর কথা একান্ত নিভৃতে ভাবতে গেলেই আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, আমি যেন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যাই। নির্দ্বিধায় বলতে পারি ফিদেল হলো আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার আত্মার নিত্যসংগী। ফিদেলকে বাদ দিলে আমার আর কোন কিছুতেই আসক্তি থাকে না, চোখের সামনে থাকলেও আমি আর কোন কিছু দেখতে পাই না।

তাই ফিদেলের সংগে আমার পরিচয়ের মুহূর্ত্ত দিয়েই এই কাহিনী আরম্ভ করছি। তাছাড়া ফিদেলের সংগে আমার পরিচয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার জীবনটা বড্ড বেশি এলোমেলো, খাপ-ছাড়া, খামখেয়ালীতে ভরা। স্বপ্ন হয়তো অনেক দেখেছি, ল্যাটিন

আমেরিকার অর্দ্ধেকেরও বেশি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি কিন্তু আমি যেন সচেতনভাবে কোন কিছুকে মনের অলিন্দে ধরে রাখতে পারিনি। বিপ্লবের আগুনে আমার সারা অস্তিত্ব পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সেই আলোর আভা আমার অস্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেনি। ফিদেল যেন আমাকে এমন একটি আশ্চর্য আলোর সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল যেন মুহূর্তে সারা জীবনটাই শুধু অতীত আর বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠলো। আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে আর দ্বিধা করিনি। আমি যে জেনেছিলাম ওকে আঁকড়ে ধরা মানেই বিপ্লবের সান্নিধ্যকে বুকের মধ্যে অনুভব করা, আজন্মের স্বপ্নকে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখতে পাওয়া।

ফিদেলের কথা আমি জানি গুয়াতেমালা থাকতেই। আমার প্রথমা স্ত্রী হিলডা গাডিয়াব সংগে সেখানেই আমার আলাপ। মানকাডা দুর্গ আক্রমণের সেই বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী হিলডাই আমাকে একটু একটু করে বলেছিল। ১৯৫৩ সালের তরুণ ফিদেল যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তার সংগে পরিচয়ের আগেই আমি তার একান্ত অনুগত হয়ে উঠেছিলাম। সে কাহিনীতে পরে একসময় আমি আসব। আপাততঃ শুধু এইটুকু মাত্র বলে রাখি যে ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে আমি একটি ছোট নদী সাঁতরে পেরিয়ে মেক্সিকোতে এসে পৌঁছেছিলাম। হিলডা অবশ্য আমার আগেই একইভাবে মেক্সিকোয় ঢুকেছিল।

মেক্সিকোয় প্রথম যার সংগে আমার পরিচয় তিনি হলেন গুয়াতেমালার একজন বিপ্লবী নাম রবার্তো কেসিরেস। পরে সারা কিউবায় তিনি "এল পাটোজো" নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। হয়তো তাঁর কাহিনী লিপিবদ্ধ করার সুযোগও আমি পাবো। রবার্তোর সঙ্গে ছোট একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া করে আমি ছিলাম, জীবিকার জন্য কাজ নিয়েছিলাম ফটো তোলার, আমরা তখন টুরিষ্ট ফটোগ্রাফার। সম্বলের

মধ্যে ছিল একটি পুরানো ব্রাউনি ক্যামেরা, প্রায় অব্যবহার্য। রবার্তো আমাকে নিয়ে গেছিলেন ফিদেলের ছোট ভাই রাউল্ কাস্ত্রোর কাছে—তরুণ বিপ্লবী ত নয়, যেন একটুকরো তরল আগুন। রাউলের সংগে বন্ধুত্ব হতে দেরী হয়নি আমার। রাউল তার দাদা ফিদেলের সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ফিদেল তখন কিউবায় বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। সারারাত ফিদেলের সংগে আলোচনা করলাম আমি আর কী আশ্চর্য, সকাল হবার আগেই আমি ওর ভবিষ্যৎ অভিযানের ডাক্তার হয়ে গেলাম।

আগের ঘটনার একটু আভাষ না দিলে সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো পরিষ্কার হবে না। ১৯৫২ সালে কিউবার শাসনযন্ত্র দখল করলেন ফালজেনসিও বাতিস্তা এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে কিউবার ইতিহাসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আমাদের আরও পিছিয়ে গিয়ে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর নজর দিতে হবে। বলতে গেলে এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই কিউবার জনমানস জাগ্রত হয়ে উঠছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মূলে কুঠারাঘাত করছিল। শুধু কিউবা কেন, সারা ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাস এই একই সুরে, একই ছন্দে বাঁধা। সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে একনায়কত্বের পূজারীরা—প্রায় তার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় জনগণ দিনের পর দিন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, ক্ষমতাকে আয়ত্তে আনার অনেক আগে থেকেই তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের মাঝে মাঝে আপোষের পথে পা বাড়াতে হয়েছে এমনকি সুবিধাবাদীদের কিছু কিছু সুযোগও দিতে হয়েছে।

কিউবার বিপ্লব কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে ওখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে সঠিক যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, তার ধারার সংগে ফিদেল কাস্ত্রোর অনুসৃত পন্থার কোন মিল নেই। অস্তিত্ব রক্ষার

জন্য তিনি আপোষের পথে পা দেননি, গণচেতনার ফসল ঘরে তোলার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা না করেই তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং জন-মানসের মোড়কে আশ্চর্য বলিষ্ঠতায় নিজের দিকে ফিরিয়ে এনেছেন।

ফিদেলের সংগে সেই প্রথম আলাপের মুহূর্তগুলি আমার জীবনে অবিস্মরণীয়। আমার সেই সময়কার মানসিক অবস্থার পক্ষেও সেই সাক্ষাৎকারের একটা গভীর প্রয়োজন ছিল। ১৯৫৪ সালের সে সব দিনে ল্যাটিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক সরকারগুলি একে একে শাসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শক্ত হাতে এবং গভীর রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি নিয়ে একের পর এক দাবার চাল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চোখের সামনে ল্যাটিন আমেরিকার সর্বশেষ গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হলো মাকিন প্রচারের তীক্ষ্ণশায়কে। সেটা হলো গুয়াতেমালার আরবেন্জ গুজম্যানের সরকার। গুয়াতেমালার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী জন ফস্টার ডালেসের পৃষ্ঠপোষকতা পুরোপুরি ভোগ করছে তখন, ডালেস শুধু সেক্রেটারী অব্ স্টেটস্ নন, তিনি আবার ঐ কোম্পানীর উকিল এবং অংশীদারও।

পরাজিত, ক্লান্ত মন নিয়ে আমাকে তখন গুয়াতেমালা ছাড়তে হয়েছে, রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে মেক্সিকোয় আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমার মন ব্যথায় ভারী, গুয়াতেমালার অসংখ্য মানুষের জন্য একটা গভীর বেদনাবোধ আমার মনের আকাশকে তখন ছেয়ে ফেলেছে। ফিদেল সেই সময় মেক্সিকোকে বেছে নিয়েছেন কিউবার বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানবার প্রস্তুতি চালাবার জন্য। ১৯৫৩ সালে কিউবার সান্টিয়াগো-ডি-কিউবায় অবস্থিত মানকাডা ব্যারাক আক্রমণের স্মৃতি হিসাবে ফিদেলের দলের নাম রাখা হয়েছে "২৬শে জুলাই বিদ্রোহী দল"। নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে আক্রমণের জন্য কঠোর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই দল। বিপদ তাঁদের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মেক্সিকো সরকার, আমেরিকার

গোয়েন্দা বিভাগ আর বাতিস্তার গুপ্তচরদের হাতে যে কোনদিন তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পুরোপুরি আশংকা ছিল। ফিদেল জানতেন এই তিনটি শক্তিই একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানতাম এ'রকম প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেই মেক্সিকোর উপকূল ছেড়ে আমাদের কিউবার দিকে রওনা হতে হবে এবং কিউবায় নেমেই শত্রুর সংগে মুখোমুখি ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কী আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে এমন শক্ত, প্রায় অসম্ভব কাজকেও আমাদের একটুও কঠিন মনে হচ্ছিল না। আজ অনেকদিন পরে সে সব দিনের কথা যখন ভাবি, দেখতে পাই আমাদের প্রচেষ্টা. আত্মোৎসর্গ আর জীবনের বিনিময়ে এর জন্য কী চড়া দামই না আমাদের দিতে হয়েছে।

ফিদেলের সংগে ছিলেন, একান্ত অন্তরংগ অথচ গভীর দেশাত্ম-বোধে আপ্লুত মুষ্টিমেয় কজন বিপ্লবী। তাঁদের নিয়ে এই গভীর নিষ্ঠা এবং অসাধারণ কর্মক্ষমতাব সংগে ফিদেল সংগঠন তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো কিউবায় অবতরণযোগ্য একদল সৈনিক তৈরী করা। হাতে তাঁব এমন সময় ছিল না যে সহকর্মীদের তিনি সামরিক শিক্ষায় পটু করে তুলতে পারেন। সে কাজের ভার দিয়েছিলেন জেনারেল আলবার্তো বেয়োর ওপর। বেয়ো বয়স্ক মানুষ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ-কারী একজন প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ। তাঁর কাছেই সামরিক শিক্ষা নিচ্ছিলাম আমরা। আমার নিজের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল প্রথম দিনের ক্লাশের পরেই সে সন্দেহ অপমৃত হয়ে গিয়েছিল. মনে হচ্ছিল এমন অসম যুদ্ধে সাফল্যলাভ হয়তোবা সম্ভব। আমি ফিদেলের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণে নিজেকে বিপ্লবী দলের সংগে জড়িয়ে নিয়েছিলাম, ভাবছিলাম বিদেশের কোন তটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করার মত পবিত্র আর অসাধারণ অনুভূতি বুঝি আর কোন কিছুর মধ্যেই খুঁজে পাবো না

মাসকয়েক এভাবেই কাটিয়েছিলাম। আমার সামরিক ব্যুৎপত্তি

বাড়ছিল, আমাদের মধ্যে কারও কারও লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ নিখুঁত হয়ে উঠছিল। সামরিক অনুশীলনের জন্য আমরা খুঁজে নিয়েছিলাম জংগলের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত একটি পশুপালন কেন্দ্র, জেনারেল বেয়ো সেখানেই আমাদেব সামরিক শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং আমি ছিলাম শিক্ষানবিশদের প্রধান। ১৯৫৬ সালে মেক্সিকো ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আমরা।

কিন্তু ভাগ্যের মারও কম খেতে হয়নি আমাদের। বাতিস্তার অর্থ-পুষ্ট মেক্সিকো সরকারের দুটি গোয়েন্দা বাহিনী ফিদেলকে গ্রেপ্তার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল এবং এদেরই একটি দলের হাতে ফিদেল হঠাৎ বন্দী হলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এদের অতিরিক্ত অর্থলালসা এদের নিরস্ত করলো ফিদেলকে সংগে সংগে হত্যা করার পরিকল্পনা থেকে, এঁরা ভাবলেন বাতিস্তার হাতে ফিদেলকে জীবিত অবস্থায় তুলে দিতে পারলে প্রচুর লাভবান হবেন। তার কয়েকদিন পবেই বিপ্লবীদের অনেকেই পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন, আমাদের সামবিক শিক্ষণ কেন্দ্র তছনছ করে দিয়ে মেক্সিকো পুলিশ আমাদের প্রত্যেককেই জেলে পুরলো।

সুতরাং আমাদের পরিকল্পনার এটাই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠলো। আমাদেব কয়েকজনকে সাতান্ন দিন জেলের মধ্যে পচতে হলো, মেক্সিকো সরকার ভয় দেখাচ্ছিলেন যে আমাদের ও দেশ থেকে বহিষ্কৃত কবে দেওয়া হবে। আমার সংগী ছিলেন মেজর ক্যালিক্সো গ্রাসিয়া। কিন্তু ফিদেলের ওপর আমাদের বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও এতে টলেনি। বরং আমাদের মত জনকয়েক বিদেশী বন্ধু ও সহকর্মীব জন্য ফিদেল তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকেই মুলতুবী রাখতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি সেই সময় তাকে বারবাব করে নিজেব অবস্থার কথা বোঝাতে চেয়েছি। আমি বিদেশী, বেআইনী-ভাবে মেক্সিকোতে বাস করছি, আমার বিরুদ্ধে একগাদা অভিযোগ রয়েছে তাদের। আমি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছি যে শুধুমাত্র আমার জন্য বিপ্লবের দিনকে পিছিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই,

আমাকে পেছনে ফেলে ফিদেল যেন এগিয়ে যান। আমি সমস্ত অবস্থাটাই বুঝতে পারছি, আমি বরং পরে সুযোগ সুবিধা মত ওঁদের সংগে যোগ দেবো। ফিদেলের জবাব আজও আমি স্পষ্টই স্মরণ করতে পারি। ফিদেল বলেছিল—আমি তোমাকে ত্যাগ করে যাবো না। সুতরাং আমাদের মেক্সিকো জেল থেকে বের করে আনতে ফিদেলের অনেক অমূল্য সময় এবং অর্থ নষ্ট করতে হলো। এই মহত্বের ব্যাখ্যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রতি ফিদেলের ব্যক্তিগত স্নেহপ্রীতি এবং ফিদেলের প্রতি আমাদের অনুরাগ আর বাধ্যতাই হলো সমস্ত পরিকল্পনাটির চাবিকাঠি। পরস্পরের সংগে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কই সমস্ত বিপ্লবী দলটিকে একান্তভাবে অবিভাজ্য করে তুলেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আমাদের আত্মগোপন করতে হলো, আমরা রাস্তায় অথবা প্রকাশ্য কোন স্থানে বের হওয়া একদম ছেড়ে দিলাম, আমাদের গোপন প্রস্তুতিকার্য চলতে লাগলো দ্বিগুণ উৎসাহের সংগে।

ভাবতেও অবাক লাগে কেমন অনায়াসে আমি বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্মৃতিচারণে আমার তেমন উৎসাহ নেই, ব্যক্তিগত কোন ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করতেও আমার সংকোচের অন্ত নেই। তবু আমাকে নিজের পরিচয়টুকু অল্পকথায় দিতে হবে নইলে আমার প্রকৃতি ও আদর্শ সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির খানিকটা অবকাশ থেকে যাবে বলেই আমার ধারণা। পেশায় আমি ডাক্তার অথচ হয়ে গেলাম বিপ্লবী—বলতে গেলে পুরা ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক অস্থিরতা আমাকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিয়েছে। কিউবা আমার স্বদেশ নয় কিন্তু তা কেবল ব্যবহারিক অর্থে। স্বদেশ বলতে আমি বুঝি গোটা ল্যাটিন আমেরিকাকেই ; স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি জনগণের শাসন ; যে সব রাষ্ট্রের মানুষরা সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রের বর্বর আক্রমণে পর্যুদস্ত তাদের সাহায্যে বলিষ্ঠ হাত না তোলাকে আমি রাজনৈতিক এবং নৈতিক অপরাধ

বলেই মনে করি। তাই ব্যাপকে অর্থে কিউবা আমার স্বদেশ, গুয়াতেমালা আমার স্বদেশ, ভেনিজুয়েলা আমার স্বদেশ, আর্জেন্টিনা আমার স্বদেশ, বলিভিয়া আমার স্বদেশ, ল্যাটিন আমেরিকার যে কোন বিপ্লবী আমার সহকর্মী, আমার অন্তরংগ বন্ধু, আমার একান্ত আপনজন। আমি নিজেকে কোন নির্দিষ্ট স্থান অথবা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে চাইনে।

আর্জেন্টিনা তাই আমার জন্মভূমি হলেও ফিদেল আমাকে বিদেশী বলে মেনে নিতে চাননি। ফিদেল যেন সেদিন আমার অস্তিত্ব আর মনোভাবকে চরম মূল্য দিয়েছিলেন। আমার যা মূল্য ফিদেল দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি নিজে যেমন জানি, তিনিও জানতেন আমি সুস্থ বলিষ্ঠ মানুষ নই, আমার শারীরিক পটুত্ব গেরিলা হবার উপযোগী কি না তারও তখন পর্যন্ত কোন পরীক্ষা হয়নি। জন্মাবধি আমি এ্যাজ্‌মায় ভুগছি, বুকের মধ্য থেকে একটা ঘরঘর শব্দ নিরন্তর নিজের কানেই বাজছে! কিন্তু আমি তাকে কোন আমল দিতে প্রস্তুত নই। ডাক্তার বলেই জানি এর কোন চিকিৎসা নেই, এর প্রকোপকে বাড়তে না দেবার একমাত্র উপায় হলো এর চরমতম উপেক্ষা, দৃঢ় মানসিতা দিয়ে একে জয় করে নেওয়া। বাড়াবাড়ি দেখা গেলে খানিকটা ওষুধ গেলা অথবা ভেপোরাইজার ব্যবহার করা। শারীরিক অসুস্থতার কাছে মাথা নত করতে আমি কোন অবস্থাতেই রাজী নই।

মেক্সিকোয় আরও কটা মাস কাটাতে হল। আবার নতুন করে প্রস্তুতিপর্ব সুরু করা হলো। কিন্তু হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম যে আমাদের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, যাকে আমরা সনাক্ত করতে পারছি না। সেই লোকটি শত্রুদের কাছে এক গুচ্ছ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছে। আরও জানতে পেরেছিলাম যে লোকটি একটি রেডিয়ো ট্রান্সমিটার এবং একখানি মোটর-যুক্ত নৌকাও শত্রুদের কাছে বিক্রি করেছে। এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে কিউবা সরকার আমাদের অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছিল

কিন্তু এতে আমরাও সতর্ক হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্ত থেকেই আমরা ভয়ানক তাড়াহুড়ার মধ্যে প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে লাগলাম। আমাদের নিজেদের নৌকা "গ্রাণমা" সাততাড়াতাড়ি অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। খাদ্যদ্রব্য, সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক আষাক যে আমাদের ছিল, তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। অস্ত্রের মধ্যে ছিল গোটাকয়েক বন্দুক আর দুটি ট্যাংকবিধ্বংসী বন্দুক যেগুলি চালাবার মত কোন মসলা আমাদের ছিল না। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ২৫শে নভেম্বর আমরা কিউবার তটরেখাব দিকে রওনা হয়ে গেলাম। ফিদেল সেই চরম মুহূর্তে বলেছিলেন, "১৯৫৬ সালে আমরা হয় স্বাধীন বলে গণ্য হবো অথবা শহীদের মৃত্যু বরণ করবো।"

টুক্সপান বন্দর থেকে অন্ধকারে রওনা হলাম আমরা। লোক আর জিনিষপত্রের চাপে ছোট তরীটির প্রায় ডুবু ডুবু অবস্থা। তার ওপর আবহাওয়া খারাপ, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু সমুদ্র ছিল শান্ত। উপসাগরের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর নৌকার আলোগুলি প্রথম জ্বালাবার সাহস পেলাম আমরা। কিন্তু একটু পরেই শুরু হয়ে গেলো প্রচণ্ড সমুদ্রপীড়া, আমরা প্রাণপণে তার প্রতিকারের জন্য ট্যাবলেট খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হাতের কাছে সেগুলি পাওয়া গেল না। পেটের যন্ত্রণা এবং মাথাঘোবার মধ্যেই আমরা গান ধরলাম—কিউবার জাতীয় সংগীত আর ২৬শে জুলাই স্মরণ সংগীত। বোধহয় মিনিটপাঁচেক গাইতে পেরেছিলাম, তার পরেই সারা জাহাজের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। সমুদ্রপীড়াজনিত দারুণ পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সবাই পেট চেপে ধরে বসে আছেন, তাদের চোখে মুখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ! কয়েকজন বালতির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নিয়েছেন, অন্যান্য গড়াগড়ি যাচ্ছেন এদিক ওদিক, তাদের কাপড়চোপড় বমিতে মাখামাখি। দু'তিনজন অভিজ্ঞ নাবিক আর জনপাঁচছয় ছাড়া আমাদের তিরাশিজনের গোটা দলটাই সমুদ্রপীড়ার শিকার হয়ে পড়েছিলেন।

যাত্রার চার-পাঁচ দিন পরে অবস্থাটা একটু যেন সহনীয় বলে মনে হচ্ছিল। জাহাজের মধ্যে জল ঢুকছিল। ভাবছিলাম কোথাও ফুটো হয়ে গেছে বুঝি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলাম আসলে কোন ফুটো হয়নি। তবু বাড়তি জিনিষপত্র আমরা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিলাম জাহাজের ওজন কমানোর জন্য।

অবতরণের জন্য যে স্থানটি আমরা ঠিক করেছিলাম তা হলো কিউবার দক্ষিণ উপকূলের কাছে ওরিয়েন্টি প্রদেশের নিকারো শহরের কাছাকাছি একটি অঞ্চল। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের সংগে আমরা তাল রাখতে পারিনি। স্থির ছিল যে ৩০শে নভেম্বর আমরা অবতরণ করবো, এর সংগে তাল রেখে সান্টিয়াগো-ডি-কিউবায় দাঙ্গা শুরু করবেন আমাদের কিউবাস্থিত সহযোগী ফ্রাঙ্ক পেইস। পেইস ঠিকই নিজের কাজ আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু আমরা তখন মাঝদরিয়ায়। পরদিন, ১লা ডিসেম্বর রাত্রে আমরা কিউবার উপকূলে পৌঁছে গেলাম এবং আলোর সংকেত খুঁজতে লাগলাম। ওখানে সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর, তার ওপর আমাদের তেল এবং খাবার ফুরিয়ে গেছে। রাত দু'টার সময় সামুদ্রিক ঝড়, অন্ধকার রাত আমাদের বড় বেশি বিব্রত করে তুললো। আমরা পূর্ব-নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী আকাশের দিকে তাকিয়ে আলোর সংকেত খুঁজতে লাগলাম। আমাদের একজন সহকর্মী এই সংকেতের জন্য নৌকার মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে না পেরে পাটাতনের ওপরেই পড়ে গেলেন। অবশেষে আলোর সংকেত যদিও বা মিললো, আরোও কয়েকঘণ্টা আমাদের নৌকার বুকেই কাটাতে হলো। মনে হচ্ছিল পথ যেন আর ফুরাচ্ছে না। কিউবার তীরে যখন শেষ পর্যন্ত অবতরণ করলাম, তখন দিনের আলো ফুটেছে। যেখানে নামলাম সেই জায়গাটির নাম হলো বেলিক, কলোরেডো তটভূমির একাংশ।

কিন্তু তটভূমি পর্যবেক্ষণরত একটি জাহাজের নজরে পড়ে গেলাম আমরা। ওরা একটুও দেরি না করে বাতিস্তা বাহিনীকে টেলিগ্রাম

করে দিল আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে। হাতে আমাদের একটুও সময় ছিল না। কোনরকমে নৌকা থেকে নেমেই আমরা জলাভূমির মধ্যে আত্মগোপন করতে চাইলাম। আমাদের জিনিষপত্রের বেশির ভাগ নৌকাতেই থেকে গেল। জলাভূমির মধ্যে প্রবেশ করার একটুখানি পরেই বাতিস্তার বিমানবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ সুরু করে দিল। জলাভূমিতে লুকিয়ে থাকার সুবিধে ছিল, শত্রুরা আমাদের ঠিক নজর করতেও পারছিল না কিন্তু বাতিস্তার বাহিনী আমাদের ঠিক পেছনে এসে পৌঁছে গেল।

কয়েকঘণ্টা জলাভূমির মধ্যে কাটিয়ে আমরা পা পা করে যেখানে এসে উঠলাম তা' হলো পরিষ্কার কঠিন সমতলভূমি। এ জায়গা সম্পর্কে আমাদের যেমন ধারণা ছিল না, আমাদের পথপ্রদর্শক সহযোগীরও জ্ঞান ছিল না এতটুকুও। প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক পীড়নে আমরা তখন ম্রিয়মাণ, পর্যুদস্ত। সাতদিন ধরে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় সমুদ্রে কাটিয়েছি, সামুদ্রিক পীড়ায় মুহ্যমান হয়ে গেছি, তার ওপর এই বিপদ। আরও তিনটে দিন আমাদের যে কী ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে কেটেছে, তার বর্ণনা অসম্ভব। মেক্সিকো ছাড়ার ঠিক দশদিন পরে, ৫ই ডিসেম্বর, সারারাত পদচারণা করে, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা এবং বিশ্রামের মধ্যে কাটিয়ে, আমরা এলিগ্রিয়া-ডি-পিয়ো নামে একটি স্থানে এসে পৌছালাম। স্থানটি ওরিয়েন্টি প্রদেশের নিকেরো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আমাদের কাছে রয়েছে মাত্র গোটাকয়েক বন্দুক, কার্ত্তুজ বেল্ট, কিছু ভিজে বুলেট। *সংগে ওষুধপত্র কিছু নেই, অন্যান্য জিনিষপত্রের প্যাকেটগুলি* জলার মধ্যে ছেড়ে আসতে হয়েছে। এ কটা দিন আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে চলতে আখ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছি। মারাত্মক ভুলও করেছি আমরা, আখের ছিবড়াগুলি রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে এসেছি। আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে সেগুলি শত্রুদের কাছে পরিষ্কার সূত্র।

৫ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই চলা যেন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এমন ক্লান্ত, এতটা অবসন্ন বোধ করছিলাম যে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম প্রত্যেকেই। সুতরাং থামার আদেশ প্রচারিত হলো। আখের খেতের পাশে অপেক্ষাকৃত ঘন জংগলের মধ্যে আমরা থামলাম এবং প্রায় সকলেই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

দুপুরের দিকে অবস্থা গেল বদলে। তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর সামরিক ও অসামরিক বিমানগুলি চক্কর দিচ্ছে। তার ওপর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে আখ কাটছিলেন, ভাবতেও পারেননি যে বিমানগুলির দৃষ্টির আওতায় তাঁরা এসে গেছেন। দলের ডাক্তার হিসাবে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করছিলাম আমি। পরিষ্কার মনে আছে শেষ রোগীটি ছিলেন হামবার্তো লেমোট। কিন্তু তখন কি জানতাম সেদিনটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষদিন। তাঁর ক্লান্ত অবসন্ন চোখদুটি আজও আমার স্মৃতিকে ব্যাকুল করে তোলে, আমার ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে নিজের ঘাঁটিতে তিনি ফিরছিলেন, জুতোজোড়া হাতে নিয়ে, পরবার সাধ্য ছিল না তাঁর।

আমি কমরেড মন্টেনের সংগে পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম আর দু'জনে মিলে সামান্য খাদ্যটুকু খাচ্ছিলাম, এমন সময় আচমকা প্রথম গুলির শব্দ শুনলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিরাশি জনের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো। আমার রাইফেলটা ছিল নিকৃষ্ট ধরণের, নিজে এ্যাজ্মায় ভুগে ভুগে হাড়গিলে হয়ে গেছি, একটি ভাল রাইফেল তাই ইচ্ছে করেই নিইনি। মনে হচ্ছে আমরাও নিজেদের অস্ত্রগুলি ব্যবহার করছিলাম। ক্যাপ্টেন আলমিডো আদেশের প্রত্যাশায় এগিয়ে এলেন কিন্তু আদেশ দেবার মত কেউ ধারেকাছে ছিলেন না। ফিদেল তখন সমস্ত দলটিকে সংহত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন, সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে চাইছেন। একটু দূরে যেতে পারলে আশ্রয় জুটতো কিন্তু সেখানে যেতে হলে খানিকটা খোলা মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। শত্রুর আক্রমণ শুধু প্রাচুর্যে নয়, ব্যাপকতায়ও ভারী। আলমিডো নিজের

দলের ভার নিতে সরে গেলেন। একজন সহযোগী আমার পায়ের কাছে একবাক্স কার্তুজ ফেলে দিলেন। তুলতে যাচ্ছিলাম, তাঁর গলা শুনলাম—গুলি চালাবার আর সময় নেই। তিনি ছুটলেন আখের ক্ষেতের দিকে। আমার পায়ের কাছে তখনও পড়ে রয়েছে একবাক্স কার্তুজ আর আমার ওষুধপত্রের ব্যাগ। কোনটা তুলে নেব তাই ভাবছিলাম। জীবনে বোধহয় সেই প্রথমবার। কার্তুজের বাক্সটাই তুলে নিলাম আমি এবং খোলা জায়গাটা পেরিয়ে আখের ক্ষেতে ঢুকলাম। দেখলাম কমরেড ফস্টিনো পিরেজ শত্রুসৈন্যের দিকে পিস্তল তাগ্ করে চলেছেন। ঠিক আমার পাশ দিয়ে চলছিলেন আরবেনটোসা নামে আর একজন বিপ্লবী। ঠিক সেই মুহূর্তে এক-ঝাঁক গুলি এসে আমাদের দু'জনকেই বিদ্ধ করলো। বুকে এবং গলায় প্রচণ্ড আঘাত পেলাম, মনে হচ্ছিল যেন মরে যাচ্ছি। আরবেনটোসার নাক আর মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছিল চিৎকার করে বললেন—ওরা আমাদের হত্যা করলো। অন্ধের মত গুলি চালাতে লাগলেন তিনি, যদিও ধারেকাছে শত্রুদের কেউ ছিল না। আমি ফস্টিনোকে বললাম—ওরা আমাকে খুন করলো। ফস্টিনো তখনও গুলি চালাচ্ছেন, শুধু বললেন ওটা কিছু নয়, তবু ওঁর দৃষ্টি যেন আমার মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করছিল।

মাটিতে বসে পড়ে ফস্টিনোর মতোই আমি এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লাম। মনে হচ্ছিল এভাবেই বুঝি মৃত্যুকে আলিংগন করাই সবচেয়ে ভাল। কেউ একজন আমার পাশে হামাগুড়ি দিতে দিতে বললেন—চলো আত্মসমর্পণ করি। সংগে সংগেই শুনলাম ক্যামিলো সিয়েনফুয়েগোসের ভরাট গলা—এখানে কেউ আত্মসমর্পণ করবে না। হাঁফাতে হাঁফাতে আমার পাশে এসে পড়লেন পোন্স, তাঁর ফুসফুসে গুলি লেগেছে। তিনি কোনরকমে জানালেন যে তিনি আহত, জানালাম আমিও তাই। তিনি অনাহত কমরেডদের সংগে আখের ক্ষেতের দিকে এগুতে লাগলেন। আমি একা পড়ে গেলাম। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আলমিডো আমার কাছে এসে বললেন—চলো, এগিয়ে যাই। তাই করলাম এবং আখের ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। ওখানে দেখি রাউল সুয়োরেজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উড়ে গেছে আর ফস্টিনো পিরেজ ব্যাণ্ডেজ লাগাচ্ছেন। তারপর সব যেন কেমন গোলমেলে হয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিতে লাগলো শত্রুর বিমানবাহিনী, আমাদের চারদিকে তখন চরম বিশৃঙ্খলা।

খানিকক্ষণ পরে একটি দল তৈরী করা হলো। আলমিডো নিলেন নেতৃত্ব, দলে রইলেন র‍্যামিরো ভালডিস্, কমরেড চাও, বেনিটেজ এবং আমি। আলমিডোর নেতৃত্বে আমরা আখের শেষ ক্ষেতটি পেরিয়ে একটি ছোট অরণ্যে আশ্রয় নিলাম, পরাজয়ের গ্লানি আর তিক্ততায় আমার মন ভারী হয়ে উঠেছে, অনুক্ষণ মনে হচ্ছিল এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুবরণও ভাল ছিল। তবু রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা হাঁটতে লাগলাম। স্থির করলাম সকলে জড়াজড়ি করে ঘুমাবো। তৃষ্ণা, ক্ষুধা আর মশার আক্রমণে আমরা অনুক্ষণ যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম। আমাদের বিপ্লবী-বাহিনীর আরম্ভ এমনি করুণ আর দুঃখজনক।

২

পরদিন হাঁটছিলাম কঠিন শিলা আর প্রস্তরের মধ্য দিয়ে। দূর থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। আমরা কোন পথের হদিস পাচ্ছিলাম না। চাও বললেন এমনিভাবে চলতে থাকলে আমরা নির্ঘাৎ শত্রুর কবলে গিয়ে পড়বো। তিনি পরামর্শ দিলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকতে, রাতের আঁধার নামলে আবার পদচারণা শুরু করতে। আমাদের সংগে একফোঁটাও পানীয় জল ছিল না। বোতলে যৎসামান্য দুধ যা ছিল তাও গড়িয়ে পড়ে গেছে। বেনিটেজকে রাখতে দেওয়া হয়েছিল বোতলটি, তিনি রেখেওছিলেন পকেটে, কিন্তু মুখটি নীচের দিকে করে। বোতলের

ছিলিতে ছোট্ট করে ফুটো করা হয়েছিল একটা। খাবার পরিবেশনের সময় দেখা গেল সব দুধটুকুই বেনিটেজের পকেট আর পোষাকে ছড়িয়ে পড়েছে।

উপত্যকার মত একটা জায়গায় এসে আমরা থামলাম। একদিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টি যাচ্ছিল না। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই আত্মগোপন, যাতে শত্রুর চোখে পড়ে না যাই। সারাদিন ওখানেই কাটিয়ে দেব বলে ঠিক করলাম। পাঁচজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করলাম মৃত্যু পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। রাতের অন্ধকারে আবার চলা শুরু করলাম। আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিক নির্ণয় করে, আমরা পূবমুখো চলতে লাগলাম এবং প্রায় ভোরের দিকে উপকূলের কাছাকাছি একটি পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। ওখান থেকে সমুদ্রের জলরাশি নজরে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল মিঠে জল। একগাদা কাঁকড়া আমাদের চারদিকে ঘোরাফেরা করছিল, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে ওগুলিকেই সংহার করলাম। আগুন জ্বালাবার উপায় ছিল না, আমরা কিলবিলে কাঁচা মাংস মুখে পুরতে লাগলাম। এতে পিপাসা আরও বেড়ে গেল। ওপর নীচে ওঠা-নামা করতে গিয়ে একটু আগে দেখা মিঠে জলের পুকুরটাকেই হারিয়ে ফেললাম আমরা। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে পাহাড়ের খাদে জমানো বৃষ্টির জল খেতে হলো, তাও কারও ভাগ্যে দু'চার ফোঁটার বেশি জুটলো না।

পরদিনও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ওপর বিমানের চলা চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের ওপর দিয়ে হাঁটা ভয়ানক কষ্টকর মনে হচ্ছিল। সারাদিন ছোট ছোট আগাছার মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলাম। সন্ধ্যায় এসে পৌঁছালাম ছোট্ট তটভূমিতে। সবাই মিলে জলে সাঁতার কাটলাম খানিকক্ষণ। সাঁতারের ফলে নিজেদের একটু যেন হালকা মনে হচ্ছিল। আমি আর আলমিডো পাশাপাশি হাঁটছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়লো সমুদ্রের বেলাভূমিতে, আমাদের থেকে অল্প দূরে,

কাদের ছায়া যেন চাঁদের আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুঝতে একটুও দেরী হলো না যে ওরা হলো শত্রুসৈন্য এবং আমরা তাদের এত কাছে এসে পৌঁছেছি যে আর সরে যাবার উপায় নেই, সুতরাং এগিয়ে যেতে হলো। আলমিডো প্রায় তাদের আত্মসমর্পণ করার হুকুম জারী করছিলেন কিন্তু বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করলাম ওঁরা হলেন আমাদেরই সহযোগী। সংখ্যায় ওঁরা তিনজন—ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, পাঞ্চো গঞ্জালেস এবং পাবলো হুরতাদো। মুহূর্তের মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ে লেগে গেলাম আমরা। ক্যামিলোর দল আমাদের দিলেন কয়েকটি আখের টুক্‌রো, পালানোর সময় যা তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। এতে আমাদের ক্ষুধার খানিকটা উপশম হলো। তার ওপর ওখানেও ছিল কাঁকড়ার প্রাচুর্য। ওরা পাহাড়ের খাদ থেকে পানীয় জল নিষ্কাষনের একটি অভিনব উপায়ও বের করেছিলেন।

আমরা একসংগে রইলাম। 'গ্রাণমা' অভিযানের জীবিত বিপ্লবীর সংখ্যা এখন দাঁড়ালো আটজন। অন্যদের অস্তিত্বের কোন খবর আমাদের জানা নেই। ভাবছিলাম, আমাদের মত আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু কোথায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে জানি না। শুধু জানি, পূবদিক ধরে এগোনোর মানে হলো আমবা ক্রমশঃই সিয়েরা মেস্ত্রোর দিকে যাচ্ছি, যেখানে আমরা আশ্রয় নেবো। প্রায় সমুদ্রের উপকূল ধরে চলতে লাগলাম আমরা। পানীয় জলের অভাবই যন্ত্রণা দিচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। যা কয়েক ফোঁটা জল সংগে ছিল, তাই ভয়ানক কড়াকড়ির মধ্যে ভাগাভাগি 'করে পান করছিলাম।

একদিন ভোরের দিকে অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে আমরা সমুদ্রের উপকূলে এসে পৌঁছলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমবা পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমরা হঠাৎ একটা সুন্দর বড় বাড়ীব কাছাকাছি এসে হাজির হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল বাড়ীটা কোন ধনী চাষীর।

আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো ঐসব বাড়ীর কাছ থেকে দূরে থাকাই আমাদের উচিত কারণ ঘরের বাসিন্দারা আমাদের প্রতি শক্রতা করতে পারে। অথবা এ জাতীয় বাড়ী শক্রবাহিনীর শিবিরও হতে পারে। বেনিটেজ কিন্তু ঐ সব কথা মানতে চাইলেন না, ঠিক করা হলো আমরা দু'জন একসংগে বাড়ীর দিকে গিয়ে দেখে আসবো।

আমি বাইরে দাঁড়ালাম, উনি কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সামরিক পোষাকে সজ্জিত মানুষের ছায়া ঘরের বারান্দায় ভেসে উঠলো; হাতে তার এম-ওয়ান রাইফেল। বেনিটেজ তখন সৈন্যটির দুই কদমের মধ্যে। ওকে সাবধান করে দেবার কোন সময় আমার হাতে নেই। লোকটিকে দেখতে পেয়েই বেনিটেজ চট করে ঘুরে গেলেন, চোরের মত লঘু পায়ে আমার কাছে ফিরে এসে কানে কানে বললেন—দেখছেন বন্দুক নিয়ে একজন লোক, আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। ওখানেই শেষ নয়। অঞ্চলটা পরিদর্শন করে আমরা বুঝলাম, খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে ঢোকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই করতে লেগে গেলাম। চড়াই শেষ করতে করতেই সন্ধ্যা নেমে এলো। কোন রকমে একটি গুহা খুঁজে নেবার সময় ছিল হাতে, ওখান থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় জন তিরিশের মত একটি দল তটভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। পরে জানতে পারলাম এরা হলো জাহাজ লুটেরা, স্বভাবে খুনী। অবস্থাটা সুখকর নয়, ওদের চোখে পড়ে গেলেই বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। গুহার মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাই সারাদিন কাটাতে হলো, সামান্য খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকতে হলো, আর পানীয় জল ভাগ বাটোয়ারা করে নিলাম।

রাত্রে আবার যাত্রা শুরু হলো, উদ্দেশ্য এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত আর ক্লান্ত আমরা, পরাজয়ের তিক্ততায়

অবসন্ন। মনে হচ্ছিল ইঁদুরের মতো জাঁতাকলে পড়ে গেছি। ইতঃস্তত: চলতে চলতে, বিশ্রামের জন্য থেমে থেমে, আমরা শেষ পর্যন্ত একটি ছোট নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। প্রায় সংগে সংগেই জলের মধ্যে মুখ গুঁজলাম আমরা, অনেকক্ষণ ধরেই জলপান করতে লাগলাম। পারলে আরও পান করতাম কিন্তু উপোসী পেটের মধ্যে আর এক ফোঁটা জল যাচ্ছিল না। ফ্লাস্কে জল ভর্তি করে নিয়ে আবার চলতে লাগলাম। ভোরের দিকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। ওখানেই সারাটা দিন কাটালাম।

রাত্রে চলতে গিয়ে শুনলাম অদূরবর্তী একটি বাড়ীর মধ্যে থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। ওখানে যাওয়া নিয়ে আবার আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। র‍্যামিরো, আলমিডো এবং আমি যখন বললাম ওসব উৎসবের জায়গায় না যাওয়াই উচিত হবে কিন্তু বেনিটেজ ও ক্যামিলো বললেন ওখানে গিয়ে দেখাই ভালো যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো র‍্যামিরো আর আমি ওখানে গিয়ে কিছুটা খাবার পাই কিনা দেখবো। ওদিকে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখুনি গান বন্ধ হয়ে গেল। কে একজন হেঁড়ে গলায় বললো—সুতরাং, এখন আসুন সহযোগী সৈনিকদের চমৎকার যুদ্ধের ব্যাপারটি স্মরণীয় করার জন্য মদে চুমুক দেওয়া যাক। অতটুকুই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। চোরের মত ফিরে এসে বন্ধুদের তাই জানালাম।

আবার চলা শুরু হলো কিন্তু বন্ধুরা গুজগুজ করতে লাগলো। সে রাত্রে অথবা পরের রাত্রে অনেকেই জানালেন যে তাঁরা আর এমন করে চলতে পারছেন না। সুতরাং অবতরণের ন'দিন পরে আমরা বাধ্য হলাম স্থানীয় একজন চাষীর দরজায় ধাক্কা লাগাতে। লোকটা আমাদের অভ্যথনা জানালো এবং বিরাট ভূরিভোজের ব্যবস্থা করলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, আমরা কেবল খেতে লাগলাম। খেতে খেতেই সকাল হয়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে আমাদের পক্ষে সে স্থান ছাড়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। সকাল

হতেই দলে দলে চাষীরা আসতে লাগলো, তাদের দু'চোখে কৌতূহল, আমাদের জন্য নানাধরণের খাদ্যবস্তু আনলো তারা।

কিন্তু এ সুখ কপালে সইলো না আমাদের। সেই জায়গাটাই খানিকক্ষণ পরে নরক হয়ে উঠলো। প্রথমে শুরু করলেন আলমিডো, তাঁর পেট ছুটলো। পর পর বাকী সাতজনেরও উদর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠলো। কেউ কেউ এরও উপরি হিসাবে বমি শুরু করলেন। পাবলো হুরতাদো এমনিতেই সামুদ্রিক যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন, তার ওপর শরীরের ওপর দিয়ে গেছে ঐ কদিনের ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর নিরন্তর চলার ধকল, তাই তাঁকে একেবারে শয্যা নিতে হলো।

রাত্রে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কৃষকরা বললো তাদের কাছে যা' খবর আছে, তাতে এটা নিশ্চিত যে ফিদেল জীবিত আছেন। এমন একটা জায়গায় ওরা আমাদের নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল যেখানে সম্ভবতঃ ফিদেল আর ক্রেশেনসিও পিরেজ রয়েছেন। কিন্তু একটি সর্ত তারা আরোপ করলো। আমাদের সংগের অস্ত্রশস্ত্র ওখানেই রেখে যেতে হবে। আলমিডো আর আমি নিজেদের টমিগান রেখে দিলাম, বাকী দুজনের বন্দুকও ওখানেই থাকলো। দুটা দলে ভাগ হয়ে আমরা সিয়েরার দিকে চললাম। একদলে চারজন, অন্যদলে তিনজন। আমাদের দলে ছিলাম আমি, পাঞ্চো গঞ্জালেস, আলমিডো আর র‍্যামিরো ভালডিস। অন্যদলে ক্যামিলো, বেনিটেজ আর চাও। হুরতাদো অসুস্থ হয়ে ওখানেই পড়ে রইলেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটুখানি যেতেই বাড়ীর মালিক আমাদের খবরটি অন্য একজনকে জানাবার লোভ সামলাতে পারলে না। পরস্পরের কান হয়ে খবরটা শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশের কানে গেল। ফলে, আমাদের চলে যাবার ঘন্টাকয়েক পরেই সেই কিউবা চাষীর ঘরটি শত্রুরা আক্রমণ করলো, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সমেত পাবলো হুরতাদোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ওরা।

আমরা তখন আরগেলিও রোসাবেল নামে স্থানীয় একজন কমরেডের বাড়ীতে ছিলাম। দুঃসংবাদটি পেয়েই তিনি ওই অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আর একজন লোকের সংগে যোগাযোগ করলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি এই লোকটির সহানুভূতি ছিল। সে রাত্রেই আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলাম। যে চাষীর ওখানে গিয়ে পৌছালাম তিনি হলেন গুইলার্মো গ্রাসিয়া। এখন তিনি ওরিয়েন্টি প্রদেশের একজন কমাণ্ডার।

এর পর একদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছালাম মনগো পিরেজের বাড়ীতে, তিনি হলেন ক্রেসেনসিও পিরেজের ভাই। দেখলাম ওখানে আমাদের বন্ধুদের অনেকেই রয়েছেন। 'গ্রাণমা' অভিযানের জীবিত বিদ্রোহীদের সকলেই তখন ওখানে। ফিদেল কাস্ত্রো, য়ুনিভার্সো সানসেজ, ফস্টিনো পিরেজ, রাউল কাস্ত্রো, কিরো রেডোত্তো, এফিজেনিও এমিজিরাস, রেনি রোড্রিগুয়েজ আর আরমাণ্ডো রোড্রিগুয়েজ। ক'দিন পরেই ওখানে এলেন মোরান, ক্রেসপো, মুলিটো দিয়াজ, ক্যালিক্সটো গার্থিয়া, ক্যালিক্সটো মোরেলস এবং বার্মুদজ। আমাদের ছোট দলটির কাছে না ছিল সামরিক পোষাক, না কোন অস্ত্রশস্ত্র। ফিদেল খুব গাল দিলেন আমাদের। বললেন— ভুলের মাশুল দাওনি তোমরা, অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে আসার একমাত্র মাশুল ছিল মৃত্যু। তোমাদের হাতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় ছিল, শত্রুদের সংগে মুখোমুখি মোকাবিলায়, তোমাদের বন্দুকগুলি। আর বোকা আর হাঁদার মতো সেগুলিই ছেড়ে এসেছ তোমরা। এটা অপরাধের সামিল।

যুদ্ধে আমাদের প্রথম জয় হলো সিয়েরা মেস্ত্রো অরণ্যে লা প্লাটা নদীর মুখের কাছে ছোট ছোট কয়েকটি ছাউনি আক্রমণ থেকে। এতে বিদ্রোহী বাহিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিউবার জনগণ প্রথম জানতে পারলো। শুধু অস্তিত্ব নয়, যুদ্ধ করার ক্ষমতাও যে আমাদের রয়েছে—তাও জানা হলো ওদের। আমাদের নিজেদের পক্ষে এটা হলো নিজেদের ওপর আস্থা ফিরিয়ে পাওয়া।

তারিখটা হলো ১৯৫৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী, এলিগ্রিয়া-ডি-পিয়োয় আমাদের ওপর ঝটিকা আক্রমণের একমাস পরে। ম্যাগডালেনা এবং লা-প্লাটা নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকায় আমরা ঘাঁটি গেড়েছিলাম। ফিদেলের আদেশ অনুযায়ী আমরা বিদ্রোহীদের অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছিলাম এখানে। আমাদের দলের কেউ কেউ, যারা নতুন আমদানী, সেই প্রথমবার বন্দুক স্পর্শ করলো। তখন আমাদের কাছে ছিল সর্বসাকুল্যে তেইশটি বন্দুক, ন'টি টেলিস্কোপিক রাইফেল, পাঁচটি আধা-অটোমেটিক, চারটি বোল্ট-এ্যাকশন, দু'টি টমসন সাব-মেশিন গান, দু'টি ম্যাসিন পিস্তল এবং একটি সটগান। সেদিন বিকেলে আমরা ঐ অঞ্চলের শেষ পাহাড়টির চূড়োয় উঠে গিয়েছিলাম। আমাদের গাইডটির নাম ছিল ইউটিমিও, লোকটা স্থানীয় অধিবাসী হলেও বিদ্রোহী। পরে অবশ্য লোকটি শত্রুর গুপ্তচরে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং ফিদেলকে হত্যা করার ভার নিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর সাহায্যের খুবই প্রয়োজন ছিল আমাদের।

সেদিন পরিক্রমণের সময় দু'জন গুয়াজিরোকে আমরা বন্দী করেছিলাম। গুয়াজিরোরা হলেন ওখানকার স্থানীয় কৃষক। দেখা গেল যে ওরা হলো আমাদের পথপ্রদর্শকের আত্মীয়। ওদের একজনকে ছেড়ে, অপরজনকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমরা আটকে রাখলাম। পরের দিন ১৫ই জানুয়ারী লা-প্লাটার ব্যারাকগুলি আমাদের চোখে পড়লো। দেখতে পেলাম একদল ইউনিফর্ম-পরা লোক খেলাধুলা করছে। ১৬ই জানুয়ারী ব্যারাক আক্রমণ করবো বলে স্থির করলাম আমরা। সকাল থেকেই ওর উপর প্রখর নজর রাখলাম। রাত্রে গার্ডরা শুয়ে পড়লো। আমাদের অগ্রগামী দল বাইরে কাউকে দেখতে পেলো না। ব্যারাক এবং নদীর ধার ঘেঁষে যে সড়ক গেছে, সেটা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা। রাত একটু গভীর হবার পর অগভীর লা-প্লাটা নদী পেরিয়ে আমরা যার যার জায়গা নিলাম। দু'জন গুয়াজিরো ওপথ দিয়ে যাচ্ছিল, আমরা

তাদের বন্দী করলাম। ওদের একজন শত্রুর গুপ্তচর। তাদের থেকে কিছু জরুরী সংবাদ আদায় করে নেওয়া সম্ভব হলো। জানা গেল ব্যারাকে রয়েছে পনেরজন সৈন্য। আরও জানা গেল এ অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত ফোরম্যান চিকো অমরিত্ত এক্ষুণি এ পথ দিয়ে যাবে। একটু পরেই চিকোকে আসতে দেখা গেল, মদাসক্ত অবস্থায়, খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে, সংগে একটি নিগ্রো বালক। কায়দা করে চিকোকে থামান হলো। ফিদেল আর্মি অফিসারের গলায় বললেন যে তিনি দলবল নিয়ে এসেছেন ঐ অঞ্চলে আত্ম-গোপনকারী গেরিলাদের ধরবার জন্য এবং তিনি পাহাড়ীপথে প্রবেশ করবেন। ফিদেল আরও অভিযোগ আনলেন যে ব্যারাকেব সৈন্যরা শত্রুদমন না করে খালি আমোদ-আহ্লাদ করছে বলেই খবব পেয়েছেন তিনি। চিকো সবটাই স্বীকার করলো। স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব কেমন, কারা কারা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাও জেনে নিলেন ফিদেল। খারাপ বলে যে সব লোকের নাম করলো চিকো, ধরে নিলাম তারাই আসলে ভাল লোক। ফিদেলকে ধরা হলে কী করা হবে জিজ্ঞেস করলে চিকো বিনাদ্বিধায় জবাব দিল—মাথা কেটে নেব। আর মাথা কাটবো ক্রেসেনসিও পিরেজের। চিকো জানতো না নিজের অজ্ঞাতেই মৃত্যুর পরোয়ানায় সই করলো ও।

চিকোকে সামনে রেখে আমরা ব্যারাকের দিকে এগোলাম। আবাব লা-প্লাটা নদী পেরিয়ে আমরা ব্যারাকের কাছে এসে গেলাম। ফিদেল তখন চিকোকে জানালেন যে যুদ্ধের নিয়ম হলো ধৃত লোকদেব বেঁধে ফেলা। চিকো কোন বাধা দিল না, বোধহয় অতিবিক্ত পরিমাণে মদ্যপানের ফলেই। নিজেদের বাইশটি বন্দুকের সাহায্যে ব্যারাকটি অধিকার করতেই হবে আমাদের। নইলে আমাদের রসদ ফুরিয়ে যাবে, আমরা প্রায় নিরস্ত্র হয়ে পড়বো। লেফটেনান্ট মুলিটো দিয়াজের সংগে রইলেন ক্যামিলো, বেনিটেজ আর ক্যালিক্সটো মোরেল, ওদের কাছে রইলো আধা-অটোমেটিক

রাইফেল। একেবারে ডানদিক থেকে ওঁরা ওভারসীয়ারের ঘর আক্রমণ করবেন। মাঝখান দিয়ে আক্রমণ চালাব ফিদেল, সানসেজ, লুই ক্রেসপো, ক্যালিক্সটো গার্থিয়া, ফাজার্দো আর আমি। রাউল দল নিয়ে এবং আলমিডো তার দলবলসহ বামদিক থেকে আক্রমণ চালাবেন।

এভাবে ব্যারাকের চল্লিশ মিটারের মধ্যে আমরা এসে গেলাম। চাঁদের আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ফিদেল প্রথম গুলি চালালেন সাব-মেশিনগান দিয়ে। সংগে সংগেই সবার বন্দুক থেকে গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো। ব্যারাকের সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করার হুকুম দিলাম আমরা কিন্তু কোন ফল হলো না। কিন্তু আক্রমণের সংগে সংগে চিকোকে হত্যা করা হলো।

রাত ২টা ৪০ মিনিটে আক্রমণ শুরু করা হোলো কিন্তু ব্যারাকের সৈন্যরা অনেকক্ষণ ধরেই সে আক্রমণ প্রতিহত করলো। ব্যারাকের একজন সার্জেন্টের হাতে ছিল এম্ ওয়ান রাইফেল, যতবারই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলো, তিনি গুলি চালিয়ে তার জবাব দিতে লাগলেন। আমাদের ওপর আদেশ জারী করা হলো ব্রাজিলিয়ান গ্রেনেড ছোঁড়ার, ক্রেস্‌পো নিজেরটা ছুঁড়লেন, আমিও আমারটা। কোনটাই ফাটলো না। রাউল ছুঁড়লেন ডিনামাইট, তাও ব্যর্থ হলো। এগিয়ে গিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় রইলো না। প্রথমে চেষ্টা করলেন ইউনিভার্সো সানসেজ, পরে ক্যামিলো। দু'জনেই ব্যর্থ হলেন। অবশেষে আমি আর ক্রেসপো ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে দিলাম। ব্যারাক থেকে পালানোর সময় একজন সৈনিক প্রায় লুই ক্রেসপোর বন্দুকের ওপর এসে পড়লো এবং বুকে আঘাত পেলো। লুই তার হাতের অস্ত্রটি কেড়ে নিলেন। ক্যামিলো আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি গাছের আড়ালে পলায়মান সার্জেন্টের ওপর সেখান থেকেই গুলি চালাতে লাগলেন।

আমাদের গুলিতে ব্যারাকের সৈন্যরা একে একে প্রাণ হারাল। ক্যামিলোই প্রথম ব্যারাকে ঢুকে পড়লেন এবং বাদ বাকী সৈন্যরা

আত্মসমর্পণ করলো। ওদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রগুলির তাড়াতাড়ি হিসাব করলাম আমরা। আটটি স্প্রীংফিল্ড রাইফেল, একটি টমসন সাব-মেশিন গান আর কয়েকহাজার কার্তুজ। আমরা মোট গুলি ছুঁড়েছি পাঁচশ রাউণ্ড। তার ওপর পাওয়া গেল কার্তুজ বেল্ট, জ্বালানি, ছুরি, জামাকাপড় আর খানিকটা খাবার। হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ। ওদের দলের নিহত দু'জন, আহত পাঁচজন, আমাদের হাতে বন্দী তিনজন। কয়েকজন পালিয়ে গেছে। আমাদের কারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আমরা সরে এলাম, আসার আগে যতদূর সম্ভব আহতদের শুশ্রূষা করলাম। ধৃত সৈন্যদের হাতে ওদের ছেড়ে দিয়ে এলাম। বন্দীদের একজন রাউল কাস্ত্রোর দলে ভর্তি হয়ে গেলেন। পরদিন, ১৭ তারিখে আমরা পালমা মোচার দিকে রওনা হয়ে গেলাম এবং সিয়েরার ঘন জংগলাকীর্ণ অপ্রবেশ্য অঞ্চলে আস্তানা গাড়লাম।

এটাই প্রথম জয়লাভ আমাদের। স্থানীয় কৃষকরা তখনও আমাদের সংগে যোগ দিতে অনিচ্ছুক এবং সহরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা বিন্দুমাত্রও নেই।

পালমা মোচার অভ্যন্তর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল এল্ অরয়ো ডেল্ ইনফিয়ার্নো নামে ছোট, অগভীর একটি পাহাড়ী নদী। ওর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা দু'টি বোহিও (কৃষকদের চালাঘর) দেখতে পেলাম। আগেই ক্যাম্প তৈরী করলাম আমরা, যদিও ঘরদুটি আমরা ব্যবহার করিনি। ফিদেল নিশ্চিত ছিলেন যে বাতিস্তা বাহিনী আমাদের পিছু নেবে এবং আমাদের খুঁজে বের করবে। তাই এখানে এমনভাবে গোপন ঘাঁটি তৈরী করার পরিকল্পনা করলেন যে যাতে আমরা শত্রুসৈন্যের কাউকে কাউকে ধরতে পারি।

১৯শে তারিখে একটি দুর্ঘটনা ঘটলো যা' মারাত্মক হতে পারতো। লা প্লাটার যুদ্ধে একটি করপোরালের টুপি হস্তগত করেছিলাম,

আর তাই পরম গর্বের সংগে মাথায় দিচ্ছিলাম। সৈন্যদের পরিদর্শন করার সময়ও মাথায় টুপিটা ছিল। বনের ভেতর দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম, ফেরাব পথে আমাদের বাইবের ঘাঁটির লোকেরা দূর থেকে আমাদেব দেখতে পেল, দেখতে পেল কেউ একজন অফিসারের টুপি পরে আসছে। ভাগ্যিস্ ওরা তখন নিজেদের অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করছিল, একমাত্র ক্যামিলো ছাড়া। ক্যামিলো গুলি চালালেন আমাদের ওপব, চালিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। প্রথম গুলিটি আমাদেব গায়ে লাগেনি, তারপব ওর রাইফেল খাবাপ হয়ে গেল। তাই সে যাত্রা বেঁচে গেলাম। ঐ ঘটনা থেকেই আমাদেব সে সময়কাব মানসিক অস্থিরতা বোঝা যাবে।

২২শে তারিখে পালমা মোচাব দিক থেকে বারকয়েক গুলিব শব্দ শুনলাম। শত্রুবা এগিয়ে আসছে ভেবে আমরা সতর্ক হলাম এবং সারাদিন কোন রান্নাবান্না হলো না। দুপুবের দিকে বোহিওতে একজন লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। দেখা গেল যে ওটি একজন শত্রুসৈন্য। তাবপর আরও দুজনকে দেখা গেল। কয়েকজন চলে গেল, তিনজনকে ওখানে রেখে। বোহিওব বাইরে একজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওকে। ফিদেলেব গুলিতে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বোহিওব দিক থেকে বাকী দু'জন গুলি চালাল কিন্তু আমাদের গুলিতে ওবাও ধবাশায়ী হলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম কাছের বোহিওতে আরও একজন সৈন্য আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। গুলি ছুঁড়লাম, প্রথমটা লাগলো না, দ্বিতীয়টা লাগলো ওর বুকে। মুখ থুবড়ে পড়লো সৈনিকটা। ক্রেসপোকে সংগে করে এগিয়ে গেলাম। ওর বাইফেল, বুলেট আর অন্যান্য জিনিষপত্র হস্তগত করলাম। তারপর চটপট করে গা ঢাকা দিলাম আমরা। ওদের কাছ থেকে পাওয়া গেল একটি বন্দুক, সেটা দেওয়া হলো এফিজেনিও এমেজিরাসকে।

ছোটখাটো ঘটনা হলেও আমাদের মনোবল এতে অনেকখানি বেড়ে গেল। সারাদিন চড়াই ঠেললাম আমরা। এমন জায়গায়

এসে পৌঁছলাম যেখানে বড় কোন শত্রুবাহিনী আমাদের পিছু নিতে পারবে না। পাহাড়ের অন্য পাশে পৌঁছলাম। বাতিস্তার বাহিনীও আমাদের প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলছিল, ওদের ঐ অঞ্চল থেকে অপসারিত করা হচ্ছিল। পরস্পরের অজ্ঞাতে প্রায় পাশাপাশি চলছিলাম আমরা। একদিন ত এমন হলো যে যে বোহিওতে আমরা রাত কাটাচ্ছি, তার পাশেই, ছোট একটা খালের ওপারে, শত্রুরা আস্তানা গেড়েছে। শত্রুসৈন্যের নেতৃত্ব করছেন সানসেজ মনকুয়েরা, যিনি সিয়েবা মেস্ত্রোয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন।

আমাদের বোঝা বেড়েছে। কেউ কেউ দুটা রাইফেল বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হাঁটা এক কষ্টসাধ্য, তার ওপর বাড়তি বোঝার ঝামেলা। আমরা তখন এ জাতীয় গেরিলা যুদ্ধের কার্যকারিতা সম্পর্কে সংপূর্ণ ওয়াকিবহাল। জেনে ফেলেছি যে শত্রুকে নাজেহাল করতে এব কোন বিকল্প নেই।

লা প্লাটা নদীর ধার ঘেঁষে খানিকটা চলার পর আমরা ম্যাগডেলেনা নদী পেরিয়ে কারাকাস অঞ্চলে প্রবেশ করলাম। কিন্তু অবস্থা তখন বদলে গেছে। প্রথমবার যখন এ'অঞ্চলে এসেছিলাম স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের স্বাগতঃ জানিয়েছিলেন। তারপর, এলো ক্যাসিলাসের অধীনে বাতিস্তা বাহিনী, সমস্ত অঞ্চলের ওপর নির্মম অত্যাচার চালালেন। এখন দেখছি কৃষকরা ঘরদোর ছেড়ে চলে গেছে, বাড়ীগুলি পরিত্যক্ত, যে কটা গৃহপালিত পশু ছিল, সেগুলিই কেটে কেটে খেতে লাগলাম আমরা। কিন্তু বোহিওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগলাম। রাতে কোন পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নিলেও, ভোর হবার আগেই জংগলের মধ্যে সরে পড়তে লাগলাম।

আমাদের দলের মধ্যে তখনও কোন সংহতি ছিল না, ছিল না আদর্শের গভীরতা যাতে বিদ্রোহীরা এই কঠিন কঠোর জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করার মতন মানসিকতা অর্জন করবেন। দলত্যাগীদের সংখ্যাও কম ছিল না, তার ওপর অনেকেই চাইতেন শহরে যেন তাদের কোন না কোন কাজ দেওয়া হোক। তবু আমাদের অভিযান চলছিল,

সমস্ত কাঠিন্যকে তুচ্ছ করে সিয়েরা মেস্ত্রোর আরণ্যক জীবনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম।

বিশ্বাসঘাতক ইউটিমিও গুয়েরা রুগ্ন মাকে দেখতে যাওয়ার অছিলায় ছুটি চাইল ফিদেলের কাছে, ফিদেল তা' মঞ্জুরও করলেন। ইউটিমিও বললো ফিরে আসতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। এই লোকটার মতলব সম্পর্কে আমাদের তখনও কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, ফিরে এসে ইউটিমিও জানাল যে পালমা মোচায় গিয়ে সে জানতে পেরেছে যে বাতিস্তা বাহিনী আমাদের পিছু নিয়েছে। আমরা তখনও জানতে পারিনি যে বাতিস্তা পুলিশের হাতে ধৃত হবার পর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশ্রুতিতে সে আপন মুক্তি ক্রয় করেছে। শত্রুর গুপ্তচর হিসাবে সে তখন কাজ করছে। তার আসল উদ্দেশ্য হলো ফিদেলকে হত্যা করা। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ইউটিমিও ক্যাম্প ত্যাগ করে চলে গেল। পরদিন, ৩০শে জানুয়ারী, ভোরের দিকেই আকাশে বিমানের গর্জন শুনলাম। আমাদের সঠিক অবস্থান ওদের জানা ছিল না। হঠাৎ একটা বোমারু বিমান নীচে নেমে এল, মেসিনগানের গুলি বর্ষণ করতে লাগলো এবং বোমা ফেলতে লাগলো। বিমান আক্রমণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবেই আমরা ভয়ানক বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। পরে দেখা গেল বিমান আক্রমণে আমাদের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আমাকে আদেশ দেওয়া হলো যে এডভান্স গার্ডদের জন্য আমি যেন ওখানে অপেক্ষা করি। দলে অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হবে লা কুয়েভা ডেল হুমোতে। সংগে রইলেন স্পেন যুদ্ধ খ্যাত চাও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এডভান্স গার্ডের দু'জন সহযোগী গুইলার্মো গার্থিয়া এবং সার্জিও একুবা আমাদের কাছে এলেন। মোরান গিয়েছিলেন বিমান আক্রমণ থেকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির তদারকিতে, তিনিও ফিরে এলেন। অসুবিধা হলো যে লা কুয়েভা ডেল হুমোর রাস্তা আমরাও কেউ ঠিক চিনিনে। রাতটা কাটলো অনিশ্চয়তার মধ্যে, বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করে। শত্রুর সংগে দেখা হওয়াও বিচিত্র

ছিল না। পরদিন ঘোরাঘুরির মধ্যে কাটলো। ১লা ফেব্রুয়ারী সকাল এগারটার সময় আমাদের অবস্থিতির খুব কাছাকাছি অঞ্চলে গুলির শব্দ শুনলাম। অন্য একজনের তীব্র আর্তনাদ আর সাহায্যের জন্য আবেদনও কানে এলো। এতে সার্জিও একুবার মনের জোর ভেঙে গেল! একুবা রাইফেল এবং কার্তুজ বেল্ট খুলে ফেলে নিজের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। সংগে নিয়ে গেলেন এক টিন জমাট দুধ এবং তিনটি সসেজ। কয়েকঘণ্টা পরে আবার শব্দ শুনলাম এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। কিন্তু এলেন ক্রেশেনসিও পিরেজ, সংগে আমাদের অনেক পুরানো বন্ধু, রবার্ত্তো পেজাণ্টের নেতৃত্বে একটি নতুন দলও।

আমরা আবার আজি উপত্যকায় নেমে এলাম। চলতে চলতে ক্রেশেনশিও আমাদের কিছু কিছু উপহার দিলেন। আমাকে দেওয়া হলো একটি সার্জিক্যাল কিট এবং প্রত্যেককে একপ্রস্থ পোষাক। পরদিন, ২রা ফেব্রুয়ারী, আমরা অন্যান্যদের সংগে মিলিত হলাম। সানজানিলো থেকে আসা আরও দশজন গেরিলা আমাদের সংগে যোগ দিল। শুধু শক্তি বাড়লো না আমাদের, সাহস ও নৈতিক বলও এতে অনেকখানি বৃদ্ধি পেলো। অতর্কিত বিমান আক্রমণের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হলো আমাদের, এই সিদ্ধান্তে আমরা এলাম যে খোলা জায়গায় রান্না করার সময় ধোঁয়া দেখে হয়তো শত্রুরা আমাদের আস্তানার সন্ধান পেয়ে থাকবে। তখন এটা কারও মাথায় আসেনি যে বিশ্বাসঘাতক ইউটিমিও গুয়েরা সেই আক্রমণকারী বিমানে ছিল, অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়া একটি অছিলা মাত্র। খুনী ক্যাসিলাসের সংগে যোগ দেবার জন্যই সে আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এর পর থেকে ইউটিমিও বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা করার জন্য আর উঠে পড়ে লেগে গেল।

এর পর কারাকাস পাহাড় ছেড়ে, পরিচিত অঞ্চলে সরে গেলাম আমরা! বাইরের থেকে সাহায্য পাবার আশায় এবং

দেশের অবস্থাকে আরও গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য আমরা আজি পার হয়ে পুরানো বন্ধু মেস্তোজার বাড়ীতে এসে পৌছলাম। ওখানে পৌছনোর পথটি ছিল বন্ধুর, তাই সময় লেগেছিল অনেক বেশি। রাত কাটালাম পাহাড়ের ওপর, পেটে দেবার মত কিছু জুটলো না। মনে আছে ক্রেসপো চার টিন সসেজ এনে বলেছিলেন ওগুলি এনেছেন তাঁব বন্ধুদের জন্য। ক্রেসপো, ফিদেল, আমি এবং আর একজন মিলে এমন ভাবে তা'খেলাম যেন বিরাট ভোজ খাচ্ছি। মেস্তোজার ওখানে পৌছনোর পর তিনি কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয় কৃষকরাও আমাদের স্বাগতঃ জানাল। মেস্তোজা হলেন ক্রেশেনসিও পিরেজের বন্ধু এবং আমাদের দলে অন্যান্য যে সব কৃষক আছেন তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমি তখন ম্যালেবিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। ক্রেসপো এবং কমরেড জুলিও ঝেনন হাঁটতে আমাকে সাহায্য করছিলেন। বোহিওতে থাকার বিপদ অনেক কিন্তু অসুস্থ শরীবের জন্য আমাকে আর মোরাণকে ঘরের মধ্যেই থাকতে হলো। অন্যান্যবা বাইরে রাত কাটাতে লাগলেন, খাবাব সময় কেবল ঘরে আসতেন। বাধ্য হয়ে দলের শক্তিও কমাতে হলো আমাদের। অনেকেই নৈতিক ও স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন। কয়েকজন ভয়ানক ভাবে আহত হয়েছিলেন। আহতদেব মধ্যে ছিলেন র‍্যামিবো ভালডিস আর ইগানজিও পিরেজ। র‍্যামিরোর হাঁটুতে আঘাত লেগেছিল। সুতরাং তাঁকে পেছনে ফেলে আসতেই হলো আমাদেব। নতুন গেরিলারা ভাবতেন জংগলেও বুঝি প্রচুর খাদ্য, থাকার ঘর আর বিশ্রামের আয়োজন থাকবে। কিন্তু কাঠিন্য আর যন্ত্রণা তাদের অস্থিরতা এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীনতায় নিয়ে এসেছিল।

চিয়ো ফ্রায়াস এলেন আর কয়েকজন নতুন গেরিলাকে নিয়ে। নানারকম সংবাদও আনলেন তিনি। খবর পেলাম বাতিস্তা বাহিনীব দিয়াজ তামারো বিদ্রোহীদের সংগে সখ্যতা স্থাপন করতে

চান ; ফস্টিনো নাকি অনেক হাজার পেসো সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। সারা দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে এবং সরকার অন্তর্ঘাতমূলক কাজে পর্যুদস্ত হচ্ছে। আরও খবর পেলাম দলত্যাগী সার্জিয়ো একুবা নিজের আত্মীয়দের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু খুড়তুতো ভাইকে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগের কথা বলার জন্য বিপদ ডেকে আনলেন তিনি। কুখ্যাত কর‍্যপোরেল সে খবর পেয়েই তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করলেন, চার বার গুলি চালালেন তাঁর ওপর এবং শেষে তাঁকে ফাঁসীকাঠে লটকে দিলেন। এতে আমাদের দলেব সবাই বুঝলেন যে দলত্যাগের বিপদ কী হতে পারে, ভাগ্যকে সকলের সংগে মিলিয়ে দেওয়াই হলো প্রত্যেকের আশু কর্তব্য। এ' খবর শুনে ঠিক কবলাম যে আমাদের এখুনি এ স্থান ত্যাগ করা উচিত। একুবার কাছ থেকে যদি ওরা খবর পেয়ে থাকে যে আমরা এখানে আছি, তাহলে আমাদের খোঁজে ওদের এখানে আসা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এর পর এক রাত্রে ইউটিমিও নালিশ জানালো যে তার কোন কম্বল নেই এবং ফিদেলকে বললো তিনি যেন নিজের একটা কম্বল ওকে দেন। সে রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। ফিদেল জানালেন যে ওকে একটি কম্বল দিয়ে ফেললে দু'জনকেই ঠাণ্ডায় ভুগতে হবে। তিনি বরং বললেন নিজের দু'টি কোট শুদ্ধ দু'জনে একই কম্বলের তলায় রাত কাটাবেন। সুতরাং ফিদেলের পাশে শুয়ে ইউটিমিও রাত কাটালো। তার কাছে ছিল '৪৫ বোরের পিস্তল যা' দিয়ে ফিদেলকে খুন করবে। আর দুটি গ্রেনেড, পালানোর সময় যা' কাজে লাগবে। সে সময় ফিদেলের সবচেয়ে কাছে থাকতাম আমি আর য়ুনিভার্সো সানসেজ। ইউটিমিও আমাদের বললো—পাহারাদার-দের কাজ সম্পর্কে আমি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছি, এ সময় আমাদের ভয়ানক সতর্ক থাকা উচিত। আমরা ওকে জানালাম যে বাইরে তিনজনকে মোতায়েন করা হয়েছে, আর আমরা, যারা গ্রানমা থেকে ফিদেলের সংগী এবং ডান হাত, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য

আমরা সারারাত পালা বদল করি। ইউটিমিও সারারাত বিদ্রোহের নেতার পাশে পড়ে রইল, তাঁর প্রাণ রইলো ওর হাতের মুঠোয় কিন্তু গুলি চালাবার মত সাহস শেষ পর্যন্ত ও অর্জন করতে পারেনি। সে রাত বোধহয় আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম এবং জটিলতম রাত। সারারাত ইউটিমিওর মধ্যে দু'টি বিপরীত সত্বার দ্বন্দ্ব চলছিল। এক দিকে সাহস, অন্যদিকে ভয়, ভীতি, অথবা বিবেকবোধ, একদিকে বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমতা ও অর্থপ্রাপ্তির লোভ, অন্যদিকে হয়তো মানসিক প্রস্তুতির অভাব। শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির জয় হলো, সারা-রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল।

ফ্লোরেনটিনোর বাড়ী ছাড়লাম আমরা, নদীর অববাহিকা ধরে চলতে লাগলাম। চিয়ো ফ্রায়াস গেলেন নিজেব বাড়ীতে, কিছু মুরগী এবং অন্যান্য খাবার নিয়ে ফিরে এলেন, রাত্রের আশ্রয়হীনতার দুঃখ ঘুচলো সকালে গরম স্যুপ আর মাংস খেয়ে। কেউ যেন খবর দিল ইউটিমিও এসে গেছে। ইউটিমিও বললো রুগ্ন মাকে দেখে ফিবে আসার পথে সে কারাকাসে গিয়েছিল এবং সেখানে আমাদের দেখতে না পেয়ে এখানে এসেছে। ওকে সকলে বিশ্বাস করতো, ওর কথায় কেউ তাই তেমন অবিশ্বাস করলো না।

৯ই ফেব্রুয়ারী লুই ক্রেসপো আর চিয়ো ফ্রায়াস যথারীতি চলে গেলেন, খাদ্যবস্তু সংগ্রহের আশায়। চারদিক বেশ শান্ত। দশটার সময় কৃষক গেবিলা লাব্রাডার হাতে একজন ধরা পড়লো। সে নাকি ক্রেশেনসিওর আত্মীয়, কাজ করে চেলেস্টিনোর গুদামে যেখানে ক্যাসিলাসের সৈন্যরা আস্তানা গেড়েছে। ওদের দলে সৈন্য আছে ১৪০জন। লোকটি আরও জানালো যে ইউটিমিওর সংগে ওর কথা হয়েছে এবং আগামীকাল এ অঞ্চলে আবার বোমা পড়বে। ক্যামিলোর সৈন্যদের এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে সে দেখেছে কিন্তু কোথায় গেছে ঠিক বলতে পারবে না। ওর কথা শুনে ইউটিমিওর অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে ফিদেলের মনে সন্দেহের উদয় হলো এবং ওর ওপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম।

দেড়টার সময় ফিদেল ক্যাম্প তুলে নেবার আদেশ দিলেন। পাহাড়ের ওপর চড়ে আমার স্কাউটদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই চিরো ফ্রায়াস এবং লুই ক্রেসপো এসে হাজির হলেন। বললেন, অসাধারণ কিছু ওদের চোখে পড়েনি। ওদের সংগে কথা বলছি এমন সময় চিরো রেডোণ্ডো এসে খবর দিলেন যে একটি ছায়াকে নড়াচড়া করতে তিনি দেখেছেন। পর মুহূর্তেই একটি গুলির শব্দ শুনলাম এবং পর পর আরও অনেক-গুলির। আমাদের পূর্ববর্তী ক্যাম্পের ওপর শত্রুরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাতে লাগলো। নতুন ক্যাম্পও চটপট গুটিয়ে ফেলা হলো, পরে জানতে পারলাম পাহাড়ের মাথায় জুলিও ঝেনন একোস্টা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা প্রাণপণে ছুটলাম, নিজের ব্যাগটাই ফেলে যেতে হলো আমার। ওর মধ্যে ছিল কিছু ওষুধ, খানিকটা খাবার, বই এবং কম্বল! কোনরকমে অন্য একটি কম্বল কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়তে লাগলাম আমি। অন্য সঙ্গীদের ধরে ফেললাম। আলমিডা, জুলিটো দিয়াজ, য়্যুনিভার্সো সানসেজ, ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, গুইলামো গার্সিয়া, চিরো ফ্রায়াস, মোটোলা, পেজাণ্ট, এমিলিও লাব্রাডা আর ইয়ায়ো। গুলি থেকে বাঁচার জন্য ঘোরাপথ ধরলাম আমরা, অন্যান্য সংগীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে কিছুই আমাদের জানা নেই। বিকেল পাঁচটা নাগাদ এমন একটা জায়গায় এসে গেলাম, যেখানে অরণ্য শেষ হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এলেই খোলা জায়গায় পা দিতে হবে—যাতে শত্রুদের নজরে পড়ে যাবো আমরা। সুতরাং সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই কাটাবো বলে স্থির করলাম। শত্রুরা যদি পেছু নেয়, ওদের সংগে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু শত্রুদের দেখা পেলাম না, আবার চলতে লাগলাম আমরা, চিরো ফ্রায়াস পথ দেখাতে লাগলেন, এ অঞ্চল সম্পর্কে অল্পস্বল্প ধারণা আছে তাঁর। আলমিডা দলের নেতৃত্ব নিলেন, তাঁর সংগে আমরা পৌঁছলাম এল লিমোনএ, ফিদেল যেখানে আমাদের থাকতে বলেছিলেন। ইউটিমিওর বিশ্বাসঘাতকতা

সম্পর্কে তখন আমাদের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। তাই অনেকে আপত্তি তুললেন যে এল্-লোমোন্ আমাদের পক্ষে নিরাপদ হবে না, শত্রুরা হয়তো ওখানেই আমাদের জন্য ওঁত পেতে বসে আছে কিন্তু আলমিডা ফিদেলের আদেশ অমান্য করতে রাজী হলেন না।

এল্ লোমোনের কাছেই তিনদিন পরে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফিদেলের সংগে আমাদের দেখা হলো। ইউটিমিওর বিশ্বাসঘাতকতাব প্রমাণ আমাদের দিলেন ফিদেল। জানতে পারলাম লা-প্লাটার যুদ্ধের কয়েকদিন পরে ক্যাসিলোর হাতে ধরা পড়েছিল সে কিন্তু তাকে ক্যাসিলাস্ লাগালেন অন্য কাজে, অর্থের বিনিময়ে ফিদেলকে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে। কারাকাসে আমাদের অবস্থিতি সম্পর্কে শত্রুদেব ওই জানিয়েছে,লোমা ডেল্ বুবোর ওপর আক্রমণের আদেশও এসেছে ওর পক্ষ থেকে। ক্যানন্ ডেল্ আরয়োয় আমাদের ওপর আক্রমণের মূল কারণও ইউটিমিওর সংবাদ, ফিদেলের সময়োচিত আদেশের জন্যই মাত্র একজনকে হারিয়ে আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। আমাদের বারজনের সংগে (লাব্রাডা তখন পালিয়ে গেছে) যোগ দিলেন রাউল, এমেজিরাস, চিবো রেডোণ্ডো, ম্যানুয়েল ফাজার্দো, ইকেভেরিয়া, গ্যালেগো মোরান আব ফিদেল। মোট আঠারজন হলাম আমরা। গ্রাণমার আদি সহকর্মীদের মধ্যে দল ছেড়ে গেছেন মাত্র একজন—আরমাণ্ডো রোড্রিগুয়েজ। যাবার সময় সংগে নিয়ে গেছেন একটি টমসন সাবমেশিনগান। শেষ পর্যায়ে তাঁর মানসিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে দূরে কোন গুলির শব্দ শুনলেই আতংকে অস্থির হয়ে উঠতেন তিনি। এই আঠাবজনের বিদ্রোহী দল পরবর্তী সংঘর্ষের জন্য নিজেকে তৈরী করতে লাগলো।

৩

স্মৃতিচারণে আমার কোন উৎসাহ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা নেই যার উল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয় বলে

মনে হতে পারে। ফিদেলের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে, কিউবা বিপ্লবের সংগে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ফেলার আগে, আমি যা করতে পেরেছি, যে মনোভাব আমার মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি—এই কারণে যে আমার জীবনবোধ গড়ে উঠেছে ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে। নিজের দু'চোখে আমি যতটুকু দেখেছি, তার উল্লেখ করছি মাত্র।

আগেই বলেছি জন্মসূত্রে আমি আর্জেন্টিয়ান। মা আর বাবার কথা এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ওরা ছিলেন যুক্তিবাদী মানুষ, অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়। বাবা কোথাও স্থায়ীভাবে বসতি করেননি, আমার জন্মস্থান আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে। বাবা ওখানকার বাসিন্দা নন। আমার বয়স যখন মাত্র আঠার মাস, বাবা আর মা চলে এসেছিলেন বুয়েনস্ এয়ার্সে, ওখানে জাহাজ তৈরীর ব্যবসা করছিলেন উনি। ভাইবোনেদের মধ্যে আমি সবার বড়, আমার পরের বোন সিলিয়া আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট, রবার্তো ছোট—তিন বছরের, আনা মারিয়া চার বছরের এবং সবচেয়ে ছোট ভাই জুয়ান্ মার্টিন আমার চেয়ে তের বছরের ছোট।

ব্যবসা ছাড়াও বাবা বুয়েনস্ এয়ার্সে থাকাকালীন আরও একটা কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমার কিছু মনে নেই সে সময়ের কথা, সবটাই শুনেছি বাবা আর মার মুখে। জন্ম থেকেই আমি রুগ্ন, এ্যাজ্মার রোগী। বাবা আমাকে গড়ে পিটে—শক্ত করে তুলেছিলেন। শরীর শক্ত হলেও কাশীতে ভারী ভুগছিলাম, এ্যাজ্মা বড় বেশি চেপে ধরেছিল আমাকে। ডাক্তাররা নাকি বাবাকে জানিয়েছিলেন বুয়েনস্ এয়ার্সের জলবায়ু এ্যাজ্মা রোগীর পক্ষে অনুকূল নয়। প্রধানতঃ আমার স্বাস্থ্যের জন্যই বাবা তাঁর জাহাজ তৈরির ব্যবসা অংশীদারের কাছে বিক্রী করে দিয়ে কর্ডোবায় চলে এলেন এবং আলটা গ্রাসিয়ার পাহাড়ী আর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে লাগলেন। তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। বাবা

আমাকে নিয়ে অনেকখানি সময় কাটাতে ভালবাসতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বাবার উৎসাহে আমি স্যুটিং, সাঁতারকাটা, ফুটবল ও রাগবি খেলতে শিখেছিলাম। গ্রীষ্মকালে সুইমিং পুলে আমাকে কাটাতে হতো প্রায় তিন ঘণ্টা। আলটা গ্রাসিয়ার মধ্যবিত্ত অঞ্চলে একটি বাড়ীতে আমরা তখন থাকতাম, বাড়ীটার নাম ভিলা নিডিয়া। আমাদের বাসার পাশেই ছিল গল্‌ফ্ ক্লাব, ছেলেবেলা থেকেই ভাল গল্‌ফ্ খেলতে পারতাম আমি।

বাবার আর একটি প্রধান গুণ ছিল তিনি ধনী নির্ধনের ভেদাভেদ মানতেন না। বন্ধু বাছাইয়ের ব্যাপারে আমাকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বাবা বলতেন—তোমার বন্ধুদের বাবারা কি করেন তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই যারা তোমার বাসায় আসবে, তাদের সকলকেই সমানভাবে স্বাগতঃ জানাবে।

কর্ডোবার স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর গুণে স্বাস্থ্য আমার ফিরে গিয়েছিল। এ্যাজ্‌মার জন্য ভুগলেও মনের জোর বেড়ে গিয়েছিল খুব। বাবা আমাকে শারীরিক পরিশ্রমে উৎসাহ দিতেন, চাষীদের সংগে খেতখামারে কাজ করতেও বলতেন। তার ওপর আর্জেন্টিনার সাধারণ মানুষের প্রতি তার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন ওঁদের আসল পরিচয় জানতে হলে, ওঁদের অস্তিত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যেতে হবে। আমি নিজেও সেরকম হয়ে যাচ্ছিলাম। দশ এগার বছরেই পাড়ার ছেলেদের সর্দারি করেছি আমি। মজার একটা ঘটনা আজও আমার মনে আছে। বেশি করে মনে রয়েছে ওর একটি বেদনাকর দিক যা' প্রথমেই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার চোখ খুলে দেয়। একজন ধনী বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পার্টি ছিল অভিজাত সিয়েরা হোটেলে। আমার যেমন স্বভাব, অত্যন্ত অগোছালো অবস্থায় নোংরা পোষাকে গিয়ে হাজির হলাম। দরজার কাছে আমাকে দেখতে পেয়েই একটি ছোট মেয়ে চট্ করে বলে উঠলো—

জুতো পালিশ করা ছেলেদের কেন যে এখানে ঢুকতে দিল। শুনেই আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। আমি চিৎকার, চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। আমাকে কিছুতেই থামাতে না পেরে ওরা বাবাকে খবর দিলেন। বাবা হাজির হলেন খানিকক্ষণ পরে। সবটা শুনে বাবার সে কি রাগ। আমার সংগে গলা মিলিয়ে ধনীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগলেন। অবস্থা এমন আকার ধারণ করলো যে হোটেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন আমাদেব বাপ-বেটাকে হোটেল থেকে বের কবে দিতে।

বাবার স্বভাবটাই ছিল এমনি, নানা ধরণের কাজের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতেন তিনি, আমাকেও তাতে অংশ গ্রহণ করতে বলতেন। মাঠের কাজ চলে যেতাম আমবা, ভারী ভাল লাগতো চাষীদেব সংগে কাজ কবতে। আবার এ্যাজ্‌মার্‌ যখন বাড়াবাড়ি হতো, যখন বাইরে বেরুনোর কোন উপায় থাকতো না, আমার বিছানার পাশে বসে নানাধবণের বই পড়ে শোনাতেন বাবা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করতেন, দেশ-বিদেশের ইতিহাস শোনাতেন আমাকে, আমি নিজেও পড়তে ভালবাসতাম খুব, বাবার লাইব্রেরীতে বই ছিল তিন হাজারের মতো, এর প্রত্যেকটি বই আমাকে টানতো। সমাজবিদ্যা, দর্শন থেকে আরম্ভ করে অংক আর ইঞ্জিনিয়াবিং-এব বইগুলিও পড়তে ভাল লাগতো খুব। বিজ্ঞানের প্রগতি নিয়েও আমি তখন ভাবছিলাম। বাবার লাইব্রেরীতে যা' ছিল না তা' হলো ধর্মপুস্তক—ধম সম্পর্কে বাবার মনে প্রবল অনীহা ছিল, ভাবতেন ধর্মের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িয়ে গেছে শোষণের ছলাকলা, চার্চ-এর আবহাওয়ার মধ্যে কোথাও সত্যবোধ নেই। যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে বাবা বলতেন যে পৃথিবীর তিনিই মহত্তম মানুষ কিন্তু চার্চ তাঁর শিক্ষাকে নষ্ট করে ফেলেছে! ইহুদিরা চার্চ ব্যবসায়ে টাকা জুগিযে এসেছে এবং ইতালীবাসীরা করেছে ব্যবস্থাপনা।

স্প্যানিশের চেয়ে ফরাসী ভাষাটাই আমার ভাল লাগতো,

মার কাছ থেকে ওটা আমি ভাল করেই রপ্ত করেছিলাম। তবু স্কুলে ভাত হ'তে দেরি হয়েছে আমার। শারীরিক অসুস্থতার জন্য মা-বাবা আমাকে স্কুলে পাঠাননি। অসুখের জন্য নিয়মিত স্কুলেও যেতে পারতাম না, প্রায়ই স্কুল কামাই হয়ে যেত। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করতাম স্কুলের পড়া তৈরী করার জন্য, আমি কারও থেকে পিছিয়ে আছি এ ভাবনা আমি যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। বাড়ীতে বসে বসে অনুক্ষণ পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকতে আমার ভাল লাগতো। এগার বার বছরেই আমি কবিতার বড় ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম, অনেক ফরাসী কবির কবিতা ভাল লাগতো আমার। কবিতা আজও আমার নিত্যসংগী, ঝোলার মধ্যে দু-একটা কবিতার বই না থাকলে সব কিছুই বিস্বাদ লাগে আমার। আর ভাবতাম বড় হলে আমি কবিতা লিখবো। তার কারণ ছিলেন পাবলো নেরুদা। নেরুদাকে চোখের সামনে আদর্শের মতো রেখেছিলাম আমি। তাঁর কত কবিতা যে আমি অনর্গল আবৃত্তি করতে পারি। ছেলেবেলায় সেই সব কবিতার মধ্যে আমি জীবনের মহত্তর অর্থ আর বোধ খুঁজে পাবার চেষ্টা করতাম। নিজেও মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছি কবিতা লেখার কিন্তু আমার রচনা আর যাই হোক কবিতা হয়ে ওঠেনি।

সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলি থেকেই আমার মনে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। আমি কোনদিন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেদের মতো হয়ে উঠতে পারিনি, বিনা বিচারে মেনে নিতে পারিনি কোন কিছু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আমি যেন সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকতাম। এগার বছর বয়সেই এমন একটা কাজে হাত দিয়েছিলাম আজও তা মনে হলে আমার হাসি পায়। এখন মনে হয় ব্যাপারটা ছিল মজার, কারণ ঐ কাজের পেছনে যে পরিপূর্ণ মানসিকতা থাকা দরকার, আমি তখনও তা' অর্জন করিনি। আমাদের সারা প্রদেশে একবার বৈদ্যুতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কর্মীরা দীর্ঘদিনের জন্য ধর্মঘট করেছিলেন। কোম্পানী

ওদের ন্যূনতম দাবীও মানতে চাইছিল না। সারা দেশের সাধারণ মানুষ কোম্পানীর অবিবেচনায় ক্ষুব্ধ হলেও প্রকাশ্যে কোন গোলমালের মধ্যে যেতে চাইছিল না। শ্রমিকদের ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্য কোম্পানী ভাড়াটে লোককে দিয়ে কারখানা চালাতে চাইল। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। নিজের দলকে আমি ভাল করে গুছিয়ে নিলাম আর রাত্রে—সবাইকে নিয়ে বেরুলাম অভিযানে। এক রাতের মধ্যেই সহরের পথে পথে যত বৈদ্যুতিক আলো ছিল সব কটাই ভেঙে তছনছ করে দিলাম।

সেই বয়সেই নিজের মধ্যে কেমন একটা তীব্র আবেগ আর বিশ্বাসবোধ অনুভব করতাম আমি। নিজের মতামতও যেন আমার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত। আমি তীব্র অস্থিরতা ও প্রাণশক্তিতে ভুগতাম, কোন সাধারণ ব্যবস্থায় আমার মনঃপুত হতো না, ভাবতাম ওর মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্যায় রয়েছে। আমার শক্তি, আত্মবিশ্বাস আর সাহসের জন্য সমবয়সী বন্ধুরা একদিকে আমাকে যেমন সমীহ করতো, অন্যদিকে তেমনি ঈর্ষা করতো মনে মনে। ভয় বলে কোন বস্তুকে আমি স্বীকার করতাম না, বরঞ্চ কোন কিছুকে ভয় করাকে আমি অন্যায় ও অপমানজনক বলে মনে করতাম! রাগবি খেলা আমার মনকে টানতো, কারণ এই খেলার ভেতর দিয়ে মানসিক ভীতির কারণ-গুলিকে আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। স্বভাবে দুর্দান্ত এবং দস্যিপনা করায় আমার ভাল লাগতো। শারীরিক অসুস্থতা ও অপটুতাকে মনের জোর দিয়ে কাটিয়ে উঠতে আমি নিরলসভাবে চেষ্টা করতাম।

অথচ স্বীকার করতে এতটুকু লজ্জা নেই যে আমার মন ছিল নরম, আমি বড় বেশি ভাবপ্রবণ ছিলাম, একটুতেই আমি উদ্বেল হয়ে পড়তাম। কারও দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণা আমার সহ্য হতো না। বেদনায় আমার মন টনটন্ করে উঠতো। গৃহপালিত পশুপাখীর জন্যও

ভারী দরদ ছিল আমার মনে, ওদের সংগে এমন ব্যবহার করতাম আমি যেন ওরা আমাদের মত বোধশক্তিবিশিষ্ট প্রাণী। মনে আছে, পোষা কুকুরটির মৃত্যুতে আমার দুচোখ বেয়ে জলের ধাবা নেমেছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলাম। সেই কুকুরকে দস্তুর মত শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে কবরস্থ করেছিলাম। পশুপাখীর যন্ত্রণাও আমাকে সমান-ভাবে অস্থির করে তুলতো, আজও করে। মনে আছে, ডাক্তারী পড়ার শেষ বছরে আমার ঘরের ছাদ আর টালির মাঝখানে একটি চড়ুই পাখি আটকে গিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল। ওখানে পৌঁছবাব কোন উপায় ছিল না জল নামার পাইপটি ছাড়া। ওটাও ছিল পুরানো, আমাব দেহভার সইবার মতো নয়। তবু সেই পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছিলাম আমি। সবাই বারণ করেছিল, বলেছিল পাইপ ভেঙে নীচে পড়ে গেলে আমাব জীবন সংশয় হতে পারে। কিন্তু কারও কথা আমি শুনিনি ; মৃত্যুভয় আমাকে নিরস্ত কবতে পারেনি।

১৯৪৩ সালে আমাদের পরিবার আলটা গ্রাসিয়া থেকে কর্ডোবায় সরে এসেছিলো। কর্ডোবা হলো প্রদেশের রাজধানী। ওখানকার সবকারী হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আমি। সহপাঠীরা আমাকে 'পেলাডো' এবং 'এল চানচো' বলে খেপাত। ছোট ছোট করে চুল ছাটতাম আমি এবং পোষাকে আষাকে ভয়ানক অগোছাল ছিলাম। সেজন্যই এসব নাম জুটেছিল আমার। আমি কোন কিছুকে গ্রাহ্য করতাম না, আমার যা ভাল মনে হতো তার থেকে আমাকে বিন্দুমাত্রও কেউ টলাতে পারতো না। আমি তখন প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতায় ভুগছি। গোটা আর্জেন্টিনাকে দু'চোখ ভরে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। গ্রীষ্মেব ছুটিতে আমি বাবার কাছে গিয়ে সরাসরি স্পষ্টভাষায় বলেছিলাম—আমি সবকিছু নিজের চোখে দেখতে চাই। আমি আর্জেন্টিনায় ঘুরে বেড়াতে চললাম, তিনমাস পরে ফিরবো, স্কুল আরম্ভ হবার আগেই। তখন

আমার বয়স মাত্র তের বছর হলেও বাবা একটুও আপত্তি তোলেননি, তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। বাবাও চাইতেন আমি সব কিছু নিজের চোখে, পরীক্ষা করে, বিচার করে গ্রহণ করি। আমার মধ্যে যেন কোন অন্ধ বিশ্বাস আর সংস্কারবোধ না থাকে! বাবা বলতেন, ওগুলিই হলো স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠার অন্তরায়। সেই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা। নিজের সাইকেলে ছোট একটা মোটর লাগিয়ে নিলাম আমি, হ্যাণ্ড্ব্যাগের মধ্যে ভরলাম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, পকেটে নিলাম মাত্র পঁচাত্তর পেসো। কী অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সেই প্রথম যাত্রা, নিজেকে আমি যাযাবর বলে ভাবছিলাম। পৃথিবীর সব মানুষের সংগে নিজেকে ভাবী একাত্ম বলে মনে হচ্ছিল। দু'চোখ ভরে আমি দেশটাকে দেখছিলাম। এ্যাজ্মার আক্রমণ হলে পথের ধারে নেমে বিশ্রাম নিতাম আমি, রাত্রে শুতাম গাছের নীচে। পকেটে পয়সার যখন টান পড়তো, চাষীদের সংগে মাঠের কাজে নেমে যেতাম, ওদের সাহায্য করে দু'চার পেসো রোজগার হতো। তবু মাঝে মাঝে অবস্থা এমন হতো যে দু'চার দিন খাবার জুটতো না। তবু কিছুতেই সংকল্প থেকে বিচ্যুত হইনি আমি। তিনমাসে সারা উত্তর আর্জেন্টিনা চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছি। ওখানকার অধিবাসীদের সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার সংগে পরিচিত হতে পেরেছি। স্কুল খোলার আগেই সময়মত ফিরে এসেছি আমি। এতে ক্যাথলিক চার্চ আর ধর্ম্মের গোঁড়ামি সম্পর্কে আমার মতামত আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

আমার হাইস্কুলের পড়া শেষ করার আগেই বাবার আর্থিক অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। বেশ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়লাম আমরা। বড় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা ছোট বাড়ীতে উঠে এলাম, আমার হাত খরচের টাকাও বন্ধ হয়ে গেল। অভাবকে আমার তেমন ভয় ছিল না, অবস্থার এই পরিবর্ত্তন আমার মানসিকতাকে তেমন করে আলোড়িত করতে পারেনি। বরং কেমন যেন মজা পাচ্ছিলাম। নিজের পড়াশুনার খরচ চালাবার জন্য

ছোটখাটো কাজ করতে লাগলাম আমি। কিন্তু কোন কাজই মন দিয়ে অনেকদিন করতে পারিনি। এর মধ্যে মজার ঘটনাও ঘটলো *একটা, যে চাকরি করছিলাম তাতে প্রমোশন পেয়ে গেলাম ভুল* কারণে। নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দর্শনশাস্ত্রের ওপর একটি অভিধান তৈরী করছিলাম। অফিসেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই অভিধান তৈরীর কাজটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন দুপুরে তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি এমন সময় হঠাৎ আমাদের বড় কর্ত্তা এসে হাজির হলেন। কর্মচারীদের সকলেই গল্প-গুজব করছিলেন, নিজের টেবিলে প্রায় কেউই ছিলেন না। কর্ত্তা এসে দেখলেন একমাত্র আমিই নিবিষ্টমনে কাজ করে যাচ্ছি। খুব বাহবা দিলেন তিনি। কাজ করছি তাই যথেষ্ট, কী কাজ করছি তাতে তাঁর নজর নেই। ঝট্ করে প্রমোশন দিয়ে গেলেন আমাকে।

কাজ করতে করতে পড়াশুনা চালাতে হলেও ঠিক সময়ে ভালভাবেই পাশ করে বেরুলাম। বাবা তখন রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন, স্পেনের গৃহযুদ্ধের জন্য যে সব আশ্রয়প্রার্থী আমাদের অঞ্চলে এসে পড়েছিলেন, তাদেব নিয়েই মেতে উঠলেন তিনি। আমার ত বরাবরই রাজনীতির দিকে ঝোঁক, আমি সাম্প্রতিক রাজনীতির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমি যোগ দিলাম জাতীয়তাবাদী তরুণ সংঘে। এই দলটি কিন্তু সরকার বিরোধী, সশস্ত্র যুদ্ধে বিশ্বাসী। রাজনীতির ওপর তর্কের ঝড় না তুলে এরা সরাসরি আক্রমণমূলক রীতিতেই বিশ্বাস করতেন। আর্জেন্টিনায় ক্ষমতার আসনে তখন অধিষ্ঠান করছেন জুয়ান পেরন. তাঁর একনায়কত্বে দেশের মানুষ নিপীড়িত। এঁরা তার একান্ত বিরোধী। আমি নিজেও এঁদের মতবাদে বিশ্বাসী। তাই এঁদের গোপন কার্য্যাবলীর সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম।

তবু শারীরিক অসুস্থতা আমাকে প্রায়ই বিব্রত করে তুলতো। বন্ধুরা বলতেন, আমি নাকি বিপ্লবের উপযুক্ত নই। মানতে পারতাম না। নিজেকে পটু এবং কষ্টসহিষ্ণু করে তোলার জন্য আমার চেষ্টার

অন্ত ছিল না। সুযোগ পেলেই পদব্রজে বেড়াতে বের হতাম। যতদূর সম্ভব পায়ে হেঁটে ঘুরতাম! গ্রামের মানুষদের, কারখানার শ্রমিকদের, মাঠের কৃষকদের সংগে মিশে যেতাম, ওদের কাজের অংশ নিতাম। পরিশ্রম কতটা কবতে পারি তার পরীক্ষা করতাম, আম কিছুতেই শারীবিক ক্লান্তিকে স্বীকার করে নিতাম না।

১৯৪৭ সালে বুয়েনস্ এয়ার্স বিশ্ববিত্মালয়ে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হলাম আমি। বাবা ভাবছিলেন আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো, অংকে আমার মাথাও পরিষ্কার ছিল। ডাক্তারী পড়ার দিকে গোড়া থেকে আমার তেমন ঝোঁক ছিল না কিন্তু নিজেব শাবীরিক অসুস্থতার উপশম কি ভাবে হতে পাবে, তাই জানাব জন্য আমার দারুণ আগ্রহ হয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম ডাক্তাবী পড়বো। এর বছরখানেক আগে আবশ্যিক মিলিটাবী সার্ভিসেব জন্য নিজের নাম রেজেস্ট্রী কবেছিলাম আমি। সামবিক বিভাগের একটি মেডিকেল বোর্ড আমার পরীক্ষা করে বায় দিয়েছিলেন যে আমি এ্যাজ্মার রোগী; কোনরকম সামরিক সার্ভিসের উপযুক্ত নই আমি। এতে মনে মনে ভাবী আহত বোধ কবেছিলাম। আমি প্রায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে নিজেব শরীরকে আমি যে কোন কঠিন কাজের জন্য প্রস্তুত কবে তুলবো। খবচপত্র চালাবার জন্য সরকারের অধীনে একটা পার্টটাইম চাকবি নিয়েছিলাম এবং এলার্জি রিসার্চ ইনষ্টিটিউটেব সংগেও নিজেকে যুক্ত কবে নিয়েছিলাম।

ডাক্তাবী পড়ার পেছনে আবও একটা কাবণ ছিল। আমাব ঠাকুমা মারা যান ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে। ক্যান্সারের কোন চিকিৎসা পদ্ধতি তখন ছিল না, ঠাকুমা প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেলেন। ভারী আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। তাই ঠিক করেছিলাম আমি ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ হবো। ক্যানসার রোগের কোন প্রতিষেধক বের করবো।

টুকরো টুকরো অনেক কাজ আমাকে তখন করতে হয়েছে। রাতের পাহারাদারের কাজ করেছি কিছুদিন, চরম জাতীয়তাবাদী

সাপ্তাহিক "একিয়ন আর্জেন্টিনা"-এর রিপোর্টারও ছিলাম কিছুদিন, এর পর একটি কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর কেরানীর কাজ নিয়েছিলাম।

এই সময় মা ও বাবার মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ওঁদের রাজনৈতিক মতে মিল ছিল না। আমি কিন্তু মার সংগে থেকে গেলাম। মা ছিলেন মার্ক্সবাদী। আর্জেন্টিনার অনেক মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীর সংগে মার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। মার সাহায্যে ওঁদের সংগে আমারও পরিচয় ঘটে গেল। আমি কিন্তু তখনও জাতীয়তাবাদীদের সংগে রয়ে গেছি, পেরণ বিরোধী কাজকর্মের সংগে জড়িত রয়েছি, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসাবে কাজ করছি।

খেলাধূলার প্রতিও তখন আমার তীব্র আকর্ষণ, বিশেষ করে রাগবি খেলার প্রতি। ভাল খেলতে পারতাম বলে বড় বড় খেলায় দলভুক্ত হতাম। সান ইনিড্রো রাগবি দলের হয়ে তখন আমি খেলছি। শরীরের কাঠামো বেশ মজবুত, খুব পরিশ্রমও করতে পারতাম কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন দম ফুরিয়ে আসতো, বুকের মধ্যে ঘরঘরানি শুনতে পেতাম। লাইন্‌স্‌ম্যানের কাছে থাকতো এটোমাইজার, তিনিও আমার সংগে তাল রেখে দৌড়তেন। ছুটে তার কাছে গিয়ে এটোমাইজার নিয়ে টান দিতাম, শরীর আবার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ফিরে পেতো, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়তাম। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনো বা সাইকেলে। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই আর্জেন্টিনার বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। টুকুমান, মেণ্ডোজা, সল্‌টা, জুজুয়ি আর লা রিয়োজা আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো সওদাগরী জাহাজের খালাসী হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরেও ঘুরে বেড়িয়েছি। সহপাঠীরা অনুযোগ করতো, পড়াশুনার প্রতি আমার অমনোযোগ নিয়ে তর্ক তুলতো। আমি বলতাম ওর জন্য আমার ভাবনা নেই। আমি ত পরীক্ষায়

ভাল ফল দেখাতে চাই না, শিক্ষনীয় ব্যাপারগুলিকেই আমি জেনে নিতে চাই।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানাতে পারি যে বিদেশে আমি কখনো নিঃসংগ বোধ করিনি। কিউবা এবং অন্যান্য যে কোন রাষ্ট্রে পরিভ্রমণের সময় নিজেকে বিদেশী বলে কখনো আমার মনে হয়নি। গুয়াতেমালায় নিজেকে ভেবেছি গুয়াতেমালীয়, মেক্সিকোয় মেক্সিকান, পেরুতে-তে পেরুভীয়, আবার নিজেকে আর্জেন্টিনার মানুষ বলেও বরাবর মনে হয়েছে আমার।

পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি দিনও ব্যয় করতে রাজী ছিলাম না আমি। আমার যে অনেক কাজ করতে হবে। সাত বছরের পাঠ্যক্রম আমি তিন বছরে শেষ করতে পেরেছিলাম, ছ'মাসেব মধ্যে পাশ কবতে পেরেছিলাম ষোলটি প্রধান প্রধান পরীক্ষা। শাবীরিক অসুস্থতাকে আমি একটুও গ্রাহ্য করিনি। এই বছরগুলিতে আবার জাহাজে চড়ে আমি আর্জেনটিনার বন্দরে বন্দরে ঘুবেছি। জাহাজে পুরুষ নার্সের কাজ নিয়েছিলাম। ১৯৫০ সালে নিজেব ব্যবসাও সুরু করেছিলাম আমি। মেক্সিকানেব মত একটি প্রতিষেধক বের করে তার পেটেণ্ট নিয়েছিলাম, নাম দিয়েছিলাম ভেগুাভাল এবং একটি পুরানো গ্যারেজ ভাড়া করে নিজেই সেটা প্রস্তুত করতে লেগে গিয়েছিলাম। হাতে কোন পুঁজি ছিল না তাই কারবার সুরু করেছিলাম প্রায় বিনা মূলধনে, বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে আমি রাজী ছিলাম না। আমি ত টাকা রোজগার করে ধনী হবার স্বপ্ন দেখিনি, আমি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছি। হয়তো সেই কারণেই আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম, প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

ব্যবসায় অকৃতকার্য হয়ে ঠিক করলাম ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়াবো কিছুদিন। বন্ধুও জুটে গেল একজন। তিনি হলেন আলবার্তো গ্রাণাদো। তিনি তখন ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করেছেন, নিজে একজন বায়োকেমিষ্ট। ঠিক করলাম

মোটর সাইকেলে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ঘুরে বেড়াব।

রওনা হতে দেরী করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের চিলির সান্টিয়াগো শহরে পৌঁছবার পর গাড়ী গেল বিগড়ে। যাত্রা ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে। আমাদের মোট পথের মাত্র এক অষ্টমাংশ তখন অতিক্রম করেছি। অনেক চেষ্টা করেও গাড়ীটাকে আর সচল করা গেল না। কী আর করি, বিষণ্ণ মনে তাকে এক জায়গায় রেখে যেতে হলো। ঠিক করলাম বাকী পথটা পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে যাবো। বাড়তি সুবিধা হলো এই যে ওসব অঞ্চলের মানুষকে নিবিড় করে জানার সুযোগ হয়ে গেল আমাদের। পথের খরচ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রোজগার করার জন্য বহু বিচিত্র কাজ করতে হয়েছে আমাদের। যখন যা হাতের কাছে পেয়েছি তাই করেছি। কখনো বা ট্রাক-ড্রাইভার, পোর্টার, নাবিক, ডাক্তার, খাবার বাসনপত্র ধোয়ার কাজও নিয়েছি। প্রায় শূন্য পকেটে আমরা চিলির ব্রাণ্ডেল কোম্পানীর ছুকুইকামাটার খনিতে গিয়ে হাজির হয়েছি। সেখানে পাহারাদারদেব গুমটিতে আশ্রয় নিয়ে দু'জনে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি।

এভাবেই পেরু পৌঁছে গেলাম। পেরু যেন আমাদের চোখ খুলে দিল। পেরুব সাধারণ ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা দেখে চমকে গেলাম আমরা। দারিদ্র্য মানুষকে কত নীচে টেনে নিতে পারে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে আমার কখনো বিশ্বাস হতো না। ক্ষুধা, শোষণ আর নেশার শিকার ঐ সমস্ত মানুষ, এরা যেন সভ্যতার পিলসুজ। ওপরের সবাই আলো পায়, এদের মাথার ওপর তেল গড়িয়ে পড়ে।

পেরুর মাচ্চু পিছু অঞ্চলে কয়েকদিন ছিলাম আমরা। ওখানকার মানুষদেরও দেখে বিপ্লবের তীব্র প্রয়োজনীয়তা আমি ভেতরে ভেতরে প্রথমবার সচেতনভাবে অনুভব করেছিলাম। সেখান থেকে পৌঁছলাম ফুকাইয়ালী নদীর ওপর পুকাল্পা বন্দরে। নৌকা করে

গেলাম ইকুইটস পর্যন্ত, সেখান থেকে সান পাওলো। আশ্রয় নিলাম কুষ্ঠরোগীদের জন্য তৈরী একটি আশ্রমে। সেখানকার ল্যাবরেটরীতে কাজও নিতে হলো আমাদের। কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে বসবাস করলাম বেশ কিছুদিন, বাস্কেটবল খেলতে লাগলাম রোগীদের সংগে। তাদের নিয়ে এদিক ওদিক বেড়িয়ে মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলাম।

ওখান থেকে চলে আসাব সময় ঠিক কবলাম আমাজন নদী পেরিয়ে কলম্বিয়াব লেটিচিয়া অঞ্চলে পেঁাছব। লেটিচিয়ায় মিশেছে তিনটি দেশ, কলম্বিয়া, ব্রাজিল এবং পেরু। কুষ্ঠরোগীরা আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাবাব ব্যবস্থা করলো।

বিদায় মুহূর্তে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের নৌকায় কুষ্ঠ বোগীদের ভিড়, নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে। আমরা ওখানে পেঁাছনোর সংগে সংগে তাঁরা উল্লসিত গলায় গান ধরলো। গানেব পরে স্থুরু হলো বক্তৃতার পালা। বোগীবা কাঁপা কাঁপা গলায় অত্যন্ত মমতা মাখানো স্বরে বিদায়-ভাষণ দিলেন। গ্রাণাদো আব আমি প্রায় কিছুই বলতে পারছিলাম না, ভাবাবেগে আমাদের গলা ধরে আসছিল, চোখে আমাদের জল এসে গেল। ভাষণের পব বিদায়সংগীত গেয়ে তারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নৌকা থেকে নেমে গেলেন। নৌকা চললো কুয়াশা আর বৃষ্টি ভেদ কবে, তখনও তাদের নরম গলার সমবেত গানের স্থর আমাদেব কানে এসে পেঁাছচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছি, আর সব অনুভব মুছে গিয়ে, দেশ-কালের সব ব্যবধান পেরিয়ে গিয়ে আমাদের অন্তর ভ্রাতৃত্বের নির্মল আলোয উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই স্মৃতি কখনো ভোলার নয়।

আমাজন নদীর দারুণ স্রোত আমাদের অনেকখানি নীচের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। লেটিচিয়ায় ফিরে এলাম, ফুটবলের কোচ হিসাবে কাজ করতে লাগলাম আমরা। সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রওনা হলাম বগোটায়। কিন্তু ওখানে অপেক্ষা করেছিল কলম্বিয়ার পুলিশ। সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষ বলে আমাদের

ওরা গ্রেপ্তার করলো। অনেক চেষ্টার পর ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমরা ভেনিজুয়েলায় প্রবেশ করলাম। গ্রাণাদো ঠিক করলো কারাকাসে একটি কুষ্ঠাশ্রমে কাজ করবে। আমার সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বাবার একজন বন্ধুর। রেসের ঘোড়া চালান করার জন্য তাঁর নিজের একটি বিমান ছিল। সেই বিমানটি —মিয়ামি হয়ে তখন বুয়েন্স্ এয়ার্সে ফিরছিল। আমি সেই বিমানে চড়ে ঘোড়াদের সংগে মিয়ামির পথে যাত্রা করলাম।

মিয়ামিতে সময়টা খুব কষ্টের মধ্যে কেটেছিল। ওখানকার একটি পাবলিক লাইব্রেরীতে যাতায়াত করছিলাম পড়াশুনার জন্য, পকেটের অবস্থা ভয়াবহ। প্রথম প্রথম সারাদিনের জন্য জুটতো এককাপ কফি এবং দুধ। কয়েকদিন পরে ভাব জমে গেল একটি কাফেটেরিয়ার মালিকের সংগে। তিনি বিনামূল্যে কিছু কিছু খাবার-দাবার আমাকে দিচ্ছিলেন। ওখানেই একদিন দেখা হলো পুর্তোরিকোর একজন তরুণ বিপ্লবীর সংগে। ভদ্রলোক চুটিয়ে গালাগালি দিতে লাগলেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রুমান শাসনকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় তাঁর গলা ক্রমশঃই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল, গলার পর্দা চড়ছিল। পাশেই বসেছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক, পরে জেনেছিলাম তিনি এফ্. বি. আই-এর এজেন্ট। সুতরাং বিকেলে মিয়ামি পুলিশ আমার যথারীতি খোঁজ করলো এবং স্বাভাবিকভাবেই গা ঢাকা দিতে হলো আমার।

এক সময় মিয়ামি ছেড়ে যাবার পরে বুয়েন্স্ এয়ার্সে ফিরে এলাম আমি এবং পড়াশুনার মধ্যে তলিয়ে গেলাম। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে এম্. ডি. পরীক্ষায় পাশ করে ডিগ্রী পেলাম।

ডাক্তারী পড়া যখন আরম্ভ করেছিলাম আমার মনে বৈপ্লবিক ধারণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। অন্যান্য অনেকের মতই আমি শুধু সাফল্য চেয়েছিলাম। ভাবতাম বিরাট একজন গবেষক হব এবং অর্জিত জ্ঞানকে মানবের সেবার কাজে লাগাবো। কিন্তু এমন সব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি যেতে লাগলাম যে মানসিকতা সম্পূর্ণ বদলে

গেল আমার। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল দেখলাম আমি এবং সেখানকার মানুষ এবং অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করে জানতে পারলাম। যে অবস্থার মধ্যে দেশভ্রমণ করেছি তাতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, ও রোগের সংগে আমার পরিচয় ঘটেছে অনেক বেশি। দেখেছি উপকরণের অভাবে রুগ্ন শিশুকে সারিয়ে তুলতে পারিনি আমি, পুষ্টির অভাব এবং অবিরাম চাপের মধ্যে বাস করার ফলে লোকেরা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে গেছে। এভাবে আমার মনে হয়েছে যে প্রখ্যাত গবেষক অথবা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার মতই দরকারী আরও একটা কাজ আমি করতে পারি—সেটা হলো এই মানুষগুলির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা।

রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার আগ্রহ সে সময় অনেকখানি বেড়ে যায়। পেরুর আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে ছবি আমি দেখে এসেছিলাম, কিছুতেই স্মৃতির অতলে তাকে ঠেলে দিতে পারছিলাম না। একনায়কত্বের শাসনের চূড়ান্ত স্বরূপ আমার যেন প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে, আমি ল্যাটিন আমেরিকার শাসনব্যবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। আরও দেখেছি ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতিকে কীভাবে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে স্পেনীয় ভাষাভাষীরা, পুরানো ইনকা সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষের ওপর কীভাবে ক্যাথলিকরা তাদের গীর্জা তৈরী করেছে। আমি স্বীকার করতে পারছিলাম না, ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

পাশ করার পর আবার ভেনিজুয়েলা গেলাম গ্রাণাদোর সংগে দেখা করতে। বুয়েনস্ এয়ার্স থেকে লা পাজ পর্যন্ত দু'হাজার মাইল দীর্ঘ পথ ধরে যে দুধের গাড়ী চলে, দু'তিন জন বন্ধুর সংগে মিলে তাই ধরলাম। গাড়ীটার বৈশিষ্ট্য এই যে ছোট বড় সব শহরেই থামতে থামতে চলে। ইকুয়েডরের গুয়াকুল শহরে যখন পৌঁছেছি হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রিকার্ডো রোজোর সংগে। রোজো হলেন আর্জেন্টিনার একজন উকিল, সরকার বিরোধী কাজের জন্য দীর্ঘদিন জেল হয়েছিল তাঁর। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে জেল থেকে পালিয়ে যান তিনি এবং বুয়েনস্ এয়ার্সে গুয়াতেমালার দূতাবাসে

আশ্রয় নেন। তারপর থেকে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি বিচরণ করছিলেন। রোজো জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় যাচ্ছো। বললাম—কারাকাস।—মতলবটা কি তোমার? রোজোর দ্বিতীয় প্রশ্ন। —যাচ্ছি আপাততঃ বন্ধুর কাছে, পরে সেখানে একটা চাকরি বাকরি নেবো। কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললেন রোজো। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন—কেন ভেনিজুয়েলা যাচ্ছো গুয়েভারা, সে দেশটা শুধু টাকা রোজগারের জন্যই ভাল। চলো, আমার সংগে গুয়াতেমালা, ওখানে সত্যিই একটি সামাজিক বিপ্লব স্পষ্ট চেহারা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। বিপ্লবের কথা শুনেই মত পালটেছি আমি, কারাকাসের বদলে গুয়াতেমালার দিকে পা বাড়িয়েছি। গ্রাণাদোকে শুধু লিখে দিলাম—পেটিশে, আপাততঃ গুয়াতেমালা চললাম, পরে তোমার কাছে সব লিখবো'।

১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর গুয়াতেমালা পৌঁছলাম। ওখানেই প্রথমে সকলে আমাকে ডাকতে লাগলো 'এল্ চে' বলে। আজ আমার কাছে 'চে' শব্দটির চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। আমাব কাছে এর মূল্য অপরিসীম, আমার মনের কাছাকাছি মানুষগুলোকে এ নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। এর তুলনায় আমার খৃষ্টীয় নাম আর পদবী নেহাৎই ব্যক্তিগত, প্রায় মূল্যহীন।

গুয়াতেমালায় আতিথ্য নিয়েছিলাম জুয়ান এঞ্জেল মুনিজ এগুইলারের বাড়ীতে। তিনি হণ্ডুরাসের মানুষ হলেও বিয়ে করেছেন একজন আর্জেন্টিনার মেয়েকে। গুয়াতেমালার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট জুয়ান জোস আরেভালোর সংগে খুব বন্ধুত্ব আছে ওঁর। সামান্য একটা চাকরি নিয়ে ওখান থেকে আমি উঠে গেলাম থার্ড এভিনিউর একটি বোর্ডিং হাউসে, এ্যাজ্‌মাতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলাম তখন। অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম এ্যাজ্‌মাকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে আমার ফল খাওয়া দরকার প্রচুর পরিমাণে,—আঙুর, আপেল, পিয়ার ইত্যাদি ফল। গুয়াতেমালায় আবার ওসব ফল তেমন পাওয়া যায় না। তাই ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিনই কাটতো

ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে পড়াশুনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে। এটো-মাইজার সব সময়েই হাতের কাছে মজুত রাখতে হচ্ছিল।

১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে মুনোজ এগুইলারের মাধ্যমে হিলডা গাডিয়ার সংগে আমার আলাপ হয়েছিল। হিলডা পেরুর মেয়ে, ওখানকার এপ্রিস্তা ইয়ুথ মুভমেণ্টের সংগে যুক্ত, ওই দলের কার্যধারা তখন বিপ্লবাত্মক ছিল, এখন অবশ্য তা রক্ষণশীল। হিলডার সংগে নিবিড় সখ্যতা তৈরী হতে দেরি হয়নি আমার। ওর মাধ্যমেই কিউবার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সংগে আমার আলাপ হলো, নিজেদের তাঁরা বলতেন '২৬শে জুলাই দল'। ১৯৫৩ সালে মনকাডা ব্যারাক আক্রমণের পর থেকেই তাঁরা এই নাম নিয়েছিলেন। হিলডা আমাকে ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক কথাই বলতো এবং সে সব শুনে ফিদেলের সংগে পরিচিত হবার আগেই আমি ফিদেলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী হয়ে উঠেছিলাম।

গুয়াতেমালায় চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে দিনগুলি যেন কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল। এ' পর্যন্ত সারা ল্যাটিন আমেরিকা ঘুরে ঘুরে যা দেখেছিলাম, তাই নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম! এর সম্ভাব্য প্রতিকারের যেন একটা উপায় স্থির করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। প্রচলিত কোন ব্যবস্থাই মনঃপূত হচ্ছিল না আমার। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কেই আমার মনে সন্দেহ জেগে উঠেছিল, অনেকগুলি প্রশ্নেরই কোন সন্তোষজনক জবাব আমি মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মধারাও আমাকে আকর্ষণ করছিল না।

গুয়াতেমালায় সরকারী কাজ আমি নিইনি, স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে গিয়ে টোটোনিকাপান হাসপাতালে ডাক্তারীর একটি কাজের জন্য একবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ওঁরা বললেন, যদি আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য হয়ে যাই, আমাকে চাকরি দেওয়া হবে। এমন

ধরা-বাঁধা সর্তের মধ্যে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বলেই আমি তা' প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছিলাম।

সুতরাং সময় কাটতে লাগলো হিলডার দলবল আর অন্যান্য বামপন্থী আত্মগোপনকারী বিদেশীদের সংগে আলাপ আলোচনায়। হাতে টাকাপয়সা কিছু নেই, এ্যাজ্‌মার আক্রমণও বড় বেশি কাহিল করে তুলছে। সন্ত পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন লুই ম্যানুয়েল প্যানালুর, পেশায় ডাক্তার, এ্যাজ্‌মার জন্য ওষুধপত্র দিচ্ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে সপ্তাহখানেক হাসপাতালেই কাটাতে হলো আমাকে।

গুয়াতেমালার রাজনৈতিক আকাশেও ঝড় দেখা দিল। সি. আই.এ-র অর্থ-সাহায্যপুষ্ট ক্যাষ্টিলো আরমাস সশস্ত্র আক্রমণ চালালেন আরবেনজ সরকারের বিরুদ্ধে। আরবেনজের বামপন্থী সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। গুয়াতেমালার তরুণদের যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে লাগলাম আমি ক্যাষ্টিলোর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্য। বললাম, যুদ্ধ তোমাদের করতেই হবে। নিজেও জড়িয়ে পড়লাম। একদিন কিছু তরুণ শত্রুদের বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এলে ওদের আশ্রয় দেবার জন্য আমি ওদের আর্জেন্টিনার দূতাবাসে নিয়ে গেলাম। সরবরাহের জন্য অস্ত্রশস্ত্রগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে লাগলাম। এ সব কাজে হিলডা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা যখন একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেল হিলডা আর আমি আর্জেন্টিনা দূতাবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।

আরবেনজ সরকারের প্রতি আমি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলাম যদিও কোন সরকারী পদ আমি গ্রহণ করিনি। মার্কিণ সরকার যখন গুয়াতেমালার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বসলেন, আমার মত কিছু লোককে সংগঠিত করে আমি ইউনাইটেড্‌ ফ্রুট্‌ কোম্পানীর স্বার্থে আঘাত দিতে চেষ্টা করলাম। গুয়াতেমালায় সশস্ত্র যুদ্ধের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কেউই

যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন না। ক্যাষ্টিলো আরমাসকে বাধা দেবার জন্য কারও হাত ওপরে উঠলো না।

দূতাবাস আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। যাতে বাইরের কোন লোকের সংগে আমার দেখা না হয় সেজন্য আমাকে রান্নাঘরে অন্তরীণ করে রাখা হলো। প্রায় দু' মাস সেখানে থাকতে হলো আমার। অনেক সুযোগ পেলাম গুয়াতেমালায় বামপক্ষীয়দের ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করে দেখার। এই সিদ্ধান্তে আমি এলাম যে আরবেনজ-এর বিপ্লবী সরকার জনগণেব ওপর পূর্ণ আস্থা কখনোই ন্যস্ত করেননি, তাঁদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেবার মত তাঁদের বিশ্বাস করেননি এবং রাজনৈতিক সংগঠনেব মধ্যে তাঁদের স্থান দেননি।

অবশেষে দূতাবাস আমাকে স্থানত্যাগ করতে হুকুম দিল। হিলডা এর আগেই সরে গিয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছিল। সেখানে অনশন ধর্মঘট করে বসলো হিলডা, সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। গুয়াতেমালা এবং মেক্সিকোর সীমানা চিহ্নক ছোট নদীটি সাঁতরে পেরিয়ে হিলডা মেক্সিকোয় চলে গেল। আমিও তাই করলাম, ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে মেক্সিকোয় এসে পৌঁছলাম।

এই সময়ে তরুণ গুয়াতেমালান্ বিপ্লবী রবার্তো কেসিরেস্-এর সংগে আলাপ হয়েছিল আমার। কিউবা'র বিপ্লবী মহলে রবার্তোকে ডাকা হতো—এল্ পাটোজো—বলে। তাঁর মাধ্যমে কিউবার বিপ্লবীদের সংগে পরিচয় ঘটলো আমার, সখ্যতা হলো ফিদেলের ছোট ভাই রাউল কাস্ত্রোর সংগে। রাউল আমাকে ফিদেলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মেক্সিকোতে থাকতেই ১৯৫৫ সালের মে মাসে আমি হিলডাকে বিয়ে করলাম। প্রধান ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েছিলেন রাউল। বিয়ের পর দাম্পত্যের দিকে আমি একটুও মনোযোগ দিতে পারিনি। ফিদেলের সংগে কিউবা আক্রমণের পরিকল্পনা করতেই আমার

অনেকখানি সময় কাটতো। হিলডা নিজেও বিপ্লবী মেয়ে তবু দাম্পত্যের স্বপ্ন তখন তার দু'চোখে ভাসছে। প্রায়ই অনুযোগ করতো—কিউবার বিপ্লবের জন্য আমি আমার স্বামীকে হারাচ্ছি।

গ্রাণমা অভিযানে আমি যখন যাত্রা করেছি হিলডা তখন অন্তঃসত্ত্বা। আমাদের প্রথম সন্তানের আগমনের আর বেশি দেরি ছিল না। হিলডারও আমার সংগে আসার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঐ অবস্থায় তাকে ত আর নিয়ে আসা চলে না। সুতরাং মেক্সিকোতেই তাকে রেখে আসতে হলো। হিলডা আমাকে অন্তরংগ-ভাবে জানে বলেই কেবল বাধা দেয়নি কিন্তু বিদায় নেবার মুহূর্তে ওর দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

আমাদের বিপ্লবীবাহিনী একত্রিত হবার পর এল লোমন ছেড়ে চলে যাওয়াটাই আমরা কর্তব্য বলে মনে করলাম। যেতে যেতে স্থানীয় কৃষকদের সংগে যোগাযোগ করতে লাগলাম এবং তাদের সাহায্যে ঘাঁটি তৈরী করার চেষ্টা করলাম। আমাদের এখন কাজ হলো সিয়েরা মেস্ত্রোর পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে একটু একটু করে সমতলে নেমে যাওয়া এবং শহরের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা।

লা মণ্টেরিয়া নামে একটি গ্রামে আমরা পৌছলাম এবং বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এপিফানিও দিয়াজ নামে এক ভদ্রলোকের সম্পত্তির ওপর শিবির স্থাপন করলাম।

'২৬শে জুলাই দলের' সংগে যোগাযোগ করার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলাম। শহরে এই দল গোপনে বিপ্লবী কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দলের তিনজন মহিলা বর্তমানে কিউবায় বিশেষভাবে পরিচিতা। তাঁরা হলেন ভিল্‌মা এস্‌পিন, বর্তমানে রাউল কাস্ত্রোর স্ত্রী এবং কিউবার উম্যান ফেডারেশনের সভানেত্রী, হেডি সান্তামারিয়া এবং সিলিয়া সানসেজ। এর অল্পদিন

পরেই সিলিয়া আমাদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন এবং বিপ্লবের সাফল্য পর্যন্ত আমাদের সংগেই ছিলেন। আমাদের গ্রাণমা অভিযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র ফষ্টিনো পিরেজই তখন হাভানায় থেকে—শহর এবং সিয়েরা মেস্ত্রোর সংগে যোগাযোগ রক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন।

আরমাণ্ডো হার্ট এবং সান্টিয়াগো-ডি-কিউবার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ফ্রাঙ্ক পেইসের সংগেও তখন আমাদের দেখা হয়েছিল। পেইসের সংগে প্রথম দেখাতেই আমরা তাঁর প্রতি অনুরক্ত বোধ করছিলাম। পেইস আজ বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর কালো গভীর দু'চোখের দিকে তাকালেই মনে হতো তিনি শুধু আদর্শবাদী নন। বিপ্লবের জন্য তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ফ্রাঙ্ক শৃঙ্খলা সম্পর্কে আমাদের নানা সদুপদেশ দিলেন, বন্দুক কি করে পরিষ্কার রাখতে হয় তাও শিখিয়ে দিলেন।

সেই গ্রামেই প্রথমবার আমাদের সংগে দেখা করতে এলেন একজন বিদেশী সাংবাদিক. বিখ্যাত হার্বার্ট এল্ ম্যাথুজ। তিনি ছোট একটা ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের ফটো তুলে নিলেন। আমি সেই সময় উপস্থিত ছিলাম না। ফিদেল বলেছিলেন, ম্যাথুজ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন এবং মার্কিণ সরকার কর্তৃক বাতিস্তাকে অস্ত্র সরবরাহ করার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন বাতিস্তা সরকার এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন বলেও তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।

অল্প সময়ের জন্য তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বিদায় নেবার পরই আমরা পাততাড়ি গুটালাম। এর আরও দরকার বোধ করছিলাম এই কারণে যে খবর পেয়েছিলাম ইউটিমিও এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছে। তাকে বন্দী করার জন্য আলমিডাকে হুকুম দেওয়া হলো। খোঁজখবর নেবার জন্য যে দল তৈরী করা হলো তার মধ্যে রইলেন জুলিটো দিয়াজ, চিরো ফ্রায়াস, ক্যামিলো

সিয়েনফুগোস এবং এফিজেনিও এমিজিরাস। চিরো ফ্রায়াসের হাতেই ধরা পড়লো ইউটিমিও, তিনি ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন। তল্লাসী করে তার কাছে পাওয়া গেল '৪৫ বোরের একটি পিস্তল, তিনটি গ্রেনেড, ক্যাসিলোর দেওয়া একটি পাস। ইউটিমিও তখন নিজের ভবিতব্য বুঝতে পেরেছে। দেখে মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে।

তারপরের মুহূর্ত অসম্ভব উদ্বেগের। ফিদেল রূঢ় ভাষায় ইউটিমিওর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনলেন, তার বিরুদ্ধে পাওয়া প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করলেন। ইউটিমিও নিজের অপরাধ স্বীকার করে বললো তাকে যেন গুলি করে মারা হয়। চিরো ফ্রায়াস একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তিনি ইউটিমিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইউটিমিও যেভাবে আমাদের গোটা দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শত্রুদের সংগে চক্রান্ত করেছে, তার বিশদ বর্ণনা দিলেন তিনি। এরপর আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম মরণের আগে ওর কোন আবেদন আছে কি না। ইউটিমিও প্রার্থনা করলো আমরা যেন তার স্ত্রী এবং সন্তানদের দায়িত্ব নিই। আমরা রাজী হলাম।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ ঝড় উঠলো এবং আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আকাশকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বিদ্যুৎ তরংগ ছুটতে লাগলো, প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তে লাগলো। এই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে আরও একটা শব্দ যুক্ত হলো, রাইফেল থেকে গুলি বেরোনোর শব্দ। ইউটিমিও গুয়েরার জীবনদীপ এমনভাবে নিভে গেল যে কাছে দাঁড়ানো লোকেরাও সেই শব্দ শুনতে পেলো না।

পরদিন ওকে আমরা কবরস্থ করলাম। ম্যানুয়েল ফজার্দো ওর সমাধির ওপর একটি ক্রশ স্থাপন করার ইচ্ছা জানালেন কিন্তু আমি আপত্তি জানালাম। মৃত্যুদণ্ডের এমন নজির রাখা মানে বিপদ ডেকে আনা। কাজেই কাছের একটা গাছে তিনি একটা ক্রশ চিহ্ন কেটে দিলেন।

মোরানও এ সময় দল ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর যাওয়ার

ঘটনাটাও অদ্ভুত। তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগের সময় একটি গুলির শব্দ শুনলাম, দেখি, মোরানের পায়ে আঘাত লেগেছে। যাঁরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ বললেন, ওটা দুর্ঘটনাজনিত, আবার অন্যরা বললেন, মোরান দল থেকে সরে যাবার জন্যই ইচ্ছে করে নিজের পায়ে গুলি করেছেন। সুতরাং তাঁকে ফেলেই এগিয়ে গেলাম আমরা।

তারপরের দিনগুলি আমাদের কাছে সব চেয়ে ভয়ানক ও কষ্টকর। তখন দলে রয়েছেন সতেরজন বিপ্লবী, নতুন ভাবে যোগ দিয়েছেন তিনজন। গিল, সোটোলোঙ্গো আর রাউল দিয়াজ। এঁরা তিনজনই গ্রাণমায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এতদিন লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছেন। অবস্থা একটুও আমাদের অনুকূলে ছিল না, শারীরিক কষ্টের অন্ত ছিল না আমাদের, নৈতিক বলও দিন দিন কমে আসছিল। আমরা খুব আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতঃস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা কিছু ছিল না। আমার নিজের অবস্থা আরও কাহিল। ফেব্রুয়ারীর বাইশ তারিখে কঠিন এ্যাজ্‌মায় আক্রান্ত হয়েছিলাম, দ্বিতীয় আক্রমণের সম্ভাব্য তারিখ হলো ৫ই মার্চ। সুতরাং আমার জন্যই সমস্ত দল বাধ্য হয়েছিল দিন কয়েক অপেক্ষা করতে।

৫ই মার্চ ফ্রাঙ্ক পেইস জনকয়েক কর্মী ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নতুন অস্ত্রশস্ত্র এলে সেগুলিকে নিয়ে সিয়েরা মেস্ত্রোয় পাঠান হবে বলেও স্থির করা হয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সকালবেলা আমার লা মাজাগুয়া উপত্যকায় এসে হাজির হলাম। রাত্রে এলাম একজন বৃদ্ধ চাষী এমিলিয়ানোর বাড়ীতে। আমাদের দেখলেই চাষীরা ভয়ে কাদা হয়ে যেতো, প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা করতো। তবু ওরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সিয়েরায় তখন দারুণ বর্ষা, প্রত্যেক দিনই আমরা ভিজে আমসত্ব বনে

যাচ্ছি। সেজন্যই রাত্রে বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এক চাষীর বোহিওতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করলাম আমরা। সমস্ত অঞ্চল জুড়েই তখন শত্রুসৈন্য, সামান্য হদিস পেলেই ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

আমার এ্যাজ্‌মা তখন ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে, প্রায় হাঁটা-চলা বন্ধ হবার উপক্রম। বোহিওর পাশে একটি কফি ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। এমিলিয়ানোর ছেলে হারমিস আমাদের খাবার তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করছিল এবং কোন্ পথ ধরে এগিয়ে যাবো তার হদিস দিচ্ছিল। কিন্তু পরদিন হারমিসকে দেখা গেল না। সেদিন হলো ২৮শে ফেব্রুয়ারী। ফিদেল আদেশ দিলেন, এখুনি সরে পড়তে হবে, রাস্তা ধরে নয়, পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। বিকেলবেলা প্রায় চারটার সময় লুই ক্রেসপো এবং য়্যুনিভার্সো সানসেজ প্রথমে দেখতে পেলেন রাস্তা ধরে বিরাট সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। আমরা প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে সুরু করলাম যাতে সৈন্যরা রাস্তা বন্ধ করার আগেই আমরা পাহাড়ের অন্য পাশে চলে যেতে পারি। কাজটা খুব কঠিন ছিল না, কারণ আগে থাকতেই ওদের আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। কাছাকাছি সমতল থেকে মর্টার আর মেসিনগানের শব্দ ভেসে আসছিল। সকলের পক্ষেই সম্ভব হলো পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে অন্যদিকে চলে যাওয়া কিন্তু আমার পক্ষে ওটা হলো প্রায় অসাধ্য সাধন। এ্যাজ্‌মায় আমাকে এমন তুর্বল করে ফেলেছিল যে মনে হচ্ছিল আর এক পা এগোনও বুঝি একেবারেই অসম্ভব। মনে আছে ক্রেসপো কিভাবে তখন আমাকে সাহায্য করছিলেন। আমি বারবার ওর কাছে অনুনয় করছিলাম আমাকে যেন ফেলে যাওয়া হয়। ক্রেসপো শুনলেন না, প্রায় রূঢ় ভাষায় বললেন—হয় তুমি হাঁটবে, নইলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তোমায় মারবো আমি। আমি এবং আমার পিঠের বোঝা—ত্ব'টাই তিনি

টানতে লাগলেন। গড়াতে গড়াতে আমরা চারজন ঝড়জঙ্গলের মধ্যে ওপাশে গিয়ে পৌঁছলাম।

যে জায়গায় গিয়ে আমরা পৌঁছলাম তার নাম পারগাটোরিও। একটি ছোট বোহিওতে আশ্রয় নিলাম আমরা। ফিদেল বললেন, তিনি হলেন মেজর গঞ্জালেস, বাতিস্তার সেনাপতি। বাড়ীর মালিক ঠাণ্ডা চোখে আমাদের অভ্যথনা জানালেন, তার বাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন, পাশের বোহিওব মালিকও এসে আমাদের সুখ সুবিধা দেখতে লাগলেন। আমি তখন রীতিমত অসুস্থ, গুয়াজিবোদের সংগে গঞ্জালেসরূপী ফিদেলেব কথোপকথন শোনার সৌভাগ্য আমাব হয়নি।

একটা সিদ্ধান্ত আমাদেব নিতেই হলো কারণ আমি আর চলতে পারছিলাম না। পাশের বাড়ীব লোকটি চলে যাবাব পব ফিদেল নিজেব আসল পরিচয় ব্যক্ত করলেন বাড়ীওয়ালার কাছে। লোকটি তখুনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, এক সময় তিনি অর্থোডক্স পার্টির সভ্য ছিলেন এবং তিনি সিবাসএব অনুগামী। ওঁকে পাঠালাম ম্যানজানিলোতে আমাব জন্য খানিকটা ওষুধ নিয়ে আসতে। ঘরের পাশে, এমনকি লোকটার স্ত্রীরও অজান্তে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওঁরা সকলে চলে গেলেন। ফিদেল আমার দেখাশুনা করার জন্য দলেব সবচেয়ে নতুন লোকটিকে কাছে রেখে গেলেন।

এই সৈনিকটার আচবণ সম্পর্কে স ন্দহ থাকলেও তার গায়ের জোর খুব। ফিদেল খুব সহজভাবেই তার হাতে তুলে দিলেন একটি জনসন বিপিটার রাইফেল, যেটাকে আমরা সম্পদ বলেই মনে করি। সবার সংগেই আমরা বেরিয়ে এলাম যেন ওদের সংগেই চলে যাচ্ছি। একটুখানি এগিয়ে এসেই আমরা জংগলে ঢুকে পড়ে নিজেদের আস্তানা খুঁজে নিলাম।

চাষী লোকটি অনেকখানি ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছিল। তার পরের দশটি দিন সিয়েরার জঙ্গল আমার কাছে তিক্ততম। আস্তে আস্তে হাঁটছি, গাছের ডালে অথবা রাইফেলের ওপর ভর দিচ্ছি,

সঙ্গে রয়েছে আতংকিত সৈনিকটি। দূরে কোথাও গুলির আওয়াজ শুনলেই ও কেঁপে উঠছে, আমি জোরে কেশে উঠলেও ভীতিতে তার মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। এপিফানিওর ঘরে পৌঁছতে লেগে গেল দশ দশটা দিন, যা বড়জোর একদিনের রাস্তা। ওখানে পৌঁছনোর কথা ছিল ৫ই মার্চ, কিন্তু পৌঁছতে পারলাম এগার তারিখে।

ঘরের বাসিন্দারা সব ঘটনা আমাদের জানালো। ফিদেলের সঙ্গে যে আঠারজন ছিলেন, তাঁরা দু'ভাগ হয়ে গেছেন। আশংকা করেছিলেন বাতিস্তার সৈন্যগণ কর্তৃক তাঁরা আক্রান্ত হবেন। ফিদেলের সঙ্গে গেছেন বার জন, চিরো ফ্রায়াসের সঙ্গে ছ'জন। ফ্রায়াসের দল একটা গর্তে পড়ে যান কিন্তু কেউ আহত হননি। ওঁদেরই একজন এপিফানিও দিয়াজের বাসার পাশ দিয়ে ম্যানজানিলোতে যাচ্ছিলেন, লোকটার নাম জোজো। তিনি খবর দিলেন ফ্রাঙ্ক পেইস লোক পাঠাচ্ছেন যদিও তিনি এখন সান্টিয়াগো জেলে। দলের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন জোস্ সোটাস। পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে তিনি শীগ্‌গির আসবেন।

১৩ই মার্চ আমরা যখন নতুন সৈন্যদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, রেডিয়োতে শোনা গেল বাতিস্তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ফলে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডও হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রনেতা জোস এণ্টনিও ইচিভেরিয়া। ঐ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন কোন কোন লোককেও হত্যা করা হয়েছে। পরদিন শুনলাম অর্থোডক্স পার্টির নেতা পেলিও কুয়েভো নেভারেকে হত্যা করা হয়েছে।

১৬ তারিখে আমাদের নতুন বন্ধুরা এসে হাজির হলেন। এমন পরিশ্রান্ত বোধ করছিলেন ওঁরা যে আর কয়েক পা' হেঁটে যাওয়াও ওঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। অনেকখানি পথ তাঁরা ট্রাকযোগে এসেছিলেন। প্রায় ৫০জন লোক, তার মধ্যে ত্রিশজন সশস্ত্র। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে দু'টি অটোমেটিক রাইফেল। জঙ্গলের

মধ্যে বেশ কয়েকমাস কাটিয়ে আমরা এখন অনেকখানি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, এদের মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি—আমাদের চোখে পড়লো। শৃঙ্খলার অভাব, নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার অক্ষমতা। ওদের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন জোস্ সোটাস্। ওঁর সব চেয়ে বড় দোষ ছিল যে তাড়াতাড়ি মার্চ করতে পারতেন না এবং প্রায়ই পিছিয়ে পড়তেন। আমাকে বলা হলো ওদের ভার নিতে, সোটাস্‌কে এ'কথা জানাতে তিনি বললেন তাঁর প্রতি নির্দেশ রয়েছে ফিদেলের কাছে লোকগুলিকে গছিয়ে দেবার। যতক্ষণ তিনি দলের নেতা, অন্য কারও হুকুম তিনি তামিল করতে পারবেন না। যেহেতু আমি নিজে একজন বিদেশী, এই ব্যাপার নিয়ে আর টানাহেঁচড়া করলাম না। কয়েকদিন পরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে ফিদেলের সঙ্গে আমাদের দেখা হবার কথা। ওখানেই আগে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চিরো ফ্রায়াসের ছোট দলটির সঙ্গে। সোটাস্‌কে নিয়েই বিপদ হলো আমাদের, তিনি যখন তখন হুকুম চালাচ্ছেন আর অধীনস্থ সৈন্যরা তা মানতে নারাজ। সৈন্যবাও শহুরে রীতিনীতি ত্যাগ করতে পারছিল না, দিনে একবার খাবার কথা ভাবতেও পারে না তারা, তাদের পিঠের বোঝায় মধ্যে রয়েছে নানা রকমের আজেবাজে জিনিষপত্র, বোঝা ভারী লাগলে ওরা বরং একটি দুধের টিন ফেলে দেবে, তবু একখানা তোয়ালে ছাড়বে না। আমরা আর কি করি, ওদের ফেলে দেওয়া জিনিষগুলিই কুড়িয়ে নিতে লাগলাম। সোটাস্‌কে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম আমরা। গুইলার্মো গার্সিয়া গেলেন ফিদেলকে খবর দিতে কারাকাস অঞ্চলে আর আমি র‍্যামিরো ভালডিস্‌কে নিয়ে আসতে গেলাম, তিনি তখন অনেকটা সুস্থ। ২৪শে মার্চ রাত্রে ফিদেল এলেন। যে সব সমস্যার সামনে পড়েছিলাম, ফিদেলকে সব বুঝিয়ে বললাম। কি করা যেতে পারে তার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা হলো। ফিদেল, আলমিডা, রাউল, জোস্ সোটাস্, চিরো ফ্রায়াস, গুইলার্মো

গার্দিয়া, ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, ম্যানুয়েল ফাজার্দো এবং আমাকে নিয়ে। ফিদেল আমার দোষ দিলেন সোটাসের ওপর কর্তৃত্ব চালাইনি বলে। সোটাসের ওপর ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ নেই কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর মনোভাব আমাদের প্রয়োজনের অনুরূপ ছিল না বলে মন্তব্য করলেন ফিদেল। নতুন দলটিকে তিন ভাগে ভাগ করে পুরানো দলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হলো। নেতৃত্ব পেলেন ক্যাপ্টেন রাউল কাস্ত্রো, জুয়ান আলমিডা এবং জোস্ সোটাস্। সামনের দলেব দলপতি হলেন ক্যামিলো সিয়েনফুগোস, পিছনের দলের এফিজেনিও এমিজিরাস। আমি রইলাম দলের ডাক্তার, আর য়ুনিভার্সো সান্‌সেজ স্কোয়াড্ লীডার।

নতুন লোক এবং অস্ত্রগুলি পেয়ে দলের শক্তি নিঃসন্দেহে বেড়ে গেল। আমার মত ছিল শত্রুদের কোন একটি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালানো। কিন্তু কাউন্সিল ঠিক করলেন আরও কিছুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো উচিত যাতে নতুন লোকগুলি এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। সুতবাং পূবদিকে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক কর' হলো।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে আমাদেব দলে রইলো আশিজন সৈন্য। দলে ভারী হয়েছি বলেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আলাদা হয়ে গেল, প্রত্যেক স্কোয়াড আলাদা আলাদা ভাবে জিনিষপত্রের সরবরাহ পেতে লাগলো। আমার ডাক্তারী কাজে সাহায্য করাব জন্য পলিনো নামে একজন নতুন রিক্রুটকে আমার সঙ্গে দেওয়া হলো। এতে আমার খানিকটা সুবিধা হলো। আমাদের কাছে তখন কোন বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, বরং খানিকটা কমতি ছিল। ঐ অঞ্চলটাতে তখন আর শত্রুঘাঁটি ছিল না. আমাদের সংগে মুখোমুখি হবার ভয়ে তাবা সরে পড়েছে। আবার আমাদেরও ঠিক প্রস্তুতি ছিল না শত্রুদের মুখোমুখি হবার।

রাজনৈতিক অবস্থাও সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকছিল। বাতিস্তা সরকার শান্তির বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন। নতুন প্রধান

মন্ত্রী রিভেরো আগুইরো এমন কথাও বলতে লাগলেন যে সিয়েরা মেস্ত্রোয় গিয়ে বিপ্লবীদের সংগে একটা বোঝাপড়া করতেও তিনি রাজী আছেন। ক'দিন পরেই বাতিস্তা ঘোষণা করলেন যে সিয়েরা মেস্ত্রোয় যাবার কোন প্রয়োজন নেই কারণ, ফিদেল কাস্ত্রো আর সিয়েরা মেস্ত্রোয় নেই, একদল গুণ্ডার সঙ্গে কথাবার্তা বলারই বা প্রয়োজন কি। নিজের বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ দেবার জন্য কিছু সাংবাদিককে বিমানে করে সিয়েরা মেস্ত্রোর ওপর ঘুরিয়ে নেওয়া হলো, দেখান হলো যে ওখানে আব কেউ নেই। ব্যাপারটা এমন হাস্যকর যে কারোই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না। বাতিস্তা আর তার সহযোগীরা দিনের পব দিন জনগণকে ভাঁওতা দিতে লাগলেন।

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমরা ফিরে এলাম পালমা মোচা অঞ্চলে। স্থানীয় কৃষকরা আমাদের স্বাগত জানাল এবং সব খবরাখবর দিল। সিলিয়া সানসেজ জানালেন যে তিনি দু'জন বিদেশী সাংবাদিক নিয়ে শীগ্‌গির আসছেন। শহর থেকে সংগৃহীত কিছু অর্থও তিনি পাঠিয়ে দিলেন। সাংবাদিক দু'জন উত্তর আমেরিকার অধিবাসী, তাঁদের নিয়ে আসার জন্য পাঠান হলো লোলো সার্ডিনাসকে। আমবা তখন সিয়েরা মেস্ত্রোর কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যস্ত। আমাদের সৈন্যসংখ্যা যতই বাড়ছে, সরবরাহ অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি গুদামজাত করা এবং সম্পূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য কৃষকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে আমবা অনুভব করছি। এ' রকম কিছু কিছু বাড়ী আমাদের জন্য কৃষকরা ছেড়ে দিলেন।

লোলো সার্ডিনাস চলে যাবার তিনদিন পরে খবর পেলাম যে দু'জন লোক সান্টা ডোমিংগো হয়ে আসছেন। এঁদের মধ্যে আছেন দু'জন স্ত্রীলোক, দু'জন সাংবাদিক এবং আরও দু'জন লোক যাদের কেউ চেনে না। আর শুনলাম যে স্থানীয় বাতিস্তার

সৈন্যরা একটি ঘরে তাঁদের ঘিরে ফেলেছেন। সুতরাং ক্যামিলোকে তার দলবল সহ পাঠানো হলো যাতে যে কোন ভাবে ওঁদের মুক্ত করে আনা যায়। কিন্তু তাঁরা নিরাপদেই চলে এলেন। যা খবর পেয়েছিলাম তা ভুল। ২৩শে এপ্রিল আমেরিকান সাংবাদিক বব্ টেবার একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে সিলিয়া সানসেজ আর হেডি সান্তামারিয়া, বাকী দু'জন শহরের দলের সংগে যুক্ত। মেজর ইগলেসিয়াস আর মার্সেলো ফার্নান্দেজ।

সাংবাদিকদের নিজেদের দলগত অবস্থা ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম আমরা। এর পরই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিপ্লবী যুদ্ধের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা, ভেকুইরিটো। তিনি জানালেন আমাদের সন্ধানে তিনি মাসখানেক ধরে এই অঞ্চলে ঘুরছেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর ভার পড়লো আমার ওপর। দেখলাম ভেকুইরিটোর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি তেমন নেই, আমাদের সংগে মিলিত হওয়া তাঁর যেন বিরাট একটা এ্যাড্ভেনচার। খালি পায়ে এসেছিলেন তিনি, সিলিয়া তাঁকে নিজের বাড়তি জুতো জোড়া পরতে দিলেন। ভেকুইরিটোর পা ছোট, অন্য কারও জুতো তাঁর পায়ে লাগছিল না। এখানে বলা প্রয়োজন যে ভেকুইরিটো বিপ্লবের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এমন প্রাণবন্যায় অস্থির চঞ্চল মানুষ, বিপদকে গ্রহণ করার এমন আশ্চর্য রোমান্টিক মনোভাব, আমি আর কারও মধ্যেই দেখতে পাইনি। আর তাঁর মধ্যে সাহসেরও যেন অন্ত ছিল না, সাহসের নজীর হিসাবে তাঁর কথা এখনও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

ওখান থেকে সরে গিয়ে আমরা এল্ টারকুইনোতে যাবো বলে স্থির করলাম। টারকুইনো কিউবার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, ওটা পেরোনো সহজসাধ্য নয় আমাদের পক্ষে। তবু পুরো দলটাই ওটা পেরিয়ে এলো। বব্ টেবারের সংগে আলোচনা তখন আমরা শেষ করে ফেলেছি। তিনি তখন টেলিভিসনের জন্য একটি ফিল্ম তৈরী করছিলেন, যা' পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত

হয়েছিল। সেই সময়ই একটি গুয়াজিরো স্বীকার করলো যে ফিদেলকে হত্যা করতে পারলে ক্যাসিলাস তাকে তিনশ' পেসো এবং একটি গাই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টেবার পর্যন্ত শুনলেন বিপ্লবীদের সর্বাধিনায়কের মাথার দাম বাতিস্তা সরকার কত ঠিক করে ফেলেছেন।

তখন পেছনে লেগেছে শত্রুসৈন্যের একটি দল। তাদের খোঁজ-খবর নেবার জন্য গুইলার্মো গার্সিয়াকে পাঠান হলো। অথচ অসুখের জন্য তখন আমার কাছে কোন অস্ত্র পর্যন্ত ছিল না, আমার টমসন সাব মেশিনগানটিও বইবার ক্ষমতা ছিল না আমার। আমি অস্ত্রহীন অথচ শত্রুরা পেছনে আসছে, এই চিন্তাও আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। তিনদিন পরে অবশ্য অস্ত্রটি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের মে মাসে বব টেবারের সংগে আমাদের কাছে থেকে তিনজন আমেরিকান ছেলেও চলে গেল। তাঁরা গুয়ান্টানামো ঘাঁটিতে নিরাপদে পৌঁছে গেলেন। আমরা সিয়েরার বুকের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি। কৃষকরা আমাদের কাছে আসছিল, ওদের ভীতি অনেকখানি কমে এসেছে, আমরাও তাদের ওপর বেশি আস্থা স্থাপন করতে পারছি। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে বাতিস্তা বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবো, এই বিশ্বাসও এসেছে আমাদের। মে মাসের প্রথম দিনের দিন একই ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। সান্তা আনা ও এল হোমব্রিতো ছাড়িয়ে পিকো তার্কিতে এলাম। ওখানে না থেকে এগিয়ে এলাম লোমা ডেল বুরোতে। একদিন রাতে পথ হারিয়ে ফেলে দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমি, তিন দিন একা একা ঘুরে বেড়িয়ে এল হোমব্রিতোতে আবার ওদের সংগে দেখা হলো। ভাগ্যি ভাল যে নিজেদের ব্যাগে প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল আমাদের। খাদ্য, পানীয়, পোষাক ইত্যাদি ছাড়াও ছিল একটি দিকনির্দেশক কম্পাস। আমাকে ফিরে আসতে দেখে বন্ধুদের সে কী উল্লাস। তখন একটি

ট্রাইবুনালের বৈঠক চলছিল, কয়েকজন গুপ্তচরের বিচার চলছিল। ক্যামিলো ছিলেন ট্রাইবুনালের সভাপতি। নেপোলস্ নামে একজন গুপ্তচরের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন তিনি।

গুইলার্মো গার্সিয়াকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হলো এবং যে সব গুয়াজিরো আমাদের দলে ভর্তি হচ্ছিল তাদের নেতৃত্ব ওর হাতে তুলে দেওয়া হলো। পরদিন হেডি সান্তামারিয়া ফিদেলের নির্দেশে শহরে চলে গেলেন যোগাযোগ রক্ষার জন্য। পরদিনই শুনলাম কমরেড ভেকুইরিটো শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ খবর আমাদের বড় বেশি বিব্রত করে তুললো কারণ অস্ত্র আনার ব্যাপারটা এর পর কি রকম দাঁড়াবে বুঝতে পারছিলাম না।

পিনো ডেল আগুয়ার কাছাকাছি একটি জায়গায় এসে পড়লাম। ওর কাছাকাছি সড়কের ওপর আমাদের টহলদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন একজন আর্মি করপোরাল। দুষ্কৃতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই ইনি কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। অনেকে বললেন ওকে হত্যা করার কথা, কিন্তু ফিদেল অস্বীকার করলেন। নতুন রিক্রুটদের হেফাজতে ওঁকে রাখা হলো। তাঁকে শুধু সাবধান করে দেওয়া হলো যে পালানোর চেষ্টা করলেই তাঁকে হত্যা করা হবে।

অস্ত্রগুলি যে জায়গায় এসে পৌঁছনোর কথা সেদিকে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম আমরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, অস্ত্রের কোন দেখা নেই। সে পথ দিয়েই তেমনি করে ফিরতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ একদিন সামনে গুলির শব্দ শুনলাম। আমরা ত্বরিৎগতিতে পা চালালাম কারণ একজন সহকর্মী, গুইলার্মো ডোমিনগুয়েজ, ক্যাম্পে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য আগে আগেই যাচ্ছিলেন। প্রস্তুতি সেরে, একদল স্কাউটকে আগিয়ে দিলাম আমরা। অনেকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো, তার খানিক পরে এলেন কমরেড ফায়ালো। তিনি হলেন ক্রেসেনসিওর দলের লোক। ক্যাম্প থেকেই আসছিলেন তিনি, বললেন রাস্তার ওপর

একটি লোক পড়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে বাতিস্তার স্থানীয় পুলিশের সংগে তার হাতাহাতি হয়েছে, ওরা পিনো ডেল্ আগুয়ার দিকে সরে গেছে। সাবধানতার সংগে এগোতে লাগলাম আমরা। মৃত দেহটার কাছে এসেই চিনতে পারলাম। লোকটি আমাদের গুইলার্মো ডোমিনগুয়েজ।

তাঁর পোষাক ছিন্নভিন্ন, বাম বাহুর ওপর বুলেটের চিহ্ন, বুকে বেয়নেটের আঘাত, সট্‌গানের গুলির আঘাতে ওঁর মাথাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এভাবে আমরা একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহ-কর্মীকে হারালাম। আরও একটু সাবধানতা অবলম্বন করলে হয়তো মৃত্যুকে এড়াতে পারতেন তিনি। তাঁর নজীর আমাদের প্রত্যেকের চোখ খুলে দিল।

১৮ই মে খবর পাওয়া গেল যে অস্ত্রশস্ত্রগুলি এসে পৌঁছেছে। রাত্রে সেগুলি আমাদের হাতে এলো। সেই মুহূর্ত্ত কোন গেরিলার জীবনে ভুলবার নয়। আনন্দে আর উল্লাসে আমরা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তিনটি ট্রিপড মেসিন গান, তিনটি মাজডেন অটোমেটিক রাইফেল, নটি এম্-ওয়ান্ কারবাইনস্, দশটি জনসন অটোমেটিক রাইফেল এবং দু'হাজার রাউণ্ড কার্তুজ। এম্-ওয়ান্ কারবাইনগুলি দেওয়া হলো বেছে বেছে, একটি পেলেন র‍্যামিরো ভালডিস, দু'টি ক্যামিলোর অধীনস্থ এডভান্স গার্ডরা। ক্যাপ্টেন জোস্ সোটাসের দলকে একটি অটোমেটিক রাইফেল দেওয়া হলো, একটি আলমিডাকে, তৃতীয়টি জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা হিসাবে আমাকে। ট্রিপড মেসিনগানগুলি পেলেন রাউল কাস্ত্রো, গুইলার্মো গার্সিয়া এবং ক্রেসেনসিও পেরেজ। সুতরাং বলতে গেলে আমার ভূমিকার খানিকটা বদল হলো, ডাক্তারী ছাড়াও সৈনিকের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা লাভ করলাম আমি।

আমার অটোমেটিকটা ছিল পুরানো আর ব্যবহৃত। তবু আমার কাছে ওটা একটা সম্পদ। আমাকে এই অস্ত্রটি ব্যবহার করার জন্য চারজন সহযোগী দেওয়া হলো।

অস্ত্রগুলি পাবার পর আমরা ঠিক করলাম পরিকল্পনামত শত্রু ঘাঁটির ওপর আমরা আক্রমণ চালাব। জনগণের মনে আমাদের অস্তিত্বের জন্যই এর অত্যন্ত দরকার। আমরা যদি চুপচাপ শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকি, আমাদের প্রতি সহানুভূতি-শীল জনগণের নৈতিক জোর কমে আসতে থাকবে। ফিদেল তাই স্থির করলেন এল্ উভেবোর সরকারী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাবেন তিনি। কি ভাবে তা করা হবে, তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় আমরা লেগে গেলাম। আক্রমণের আগে আমাদের জানতে হবে ঘাঁটিতে শত্রুসৈন্যের সংখ্যা কত, ক'টি গার্ডপোষ্ট রয়েছে, যোগাযোগের ব্যবস্থা কেমন, স্থানীয় লোকের বাসস্থান এবং সেগুলির অবস্থান ইত্যাদি। এ' ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করলেন কমরেড কালডেরো। তিনি ওখানকার অধিবাসী।

আমরা জানতাম এ' অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে বাতিস্তা বাহিনীর হাতে সঠিক খবর রয়েছে। যে দু'জন গুপ্তচর আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, তাদের সংগে ছিল ক্যাসিলাসের দেওয়া কাগজ। ২৭শে মে ফিদেল সকলকে ডেকে ঘোষণা করলেন যে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আমরা যুদ্ধে নেমে পড়ছি। তিনি আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন কিন্তু সম্ভাব্য আক্রমণের কোন বিশদ বিবরণ দিলেন না। কালডেরো হলেন আমাদের পথ-প্রদর্শক কারণ এ অঞ্চলের পথঘাট, ঘাঁটিগুলির অবস্থিতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে। সে রাত্রেই রওনা হলাম আমরা. ১৬ কিলোমিটার অতিক্রম করতে হবে আমাদের, যদিও পথটি আগাগোড়া উৎরাই। আট ঘন্টার মত সময় লাগালাম, আস্তে আস্তে সতর্কভাবে চলছিলাম, বিশেষ যখন বিপদ সূচক অঞ্চলে প্রবেশ করলাম· এর পর আদেশ পেলাম। গার্ডপোষ্টগুলি দখল করে নিতে হবে আর কাষ্ঠনির্মিত ব্যারাকগুলি গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে হবে।

জানতে পেরেছিলাম ব্যারাক তেমন সুগঠিত নয়, যতটা সুগঠিত গার্ডপোষ্টগুলি। জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে পোষ্টগুলির

কয়েক মিটারের মধ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে। আমাদের আরও সতর্ক করে দেওয়া হলো যে বাইরের অসামরিক ঘরগুলির উপর যেন গুলি না চালাই। ওখানে আছে নারী ও ছেলেমেয়ে, এ্যাড্-মিনিস্ট্রেটরের অফিস, যিনি আমাদের আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন কিন্তু ওখানে থাকা প্রয়োজন মনে করেছেন এই জন্য যে তাঁর সরে যাওয়া শত্রুদের সতর্ক করে দেবে।

এল্ উভেরো ব্যারাকের অবস্থান সমুদ্রের কাছে, সুতরাং বাকা তিনদিক দিয়েই আক্রমণ চালাবো আমরা। উপকূলের ওপর দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেখানে একটি গাড়পোষ্ট আছে। সেটির ওপর আক্রমণ চালাবেন হোস্ সোটাস্ এবং গুইলার্মো গার্সিয়ার দল। পাহাড়ের সামনের পোষ্টকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব আলমিডার, ফিদেল থাকবেন ব্যারাকের সামনের পাহাড়ের ওপর. রাউল এগিয়ে যাবেন সামনের দিক থেকে। আমি থাকবো মাঝামাঝি জায়গায়, আমার লোকগুলিকে নিয়ে। আমার এবং রাউলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাবেন ক্যামিলো এবং এমিজিরাস। ক্রেসেনসিও পিরেজ দক্ষিণদিকের রাস্তা আগলে রাখবেন যাতে ওদিক থেকে শত্রুসৈন্যরা ব্যারাকের সৈন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে না পারে।

অতর্কিত আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমরা। কিন্তু সময় অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ঠিকমত জায়গায় নিজেদের দলকে বসাতে পারলাম না। কালডেরো এবং তার সহযোগী মেণ্ডোজা যা' খবর যোগাড় করতে পারলেন, আমাদের দিলেন। জোস্ সোটাস্ জানালেন যে ঠিকমত জায়গায় তিনি যেতে পারেননি কিন্তু তার আর সময় ছিল না। শেষ রাত্রে, প্রায় ভোরের দিকে ফিদেল তাঁর টেলিস্কোপিক রাইফেলের সাহায্যে সংগ্রামের উদ্বোধন করলেন। সংগে সংগে ব্যারাক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। ব্যারাকটা ছিল একটু উচু জায়গায়, নিজের অবস্থান থেকে ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

প্রত্যেকে এগিয়ে গেলেন। আলমিডা ব্যারাকের প্রবেশ পথের

গার্ডপোষ্টটির ওপর আক্রমণ চালালেন। আমার বাম পাশে ক্যামিলো, গলায় জড়িয়েছেন একটি রুমাল, তাঁর চোখত্ন'টি হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলছে। গুলিবৃষ্টির মধ্যে সতর্কভাবে এগোতে লাগলাম। শত্রুরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল, ওদের হাতের নিশানা প্রায় অব্যর্থ। অবিরাম গুলি চালাতে লাগলো ওরা। সতর্কতার সংগেই খোলা জায়গায় এগিয়ে আসতে হলো আমাদের। নিজের জায়গা থেকে দেখলাম ত্ন'টি সৈন্য অসামরিক ঘরগুলির দিকে ছুটছে, গুলি চালালাম কিন্তু তার আগেই ওরা সেখানে পৌঁছে গেল। সংকীর্ণ গলিপথে এগোতে হলো আমাদের, শত্রুদের অনেকখানি কাছে, ওদের গুলিবৃষ্টির আওতায় গিয়ে পড়েছি। পাশে গোঙানি শুনে ভাবলাম নিশ্চয় শত্রুসৈন্য। আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম আহত মানুষটি হলেন কমরেড লিয়াল, মাথায় গুলি লেগেছে তাঁর। লিয়াল দ্রুত জ্ঞান হারাচ্ছিলেন, ঝটিতি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম, হাতের কাছে যেটুকু ব্যাণ্ডেজ ছিল, তা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। জোয়েল ইগলেসিয়াস এলেন তাঁর সাহায্যে। তাঁর হাতে ওঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার আক্রমণে মন দিলাম। পরে আহত হলেন একুনা। আর না এগিয়ে ওখান থেকে গুলি চালাতে লাগলাম, শত্রুরাও তৎপর হয়ে জবাব দিচ্ছিল। সাহস সঞ্চয় করে গুদাম দখল করে নেবার চেষ্টা করলাম যাতে যুদ্ধের তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যারাকের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলো।

পৌনে তিনঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চালাতে হলো আমাদের। বামদিক থেকে ভিক্টর মোরান ও তার দলবল শেষ সৈন্যটিকে বন্দী করে ফেললেন। ট্রেঞ্চ থেকে মাথার ওপর বন্দুক তুলে একজন সৈন্য বেরিয়ে এলেন। দ্রুত ব্যারাকের দিকে এগোলাম আমরা, শেষবারের মত মেশিনগান চালাবার শব্দ শুনলাম যাতে মারা গেলেন লেফটেনান্ট নানো দিয়াজ।

গুদামে গিয়ে আমার গুলি থেকে আত্মরক্ষাকারী সৈন্য ত্ন'জনকে

বন্দী করা হলো, আরও বন্দী হলেন ব্যারাকের ডাক্তার এবং তাঁর সহকারী। ডাক্তাব মানুষটি শান্ত, মাথার চুল আধপাকা। আহতদের সংখ্যা ছিল অনেক। আমার একার পক্ষে সবার শুশ্রূষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ডাক্তার ভদ্রলোককে সাহায্য করতে বললাম। তিনি আমার বয়েস জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বছর পাশ করেছি তাও জানতে চাইলেন। বললাম বছর কয়েক হবে,বললেন তিনি সদ্য পাশ করেছেন, ডাক্তারীর কিছু জানেন না। আমি যেন সবটুকুই করি।

সুতরাং সব কাজটাই একা একা করতে হলো। সৈনিক থেকে একেবারে ডাক্তারের ভূমিকায় চলে এলাম।

ফিদেলের উদ্বোধনের পর ব্যারাকের দিকে আমরা এগোচ্ছিলাম, শত্রুপক্ষ প্রতিরোধ কবছিল। ফিদেলের পাশে ছিলেন জুলিটো দিয়াজ,গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন তিনি। সামনের গার্ডপোষ্টটি উড়িয়ে দেবার জন্য আলমিডা প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন। গুইলার্মো গার্সিয়াও তাঁর প্রতিপক্ষকে নিস্তেজ করতে দেরী করেননি। আলমিডা আর গার্সিয়ার পরেই নাম করতে হয় লুই ক্রেসপোর। ক্রেসেনসিও পিরেজ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি, তাঁর মেসিনগান অকেজো হয়ে গিযেছিল। তবু পথটা ঠিক আটকে রেখেছিলেন তিনি, যারা ও'পথ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে তাদের বন্দী করেছেন।

শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছিল। সাদা রুমাল দেখানো হলো। ঠিক এই সময়ে আমাদের কোন সৈন্য আবার গুলি চালায়, ওদিক থেকেও মেশিনগান চলতে থাকে। তারই একটি গুলি লাগে নানো দিয়াজের মাথায়। কিন্তু মৃত্যুর আগে দিয়াজ খতম করেছেন অনেক শত্রুকে।

সর্বশেষ হিসাবে দেখলাম আমাদের দলে মৃতের সংখ্যা ছজন —মোল, নানো দিয়াজ, ভেগা, এল পোলিশিয়া, জুলিটো দিয়াজ এবং এলিজিও মেণ্ডোজা। গভীরভাবে আহত হয়েছেন লিয়াল আর চিলেরাস, আঘাত পেয়েছেন ম্যাসিও কাঁধে, হারমিস লেভিয়া বুকে,

আলমিডা বাম বাহুতে এবং বাম পায়ে, এসকালোনা ডান হাতে, স্যানেল ফুস্‌ফুসে, পেনা হাঁটুতে, ম্যানুয়েল একুনা ডান বাহুতে; মোট পনের জন। শত্রুদের মধ্যে পনেরজন নিহত, পনেরজন আহত, চৌদ্দজন বন্দী, ছ-জন পলাতক, মোট পঞ্চাশ জন। ওদের নেতৃত্ব করেছেন একজন সেকেণ্ড্ লেফটেনাণ্ট, যিনি শাদা পতাকা দেখান এবং আহত হন।

এই জয় আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক। এতে আমাদের নৈতিক বল অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। ভবিষ্যতের সাফল্য সম্পর্কেও আমাদের আশা দৃঢ়তর হলো।

এল্ উভেরোর এই যুদ্ধ ছোট ছোট সব ব্যারাকগুলির ভাগ্যকে নির্ণীত করে দিল এবং এর অল্পকাল পরেই ব্যারাকগুলি থেকে সৈন্যদের অপসারিত করে নেওয়া হয়েছিল।

আমরা খুব তাড়াতাড়ি এল্ উভেরো থেকে সরে এলাম। ঘণ্টাকয়েক পরে শত্রুদের বিমানবাহিনী চক্কর মারতে লাগলো ব্যারাকের ওপর। আমরা তখন পাহাড়ের অভ্যন্তরে আমার নিজের বিশ্রাম নেবার উপায় ছিল না। আহতদের চিকিৎসা করতে লাগলাম। প্রথম রোগী কমরেড চিলেরাস। একটি বুলেট তাঁর ডানবাহুকে ছিন্ন করে, ফুস্‌ফুস্ ফুটো করে মেরুদণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং পা-দুটিকে অকেজো করে ফেলেছে। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। আমার হাতে তেমন কোন ওষুধ নেই, বুক বেঁধে দিলাম ভাল করে যাতে নিঃশ্বাস নিতে পারেন সহজে, ঘুমের ওষুধ দিলাম। চৌদ্দজন বন্দীকে সংগে নিলাম আমরা আর দু'জন গেরিলাকে নিলাম এবং চিলেরাসকে ওখানে রেখে আসতে হলো। ডাক্তার আমাদের কাছে শপথ করেছিলেন যে ওঁদের যত্ন নেবেন। চিলেরাসকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে তাঁর মুখে একটুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটেছিল। জানতেন, সময় তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। আমরাও জানতাম, ভাবছিলাম তাঁর কপালে বিদায় চুম্বন দিয়ে আসবো। কিন্তু তার মানে হলো তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তাঁকে জানিয়ে

আসা। আমি অতিকষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করেছিলাম। তাঁর শেষ মুহূর্তগুলি শান্তিতে কাটুক—এ' ছাড়া প্রার্থনা করার মত আমার আর কিছু ছিল না। খুব ধীরে, আন্তরিক মমতার সংগে ওঁদের দু'জনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম, গলা আমার ধরে এসেছিল। শত্রুর হাতে তাঁদের ছেড়ে আসতে হলো। কান্না ভেজানো গলায় চীৎকার করে তাঁরা বলেছিলেন বন্ধুদের মধ্যে মৃত্যু তাঁদের কাম্য। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হলো তাঁদের জীবনের জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়া। বাতিস্তা বাহিনীর উনিশ জন আহত সৈন্যদের সংগে তাঁরাও সেখানে রইলেন। শত্রু সৈন্যদের সেই অবস্থায় যতটা সাহায্য করা যেতে পারে তা' করতে ত্রুটি করিনি আমরা। শত্রুরা ওঁদের সংগে ভাল ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু সান্টিয়াগো নিয়ে যাবার আগেই চিলেরাস মারা যান। লিয়াল সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে পাইল দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হয়ে তাঁকে। আজও তিনি বেঁচে আছেন, আমাদের সেই ভয়াবহ যদ্ধের স্বাক্ষর সারা দেহে ধারণ করে।

বাবুনদের একটা ট্রাকে ব্যারাকের সব জিনিষপত্র উঠিয়ে নিলাম। ওষুধপত্রই বেশি। আহতদেরও ট্রাকে ওঠান হলো। যাঁরা হাঁটতে পারছেন, তাঁরা আগে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা যাত্রা করলাম সব শেষে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিজেদের লুকিয়ে থাকার জায়গায় তাড়াতাড়ি পৌছতে চাইলাম আমরা। আহতদের স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলেন এনরিক লোপেজ। স্থির হলো আহতদের নিয়ে আমি আর আমার সাহায্যকারীরা ওখানে থেকে যাবো, বাদবাকীরা চলে যাবেন।

সকালবেলায় আমাদের বিষন্ন গলায় বিদায় জানিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। আমার সংগে রইলেন জোয়েল ইগলেসিয়াস, আর ওনেট। পথপ্রদর্শক হিসাবে থাকলেন সিনেসিও টরেস। আর থাকলেন আহত একুনার ভাইপো ভিলো একুনা, আহত কাকাকে ছেড়ে তিনি যেতে চাইলেন না।

৫

আলমিডা, পেনা এবং এসকালোনা হাঁটতে পারছিলেন না। স্যানালকেও হাঁটতে আমি বারণ করেছিলাম ফুস্‌ফুসে আঘাত পেয়েছেন বলে। ম্যানুয়েল একুনা, হারমিস লেভিস্কা এবং ম্যাসিও হাঁটতে পারছিলেন। এঁদের সাহায্য করার জন্য আমার সংগে রয়েছেন ভিলো একুনা, সিনেসিও টরেস, জোয়েল ইগলেসিয়াস এবং আলেজান্দ্রো ওনেট্। বেলা পড়ার পর একজন খবর দিয়ে গেল যে লোপেজ আসতে পারবেন না মেয়ের অসুখ বলে, তবে তিনি তিনজন লোক দেবেন। কিন্তু তারাও এলো না।

অবস্থা খুব কঠিন হয়ে উঠলো। এসকালোনার ক্ষত বিষিয়ে উঠেছে, স্যানালেরও অবস্থা সুবিধার নয়। কাছাকাছি রাস্তাঘাট পরীক্ষা করে কোন শত্রুসৈন্যের হদিস পেলাম না। ঠিক করলাম তিন চার কিলোমিটারের মধ্যে কোন বোহিওতে রুগীদের তুলবো। এই বোহিওব মালিক চলে গেছে কিন্তু ওখানে কিছু মুরগীর বাচ্চা আছে।

হ্যামকে করে রোগীদের বয়ে নেবার ব্যবস্থা হলো। স্থানীয় কিছু লোকের সাহায্য নিলাম। পরদিন ভোরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা স্থান ত্যাগ করলাম। উঠলাম ইজরাইল নামে এক জন চাষীর বাড়ীতে ডেল্ ইনডিও নামে পাহাড়ী নদীটির তীরে। উঁচু নীচু প্রস্তর সমন্বিত পথে আহত মানুষ কাঁধে নিয়ে চলাফের করা অত্যন্ত কঠিন। তবু আমরা তা করতে পেরেছিলাম।

জোয়েল ইগলেশিয়াস এবং একুনা জানালেন যে ওঁরা কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। মনে হলো একান্ত অসুবিধা-জনক পরিস্থিতিতে আমাদের পড়তে হবে। এমনভাবে এগিয়ে গেলাম যাতে বোহিও থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সংগ্রাম চালাতে পারি। আরও এগিয়ে গিয়ে কতকগুলি লোকের অসংলগ্ন কথাবার্তা কানে

এলো। ভিলো এবং জোয়েলের সহায়তায় আমার টমিগান প্রস্তুত করে আমরা আচম্বিতে শত্রুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখি লোকগুলি হলেন আগের দিনের যুদ্ধবন্দী, ফিদেল যাঁদের মুক্ত করে দিয়েছেন। ওঁরা বনের মধ্য থেকে ফেরবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। একজন বয়স্ক করপোরাল আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। ওঁদের ফেরবার পথ দেখিয়ে দিলাম আর সংগে সংগে সাবধান করে দিলাম যে সিয়েরা মেস্ত্রো হলো আমাদের শাসনাধীন, ওঁরা যদি আবার এখানে ফিরে আসেন তা'হলে আর ওঁদেব কথা থাকবে না। ওঁরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেও ওঁদের চলে যাবার পব সে জায়গা ছেড়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানেব কাজ বলে মনে হলো।

রাতটা বোহিওতে কাটিয়ে সকালেই গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করলাম। বাড়ীর মালিককে বলে দিলাম আমাদের খানিকটা মুরগীব সুপ্ পাঠিয়ে দিতে। সাবাদিন ওদের জন্য অপেক্ষা কবেও দেখলাম ওরা এলো না। পরে শুনলাম ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরেব দিন শত্রুসৈন্য ওদের গাইড্ হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের আগের দিনের আস্তানা খুঁজে বের করেছে।

রাত্রে সিনেসিও এলো তিনজন ভলান্টিয়ারকে সঙ্গে করে। লোকগুলির সাহায্যে রোগীদের স্থানান্তরিত করা সম্ভব হলো পাহাড়ের অন্যপাশে নিরাপদ অঞ্চলে। পরদিন সকালবেলা যাত্রা করলাম আবার। রুগীদের কাঁধে করে এগিয়ে যাওয়া ভয়ানক পরিশ্রম সাধ্য, পনের মিনিট পর পর আমরা ভার বদল করতে লাগলাম। আলমিডা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। যাত্রাস্থল থেকে পার্দোর বাড়ীর দূরত্ব মাত্র চার কিলোমিটার, সেই পথটুকু পেরোতেই আমাদের লাগলো বারো ঘণ্টা।

পেলাডেরো নদীর তীরে ডেভিড নামে একজন ওভারশীয়ারের বাড়ী। তিনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁর কাছাকাছি একটি নিরাপদ অঞ্চলে আস্তানা তৈরী করলাম। ডেভিড কাজের জন্য সান্টিয়াগো যেতেন, আমাদের জন্য ওষুধ আর অন্যান্য জিনিষপত্র

কিনে নিয়ে আসতেন। সারা জুন মাসটাই রোগীদের সেবা করে এবং ছোট একটি গেরিলা দল তৈরী করতে কেটে গেল আমাদের। ডেভিডের মাধ্যমে বাইরের খবর পাচ্ছিলাম আর পামেডা টেমারো নামে একজন স্থানীয় চাষীও নানাভাবে আমাদের সাহায্য করছিলেন।

ওদিকে সিনেসিও ক্রমশঃই নিজের দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলছিলেন। দলের অর্থে মদ্যপান সুরু করলেন তিনি। নিজের কর্তব্যেও তিনি অবহেলা করতে লাগলেন, আবার এগারজন নিরস্ত্র নতুন রিক্রুটকে নিয়ে এলেন। নিরস্ত্র লোকদের দলে নিতে আমাদের অনিচ্ছা কিন্তু এই লোকগুলি অবস্থার সঙ্গে সব রকমে মানিয়ে চলতে লাগলো। কৃষকরাও প্রায় নতুন নতুন লোক নিয়ে আসতে লাগলো দলভুক্ত করার জন্য। আমাদের জনবল হলো প্রায় চল্লিশ জনের মতো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দলত্যাগও চলছিল অবিরাম। কেউ আমাদের সম্মতি নিয়েই সরে যাচ্ছিল আবার কেউ কেউ পালিয়ে যাচ্ছিল। তাই দলের শক্তি পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যেই ওঠা নামা করছিল।

এই সময় প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে আমাকে আবার এ্যাজমা আক্রমণ করলো এবং আমার অবস্থা হয়ে উঠলো অন্যান্য অচল রোগীদের মতই। ওখানকার শুকনো ক্লারিন-পাতার ধোঁয়া টেনে একটু সুস্থ বোধ করলাম। সান্টিয়াগো থেকে শেষ পর্যন্ত ওষুধ আনা সম্ভব হলো। ওখান থেকে রওনা হতে দিনকয়েক দেরি হলো আমাদের। এল্ উভেরোর যুদ্ধের পর সে সব অস্ত্রশস্ত্র অকর্মন্য হয়ে গেছে বলে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলি খুঁজে নিয়ে এলাম। ওতেই আপাততঃ কাজ চালাতে হবে।

২৪ শে জুন রওনা হবার দিন ধার্য করলাম, দলে তখন ছিল ছাব্বিশ জন লোক। এড্ভান্স গার্ড হিসাবে পাঠানো হলো ভিলো একুনাকে। জেনারেল ষ্টাফের ভার নিতে হলো আমার। কারণ আলমিডার পথে হাঁটাটাই যথেষ্ট, ম্যাসিও আর পেনার নেতৃত্বে আর

দু'টি ছোট ছোট স্কোয়াড তৈরী করা হলো। তবু ২৪শে তারিখে রওনা হওয়া গেল না। খবর পেলাম একজন গার্ড আসছে কিছু ওষুধপত্র আর খাবারদাবার নিয়ে। তার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। ডেভিডও নিয়ে এলেন অনেক জিনিষপত্র। টেমারা আনলেন আরও চার জন লোক। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ফেলিক্স মেণ্ডোজা, তার সংগে ছিল একটি রাইফেল। ওঁরা আসার পর দলের জনসংখ্যা হলো ছত্রিশ জন, পরদিন তিনজন চলে গেল, কিন্তু নতুন আমদানী হলো দু'জন, মোট পঁয়ত্রিশ জন। পেলা ডেরোর চড়াই ভেঙে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম আমরা।

রেডিওতে খবর পেলাম সারা দ্বীপ জুড়ে গোলমাল সুরু হয়েছে। ১লা জুলাই খবর পেলাম ফ্রাঙ্ক পেইসের ভাই জোস্ পেইস অন্যান্য সহকর্মীদের সংগে সান্টিয়াগোর গোলমালে নিহত হয়েছেন। এদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে দলের কয়েকজন ছুটি চাইলেন। লা বোটেলা পাহাড়ের পাদদেশে বেনিতো মোরার বাড়ীতে এলাম আমরা। বেনিতো কিছু খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করলেন আমাদের। ওখানে ছোটখাটো দলটিকে জড়ো করে জানালাম যে সামনে বিপদ আসছে, হয়তো অনেকদিনই বিনা খাবারে কাটাতে হবে আমাদের। যদি কারও এই অবস্থায় এগিয়ে যাবার ইচ্ছা না থাকে এখানেই তাঁদের অভিপ্রায় জানাতে পারেন। কয়েকজন পরিষ্কারভাবে তা জানিয়ে দল থেকে বিদায় নিলেন।

দলে এখন মোট আটাশজন লোক কিন্তু পরদিনই আবার দু'জন প্রাক্তন সৈনিক এসে যোগ দিলেন আমাদের সংগে। নিকোলাস এরিস্তিডেস্ গুয়েরা তাদের নিয়ে এলেন। নিকোলাস খুব উৎসাহী কর্মী, এর পরে তিনি দলের নানা কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মার্চের সময় নতুন লোকদের যথাসম্ভব তালিম দিতে লাগলাম। প্রাক্তন সৈনিক দু'টি তাদের শেখাতে লাগলেন কেমন করে রাইফেল ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ওঁরা দু'জন পথশ্রমের ক্লান্তি সইতে না পেরে আবার দল ছেড়ে চলে গেলেন, পরে অবশ্য

ওঁদের একজন—গিলবার্তো ক্যাপট ফিরে এসেছিলেন এবং পিনো ডেল আগুয়ার যুদ্ধে বীরের মত আত্মবিসর্জন দেন।

একজন স্থানীয় কৃষক—টুটো আলমিডা আমাদের পথ দেখিয়ে লা নেভাডার দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন, ওখান থেকে আমরা এল্ টারকুইনো পেরিয়ে ফিদেলের সংগে যোগ দেবো। আর একটু এগোনোর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম দু'জন কৃষক আমাদের দেখতে পেয়েই পালিয়ে যাচ্ছে। ওদের পেছনে পেছনে ছুটে আমরা ওদের ধরে ফেললাম, দেখা গেল ওঁরা দু'জনেই নিগ্রো মেয়ে—নামেব শেষ শব্দ হলো মোয়া। ওঁরা হলেন এ্যাড্ভেন্টিস্ট্, হিংসায় বিশ্বাস না করলেও সেই সময় থেকে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ওঁরা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

মালভার্দে পেঁৗছে দেখতে পেলাম ওখানে শত্রুসৈন্যের অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং পথ পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত জংগলাকীর্ণ রাস্তা ধবে এল্ টারকুইনোর দিকে চলতে লাগলাম। রেডিয়োতে শুনলাম এসত্রাদা পালমাতে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং রাউল কাস্ত্রো ভয়ংকর রকম আহত হয়েছেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না, তখন আমরা এসব খবরে বিশ্বাস না কবতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু যত-তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিদেলের সংগে মিলিত হবার জন্য আমরা একরকম ছুটতে লাগলাম। সারারাত হাঁটলাম, অল্পসময়ের জন্যে বিশ্রাম নিলাম নিঃসংগ একজন কৃষকের ঘরে, নাম এল ভিজ কেইনো। তিনি আমাদেব সঠিক পথের নির্দেশ দিলেন, সে পথ ধরেই চলতে লাগলাম। সিনেসিও তখন বলতে গেলে পুরোপুরি বদলে গেছেন, দল ছাড়াব জন্য উন্মুখ। একদিন গার্ডের কাজ করছিলেন কুয়ের্ভো নামে একজন নতুন লোক, হাতে ছিল রেমিংটন রাইফেল। সিনেসিও আর একটি রাইফেল নিয়ে তাঁর সংগে যোগ দিলেন। খবর পেয়েই সেদিকে ছুটলাম, কিন্তু আমরা যাবাব আগেই অস্ত্রগুলি নিয়ে ওঁরা দু'জন সরে পড়েছেন। কান্দারেস আর ইজরেইল পার্দোকে পাঠান হলো তাঁদের খোঁজে, ওঁদের চেয়ে অস্ত্রগুলির দাম

আমাদের কাছে অনেক বেশি। কিন্তু ওঁদের পাওয়া গেল না।

দলের নৈতিক বল রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। অস্ত্রের অভাব, বিপ্লবের নেতার অনুপস্থিতি, আমাদের অনভিজ্ঞতা আর স্থানীয় কৃষকদের মুখে শত্রুর কীর্তিকাহিনীর লোমহর্ষক বিবরণ আমাদের বিভ্রান্ত আর বিব্রত করে তুলছিল। শহর থেকে আগত নতুন রিক্রুটরা সিয়েরার হাজারো কাঠিন্যকে সহ্য করতে পারছিল না, গেরিলার নিয়মনীতি তারা মানছিল না, আমাদের ছোট দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না।

কঠিন পথে কিছুক্ষণ পা চালিয়ে আমরা এল্ টারকুইনোর পশ্চিম তটে পালমা মোচায় এসে পৌঁছলাম। গুয়াজিরোরা আমাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমি প্রতিদানে তাঁদের অসুখবিসুখের চিকিৎসা করলাম। পালমা মোচা এবং এল্ ইনফিয়ার্ণো আমাদের পরিচিত জায়গা। তারিখ হলো ১৫ই জুন। স্থানীয় একজন কৃষকের কাছে শুনলাম লালো সার্ডিনাস কাছেই একটি গোপন ঘাঁটি বানিয়েছেন। উনি এ অঞ্চলের লোক, ভয় করছেন শত্রুরা ওঁর বাড়ীর ওপর আক্রমণ চালাবে। পরদিন লালোর সংগে দেখা হলো। লালো জানালেন যে তাঁর ওপর নির্দেশ দেওয়া আছে যে এখানে সান্‌সেজ মস্‌কুইরোব অধীনে শত্রুসৈন্য এলে তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য। আরও শুনলাম সান্‌সেজ মস্‌কুইবো এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ফিদেলের রাখা সৈন্যদের প্রায় ঘিরে রয়েছেন।

সৈন্যদের চলাফেরার নিদর্শন পেলাম আমরা। কয়েকদিন আগেই চোখে পড়েছে শত্রুদের নির্মিত পরিখা, যেখানে আগের রাত কাটিয়েছে তারা। সানসেজ মস্‌কুইরো সম্পর্কে আমাদের কোন ভুল ধারণা ছিল না, সিয়েরার এই অঞ্চলে তিনি ত্রাসের সৃষ্টি করেছেন। সামান্য লেফটানেন্ট থেকে উন্নীত হয়ে তিনি হয়েছেন কর্ণেল, সিয়েরা মেস্ত্রোয় আমাদের সংগে মোকাবিলা করতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমাদেরও শক্তি বেড়েছে কিন্তু এমন দুর্দ্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে

হলে শুধু সাহস নয়, সতর্কতাও দরকার। তাই আরও বেশি সতর্ক হয়ে চলতে লাগলাম আমরা।

দলের সংগে মিলিত হতে পেরে ভারী উল্লসিত বোধ করলাম। দেখলাম শৃঙ্খলা, নৈতিক শক্তি, দলগত শক্তি আর নতুন অস্ত্রশস্ত্র সবই বেড়ে গেছে। আমাদের গুণগত পরিবর্তনও হয়েছে। একটি মুক্ত অঞ্চল তৈরী হয়েছে সিয়েরায়। আগের মত সতর্কতার দরকার নেই, রাতে পরস্পরের সংগে কথাবার্তা বলতে পারি, অন্যের হ্যামকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। গ্রামের সংগে খানিকটা সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশও আমাদের লোকদের দেওয়া হয়েছে।

কিউবায় তখন তু'টি নাম বেশি করে শোনা যাচ্ছে। ফেলিপ পেজস এবং রাউল সিবাস। তু'জনের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র। রাউল তাঁর ভাইয়ের নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। ভাই এডি সিবাস কিউবায় একটি নতুন যুগের স্রষ্টা, ভাইয়ের কোন মহৎ গুণই রাউলের মধ্যে বর্তায়নি। রাউল এখন অর্থোডক্স পার্টির নেতা। তিনি সিয়েরায় এসেছেন, সফর শেষ করে শহরে ফিরে যেতেই তিনি উন্মুখ। ফেলিপ একজন অর্থনীতিজ্ঞ, সংলোক বলেও তাঁর সুনাম আছে। তিনি ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বাতিস্তার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দেন। তিনি চান সিয়েরায় এসে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর কর্তৃত্ব চালাতে।

আমাদের হাতে বেশি সময় ছিল না তবু ফিদেল আমাকে জানালেন যে তাঁর ঘোষণাকে তিনি পুরোপুরি আদর্শগত ঘোষণা হিসাবে প্রচার করতে চান। ফিদেল যে ফতোয়া তৈরী করলেন ১৯৫৭ সালের ১২ই জুলাই তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। আমাদের পক্ষে অবশ্যই এর জন্য সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। গেরিলাদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা। তখন আমার নেতৃত্বে একটি নতুন দলের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাকে ক্যাপ্টেন বানানো হয়েছে। আরও ক'জনের পদোন্নতি ঘটেছে। র‍্যামিরো ভালদিস্ ক্যাপ্টেন, চিরো রেডোণ্ডোও ক্যাপ্টেন হয়েছেন।

কার্লসকে (ফ্রাঙ্ক পেইসের ডাক নাম, তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি তখন অতিবাহিত করছেন) অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা একটি চিঠি লিখলাম। গেরিলাদের মধ্যে যাঁরা নাম সই কবতে পারেন, সকলেই তাতে স্বাক্ষর দিলেন। আমার যখন সই করার পালা এলো, ফিদেল ঠাণ্ডা গলায় আদেশ দিলেন, নামেব পাশে লেখো 'মেজর'। অদ্ভুতভাবে মেজর বনে গেলাম, আর গেবিলা বাহিনীর দ্বিতীয় কলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম, পরে এই কলাম অবশ্য চতুর্থ কলামে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই অসাধাবণ সম্মানে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গর্বিত মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। আমাব পদের নিদর্শন হলো একটি ছোট তাবকা—তাই আমার হাতে তুলে দিলেন সিলিয়া আর উপহার স্বরূপ দিলেন একটি হাতঘড়ি, যা ম্যানজানিলো থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। মেজর হিসাবে আমাব প্রথম কাজ হলো সানসেজ মস্কুয়েরোকে ঘিবে ফেলা কিন্তু বদমাইশটা তার আগেই ওই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে।

যে আধা-স্বাধীন জীবন আমরা কাটাচ্ছি এই নতুন অঞ্চলে, তাব জন্যই আমাদের কিছু কবা উচিত। এল্ হোমব্রিতোব দিকেই আমরা তখন এগোচ্ছি, ওটাই আমাদেব নতুন কর্মক্ষেত্র।

আসন্ন '২৬শে জুলাই দিবস' উদযাপনেব জন্য আমবা প্রস্তুত হচ্ছিলাম এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার জন্য ফিদেল আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সার্জিয়ো ডেল ভেল তখন দলের নতুন ডাক্তাব সিয়েরাব অবস্থা অনুযায়ী তাঁকে ঐ অঞ্চলে ডাক্তারী কবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

নিজেদেব অস্তিত্ব ঘোষণার জন্যই অবশ্য আমাদের একটা কিছু কবা দরকার কিন্তু আমাদেব শহরের অংশ তখন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। নতুন ফ্রন্ট খোলার জন্য যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল সেগুলি পুলিশের হাতে পড়েছে, অনেক সাহসী কর্মীকে তারা গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে রয়েছেন ফস্টিনো পিরেজ।

সুতরাং গেরিলা বাহিনীকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করার জন্য সিয়েরা মেস্ত্রোকে আরও সুরক্ষিত করাটাকেই আমরা কর্তব্য বলে মনে করলাম।

একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সহকর্মীকে আমরা এ'সময় হারালাম। তিনি হলেন লেফটেনান্ট ম্যাসিও। একটা বিশেষ কাজে তিনি সান্টিয়াগো গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানকার যুদ্ধে তিনি মারা যান।

আর ক'টি পদোন্নতির সংবাদ ছিল। উইলিয়াম রোড্রিগুয়েজ হলেন লেফটেনান্ট, রাউল কাস্ত্রো মার্কেডারও তাই। আমাদের পরিকল্পনা হলো রাত্রিবেলা এসত্রাদা পালমা আক্রমণ এবং তারপর তার কাছাকাছি গ্রাম ইয়ারা এবং ভেগুইটাসে অবস্থিত গ্যারিসনগুলি দখল করে নেওয়া এবং সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে আসা। এইভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে একই আক্রমণে তিনটি ব্যারাক দখল করা। ফিদেল তখন সিয়েরার অন্য প্রান্তে চলে গেছেন নিজের দলবল নিয়ে, তাঁর কাছে সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানালাম। কোন জবাব পেলাম না কিন্তু ২৭শে জুলাই শুনতে পেলাম সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ২০০ জন লোক নিয়ে রাউল কাস্ত্রো এসত্রাদা পালমা আক্রমণ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন গুইলার্মো গার্সিয়া কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে, আসলে কোন যুদ্ধ সেখানে হয়নি, কারণ ব্যারাকবাসীরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন বাতিস্তা বাহিনী আমাদের গেরিলাদের তাড়া করলো, আমাদের তখন সংহত সংগঠন ছিল না বলেই একজন গেরিলা সান লোরেঞ্জের কাছাকাছি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং শত্রুদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। খবরটা শুনেই স্থির করলাম অন্য কোন ব্যারাক আমাদের আক্রমণ করা দরকার এবং যুদ্ধের আবহাওয়া বজায় রাখা দরকার।

৩০শে জুলাই লালো সার্ডিনাস তাঁর একজন পুরানো বন্ধুর সংগে যোগাযোগ করলেন। ভদ্রলোক খনি অঞ্চলে ব্যবসা করেন, নামে আরমাণ্ডো অলিভার। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে এবং জর্জ

আবিচের সংগে আলোচনা হলো আমাদের। ওদের জানালাম যে আমাদের উদ্দেশ্য মাইনাস এবং বুইচিতো আক্রমণ করা। অপরিচিতদের কাছে গোপন উদ্দেশ্য ফাঁস করা ঠিক নয়, কিন্তু লালো সার্ডিনাস এদের বিশ্বাস করতেন।

আরমাণ্ডো অলিভার জানালেন যে ক্যাসিলাস্ ঐ অঞ্চলে আসেন প্রতি রবিবার, ওখানে তাঁর একজন প্রেমিকা আছেন। সুতরাং তাড়াতাড়ি আক্রমণ চালিয়ে ক্যাসিলাস্‌কে বন্দী করার এই সুযোগ হারাতে চাইলাম না। অলিভার বললেন উনি আমাদের জন্য ট্রাকের ব্যবস্থা করবেন। পরদিন অপরাহ্ণ দু'টার সময় যাত্রা করলাম। সিয়েরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্যান্য জিনিষপত্র রেখে দিয়ে কেবলমাত্র সমরাস্ত্র নিয়ে রওনা হলাম। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে হলো আমাদের। কমরেড সান্টিএস্টেবাসের বাড়ী পৌঁছালে তিনি আমাদের একটি ট্রাক দিলেন। আরমাণ্ডো যে দু'টি ট্রাক পাঠালেন, সেগুলিও পাওয়া গেল। পুরা বাহিনীকে ট্রাকে ওঠান হলো। তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম মাইনাস গ্রামে। সৈন্যরা সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সুতরাং আসল কাজ হলো লক্ষ্য রাখা যে ওদের কেউই বুইচিতোর দিকে রওনা না হয়। পেছনের স্কোয়াডকে ভিলো একুনার নেতৃত্বে এখানে রাখা হলো, আমরা বুইচিতোর দিকে রওনা হলাম।

গ্রামে প্রবেশের মুখে কয়লাবাহী একটি ট্রাককে থামান হলো। আমাদের একজন লোককে পাঠালাম সেই ট্রাকে। তিনি দেখলেন বুইচিতোর প্রবেশপথে যে গার্ডপোষ্ট আছে সেখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে কিনা। কিন্তু কেউ সেখানে নেই, পাহারাদাররা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে।

আমাদের পরিকল্পনা সোজাসুজি। লালো সার্ডিনাস্ ব্যারাকের পশ্চিমদিক আক্রমণ করবেন, র‍্যামিরো এবং তাঁর প্লেটুন ব্যারাক অবরোধ করবেন, চিরো তার দল নিয়ে আক্রমণ চালাবেন সামনের দিক থেকে, আরমাণ্ডো অলিভার একটি গাড়ীতে করে ব্যারাকের সামনে এসে গার্ডদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবেন গাড়ীর ফ্লাড্‌লাইটের

সাহায্যে। এই সুযোগে ব্যামিরোর লোকেরা ব্যারাক আক্রমণ করবেন, প্রত্যেককে বন্দী করবেন। বোডার স্কোয়াডের ওপর ভার দেওয়া হলো রাস্তায় যে কোন গাড়ীকে অবরোধ করার, এবং উইলিয়ামকে পাঠান হলো বুইচিতো এবং সেন্ট্রাল হাইওয়ের মধ্যবর্তী সেতুটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য।

কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা গেল না। অনভিজ্ঞ লোকেরা পথের হদিস করতে পারলো না। র‍্যামিরো ত তাঁর প্লেটুনের একাংশকে রাতের আঁধারে হারিয়ে ফেললেন, তারা এসে পৌঁছল দেরি করে। গাড়ী মোটেই এলো না। আমাদের লোকগুলিকে ঠিক জায়গায় যখন দাঁড় করাচ্ছিলাম, কয়েকটি কুকুর তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো।

সতর্কভাবে এগিয়ে এলাম শেষ লোকটিকে জায়গায় দাঁড় করিয়ে। ব্যারাকের পাহারাদারও কুকুরের ডাকে উঠে এলো। মুখোমুখি হলাম আমরা, মাঝখানে দূরত্ব মাত্র কয়েক মিটার। আমার হাতে টমিগান, তার হাতে গারাণ্ড। ইজরেইল পার্দো ছিলেন আমার সংগে। আমি আদেশ করলাম—দাঁড়াও, - । লোকটা নড়ে উঠলো। আমি লোকটিকে গুলি করার জন্য ট্রিগার টিপলাম, কিন্তু কিছু হলো না। ইজরেইল পারদো গুলি চালালেন, কিন্তু তার বাইশ ক্যালিবার রাইফেলও দেখা গেল অকেজো। আমি জানি না ইজরেইল কী ভাবে বেঁচে গেল। শুধু জানি লোকটির গুলিবৃষ্টির মাঝখান দিয়ে প্রাণপণে ছুটছিলাম, এমন দৌড় জীবনে আর দ্বিতীয়বার দৌড়ইনি। পরের রাস্তার মোড়ে এসে নিজের টমিগানটাকে সারিয়ে নিলাম আমি।

যাহোক, লোকটার গুলির শব্দটাই সংকেতের কাজ করলো। আমাদের সৈন্যরা চারদিক থেকে গুলি চালাতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হলো, ওরা আত্মসমর্পণ করলো। ব্যারাকে ছিল বারজন গার্ড, ছজন আহত হলো। আমরা হারালাম একজনকে, কমরেড পেড্রো রিভেরা নামে একজন নতুন রিক্রুট, তাঁর বুকে গুলি

লেগেছিল। আর তিনজনের সামান্য আঘাত লেগেছিল। আমরা ব্যারাকগুলি পুড়িয়ে দিলাম কিন্তু তার আগে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব কিছুই ট্রাকে তুলে নিলাম। ট্রাকে উঠে চলে আসার আগে দু'জনকে বন্দী হিসাবে সংগে নিলাম একজন ব্যারাকের ডাক্তার, অন্যজন ওরান নামে গুপ্তচর।

ফেরার পথে আর একটা কাঠের সেতু উড়িয়ে দেওয়া হলো। কাজটি করলেন ক্রিস্তিনো নারানজো নামে একজন খনির শ্রমিক, তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন আরমাণ্ডো। পরে তিনি মেজর হয়েছিলেন।

আমরা লাস সিবাসে এসে পেঁাছলাম। সেখানে ছোট একটি সভা হলো আমাদের। আবিচ পরিবারেব একজন অনুরোধ জানালেন বন্দী দু'জনকে ছেড়ে দিতে। আমরা জানালাম লোক দু'টিকে বন্দী করার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে স্থানীয় লোকদের ওপর কোন দমননীতি চালান না হয়। আবিচ তবু জোর করতে লাগলেন, আমরা ওদের ছেড়ে দিলাম। সিয়েরার পথে ফেরার সময় মৃত সহকর্মীকে কববস্থ করা হলো। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ক'টি বিমান। যাতে আমাদের ওরা দেখতে না পায়, সেজন্যই একটি দোকানের সামনে থামলাম।

আলটো-ডি-ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে ট্রাকগুলি ছেড়ে দিলাম, সদ্য-পাওয়া অস্ত্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হলো। যুদ্ধে আমার ভূমিকা সবচেয়ে কম এবং সাধারণ হওয়া সত্বেও আমি নিলাম একটি ব্রাউনিং অটোমেটিক। পুরানো টমসনটিকে হস্তান্তর করে দিলাম। যাঁরা বেশি বীরত্ব দেখিয়েছেন, ভাল অস্ত্রগুলি তাঁদের দেওয়া হলো। উল্লেখযোগ্যদেব মধ্যে ছিলেন, ক্যাপ্টেন র‍্যামিরো ভালদিস এবং লেফটানেণ্ট রাউল কাস্ত্রো মারকেডার।

পাহাড়ে প্রবেশ করেই শুনলাম সারা কিউবায় অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেন্সরশিপ পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। আরও শুনলাম, সান্টিয়াগোর রাজপথের ওপর ফ্রাঙ্ক পেইসকে হত্যা করা

হয়েছে। তাঁর মৃত্যু বিপ্লবের পক্ষে চরম ক্ষতি। সান্টিয়াগো, হাভানা আর কিউবার মানুষ ধর্মঘট পালন করছেন। বাতিস্তার গুণ্ডাদের দ্বারা নিষ্পন্ন এই বর্বর কাজের ফল হিসাবে সারা কিউবার মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ফ্রাঙ্ক পেইসের মৃত্যুতে হারালাম বিপ্লবের একজন একনিষ্ঠ বীর সন্তানকে, কিন্তু এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সংগ্রামে নতুন নতুন লোকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, আমাদের সংগ্রাম এতে আরও জোরদার হয়ে উঠলো।

১৯শে আগষ্ট ফিদেলের সংগে আমাদের দেখা হলো। তারপর কয়েকদিন ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কখনো একসংগে, কখনো আলাদা আলাদা ভাবে, উদ্দেশ্য সকলে একই সময়ে যাতে পিনো ডেল আগুয়ার কাঠের কারখানার কাছে পৌছতে পারি। আমাদের কাছে যা খবর এসেছিল তাতে জানতাম ওখানে এখন কোন শত্রুসৈন্য নেই, থাকলে বা ছোট এক গ্যারিসন রয়েছে।

ফিদেলের পরিকল্পনা হলো যদি কোন ছোট গ্যারিসন ওখানে থাকে, তাদের পর্যুদস্ত করা; না থাকলে আমাদের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করার পর চিভিয়োকে অঞ্চলের দিকে যাত্রা, যেখানে বাতিস্তা বাহিনীর আগমনের জন্য আমরা অপেক্ষা করবো।

চলার পথে কয়েকটি ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। প্রথমতঃ দু'জন স্থানীয় গেরিলা দল ছেড়ে চলে গেছেন—নাম মনোলো এবং পোপো বিটন। কয়েকদিন পরে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন এবং ফিদেল তাঁদের ক্ষমা করেছিলেন। বিপ্লবের পরেই এই মনোলোর হাতে নিহত হয়েছিলেন ক্রিস্টিনো নারানজো। পরে তিনি হত্যা করেছিলেন বিপ্লবী গেরিলা পাঞ্চো টেমারোকে, অবশ্য কিছুদিন পরে কিছু সংখ্যক কৃষকের হাতে মনোলো এবং পোপো ধরা পড়েন এবং সান্টিয়াগোতে তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

অপর একজন গেরিলা রবার্তো রোড্রিগুয়েজকে আদেশ অমান্যের জন্য অস্ত্রহীন করে ফেলা হয়। রবার্তো এতে অপমানিত বোধ করে একজন সহকর্মীর রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

দু'দিন পরে চিরো রেডোণ্ডোর নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনীকে পাঠান হলো লাস সিনাস ডি বুইচিতোতে এ'অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি ঘোষণা করার জন্য। ফেরার সময় তিনি ধরে আনলেন এক ব্যক্তিকে, তিনি হলেন লিয়োনার্দো বারো, একজন নামকরা প্রতিবিপ্লবী। কয়েকদিন বন্দী থাকার পর বারো আমাদের শোনালেন তাঁর মায়ের অসুস্থতার করুণ কাহিনী। আমি ওকে বিশ্বাস করলাম, মুক্তি দিতেও রাজী হলাম সর্তাধীনে। হাভানায় পৌঁছে মাকে দেখে তিনি কোন দূতাবাসে আশ্রয় নেবেন, যুদ্ধের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং বাতিস্তা সরকারের নিন্দা করবেন। এতটায় বারো সম্মত হলেন না, বললেন তাঁর ভায়েরা যেখানে সরকারের হয়ে যুদ্ধ করছেন, সেই সরকারকে নিন্দা করা হবে নীতিবিরোধী কাজ। অবশ্য দূতাবাসে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে তিনি সম্মত হলেন। চারজন রক্ষীকে দিয়ে তাঁকে পাঠান হলো। তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হলো যে বারো যাতে পথে কারও সংগে কথাবার্তা না চালাতে পারেন, আমাদের ক্যাম্পের কথা কাউকে না বলতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যাবে বায়ামোর সীমানা পর্যন্ত, ওখানে বারোকে ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু লোকগুলি আদেশ পালন করেনি। রাস্তায় অনেক লোক তাদের দেখতে পেয়েছে এমন কি তারা একটি সভায়ও যোগ দিয়েছে। বায়ামো পর্যন্ত গেছে একটি জীপে, রাস্তায় বাতিস্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে এবং ওরা তাদের হত্যা করেছে। বারো নিজে লাস সিনাস ডি বুইচিতোতে জাঁকিয়ে বসেছেন, সানচেজ মস্কুয়েরোর সংগে যোগাযোগ করেছেন এবং আমাদের দলের সংগে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন। আমার সামান্য ভুলে কিউবার অনেকগুলি মানুষকে মাশুল গুণতে হলো।

অবশ্য বিপ্লবের অব্যবহিত পরে বারো ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসী হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরেই আমরা সান পাওলো ডি ইয়ায়োতে পৌঁছলাম। স্থানীয় লোকেরা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন ব্যবসায়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য ক'টি ট্রাকের ব্যবস্থা করলেন। ওখানে কোন শত্রুসৈন্য তখন ছিল না। এই সময় জোস্ সোটাস্ ফিদেলের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে মিয়ামিতে চলে গেলেন। সোটাস্ কিছুতেই জঙ্গলের জীবনে অভ্যস্ত হতে পারছিলেন না, দলের লোকেরাও তাঁকে পছন্দ করতো না তাঁর অত্যাচারী স্বভাবের জন্য।

১০ই সেপ্টেম্বর পিনো ডেল আগুয়াতে পৌঁছলাম। জনপদটি সিয়েরা মেস্ত্রোর একটি জংগলের মাঝখানে একটি কাঠের গুদামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ওখানে কিছু শ্রমিক ছিলেন, শত্রুসৈন্য একজনও ছিলেন না। জায়গাটি দখল করে নিলাম আমরা এবং ফিদেল স্থানীয় লোকদের কাছে নিজের পরিচয় জানালেন এই ভেবে যে ওদের কেউ না কেউ খবরটা শত্রুদের কাণে তুলে দেবে।

ফিদেলের নিজের দলকে নিয়ে তিনি প্রকাশ্যভাবেই সান্টিয়াগোর দিকে এগিয়ে গেলেন আর আমরা আত্মগোপন করে শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এমনভাবে নিজেদের লোকদের ছড়িয়ে দিলাম যে যাতে শত্রুর ট্রাক যেদিক থেকেই আসুক না কেন, আমাদের নজরে পড়বে। ইয়াও থেকে ভার্দের রাস্তার ওপরও নজর রাখলাম, পিনো ডেল আগুয়া থেকে মেস্ত্রোর দিকে যে পায়ে-চলার পথ গেছে তার ওপর নজর রাখলাম সমানভাবে যদিও ওটা ট্রাক চলাচল-যোগ্য নয়। পেছনের দিকের একটি রাস্তার ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হলো এমিজিরাসের ওপর। লালো সার্ডিনাস তাঁর স্কোয়াড নিয়ে জাপাটো অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়লেন। সাইবেরিয়ার দিক থেকে আগত শত্রুর সংগে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রইলেন চিরো রেডোণ্ডো।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম জংগলের মধ্যে একটি পাহাড়ের চূড়ার ওপর। ওখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারছিলাম।

সাতদিন ওভাবে চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। সাতদিনের দিন খবর পেলাম যে, শত্রুরা এগিয়ে আসছে। উঁচুনীচু জমির ওপর দিয়ে ট্রাকগুলি প্রচণ্ড শব্দ তুলে এগিয়ে আসছিল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রইলাম। সবচেয়ে দরকারী স্থানে রাখা হলো ক্যাপ্টেন ইগনাসিও পিরেজের সেরা গেরিলা বাহিনীকে, তাঁরাই প্রথম ট্রাকটি থামাবেন। কিন্তু শত্রুর সংগে মোকাবিলার মাত্র বিশ মিনিট আগে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে আমাদের ভিজিয়ে দিল। শত্রুরাও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আক্রমণ শুরু করার দায়িত্ব যাঁর ওপরে ন্যস্ত ছিল তিনি টমিগান চালালেন কিন্তু গুলি কারও গায়ে লাগলো না। শত্রুসৈন্যরা ভয়ানক চমকে গিয়ে আতংকিত হয়ে ট্রাক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাহাড়ের চূড়ার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল, হত্যা করলো আমাদের একজন সাহসী গেরিলা ক্রুসিস্টোকে, তিনি ছিলেন দলের কবি।

রাস্তার মোড়ে ট্রাকের তলায় একজন শত্রুসৈন্য আশ্রয় নিল এবং গুলি চালাতে লাগলো। দু'এক মিনিট পরেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলাম। বুঝলাম অনেক লোক পালিয়ে যাচ্ছে। আদেশ দিলাম তারা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে এবং লালো সার্ডিনাস ও এমিজিনাসকে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বললাম।

টাটিন নামে একজন গেরিলা চিৎকার করে বললেন - ট্রাকের তলায় ও লুকিয়ে রয়েছে, চলুন আমরা সরে পড়ি। আমি এই কাপুরুষোচিত চিৎকারে বিরক্ত বোধ করে ওর দিকে এগিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু বুঝতে দেরি হলো না যে এই সাহসের দাম দিতে হবে অনেক বেশি।

শত্রুদের ট্রাকের সংখ্যা পাঁচটি, প্রত্যেকটি সৈন্যভর্তি। এন্টনিও লোপেজ আক্রমণের পর ওদিক থেকে কাউকে আসতে দিচ্ছিলেন না, তবু একদল শত্রুসৈন্য আমাদের অগ্রগতিতে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছিল। খানিকক্ষণ পরে লালো এবং এফিজেনিও আমাদের দলের সংগে যোগ দিলেন। দু'টি ট্রাকের লোকজনসহ কিছু সংখ্যক

সৈন্য বিশৃঙ্খল ভাবে পালিয়ে গেল, অস্ত্রশস্ত্র সবই পড়ে রইলো।

কমরেড গিলবার্তো কালডেরো এই সময় আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। অন্য অঞ্চলে শত্রুদের হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি। শত্রুরা এখানে তাঁকে নিয়ে এসেছিল ফিদেলের খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্য। গুলির শব্দ শুনেই, অন্যান্য সৈন্যদের সংগে ট্রাক থেকে নেমে পড়েন তিনি এবং সরাসরি আমাদের কাছে এসে দলের সংগে যোগ দেন।

প্রথম ট্রাকটিকে ঘিরে ফেলার পর দেখলাম সেখানে রয়েছে দু'জন মৃত এবং একজন আহত সৈনিক। আহত লোকটি তখনও অজ্ঞান অবস্থায় যুদ্ধের কসরৎ করছিল। আমাদের একজন সহযোগী এই কসরৎ চিরতরে থামিয়ে দিলেন। এই বর্বরোচিত কাজের জন্য ওকে তিক্ত ভাষায় গালাগালি করছিলাম। ত্রিপলের তলায় আরও একজন আহত সৈনিক ছিল, আমার কথাগুলি কানে গেল তার। সাহস পেয়ে বেরিয়ে এলো সে এবং প্রার্থনা জানালো তাকে যেন হত্যা না করি। তার পায়ে আঘাত লেগেছিল। কেউ সামনে গেলেই সে চীৎকার করছিল—আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না। বন্দীকে মারতে চে বারণ করেছেন। যুদ্ধের পর তাকে কাঠের কারখানায় নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম।

অন্য ট্রাকগুলি দখলের জন্য আমাদের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র পেলাম অনেক। একটি অটোমেটিক বন্দুক, পাঁচটি গারাণ্ড, একটি ট্রিপড মেসিনগান এবং আর একটি গারাণ্ড যা এমিজিরাসের লোকেরা তখন হস্তগত করে ফেলেছে। এমিজিরাস এবং তাঁর দলবল ফিদেলের কলামের সংগে যুক্ত, তাই অস্ত্রের একটা ভাগ তিনি দাবী করে বসলেন। কিন্তু ওঁর সমস্ত দলটার নেতৃত্ব ফিদেল আমাকেই দিয়েছেন আমাদের সাহায্যের জন্যই। সুতরাং তাঁদের প্রতিবাদকে গ্রাহ্য না করে অস্ত্রগুলি নিজের দলের মধ্যে ভাগ করে দিলাম আমি। ব্রাউনিঙ পেলেন লোপেজ, গারাণ্ডগুলি পেলেন ইগলেশিয়াস, ভিরেলস, ওনেট এবং আরও দু'জন। তিনটি

ট্রাকই পুড়িয়ে ফেললাম, ওগুলি অকেজো হয়ে গেছে।

নিজের বাহিনীকে গুছিয়ে নেবার সময় মাথার ওপর ক'টা বিমান ঘুরে গেল, দু'চার রাউণ্ড গুলি ছুঁড়তেই পালিয়ে গেল ও'গুলি। মিনগোলো এবং কার্ডেলোকে পাঠালাম ফিদেলের কাছে, মোদ্দেয়া মার্টিনেজ গেলেন চিরোকে খবর দিতে।

কাঠের কারখানায় বসে প্রাতরাশ খাবার সময় মাথার ওপর উড়তে লাগলো বি-২৬ বিমান। ও'গুলি চলে যাবার পর সাই-বেরিয়ার পথে রওনা হবার সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম সৈন্যভর্তি আরও চারিটি ট্রাক এগিয়ে আসছে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, আমাদের সৈন্যদের অনেকে নিরাপদ অঞ্চলে সরে গেছে। বাতাসে গুলি ছুঁড়লাম দুবার। সরে যাবার সংকেত, এবং আমরা সরে গেলাম।

পিনো ডেল আগুয়ার যুদ্ধের পর, গেরিলা বাহিনীর সংগঠনকে উন্নত ও সংহত করে তোলার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম। উদ্দেশ্য হলো, আমাদের সামরিক শক্তিকে অধিকতর কার্যকরী করে তোলা।

লেফটেনান্ট লোপেজ যিনি পিনো ডেল আগুয়ার যুদ্ধে নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করেছিলেন, তাঁর পুরা স্কোয়াডসহ নিয়মরক্ষা কমিশনের সভ্য মনোনীত হলেন। এই কমিশনের কাজ তদারকি করা এবং সার্থকতা, সাধারণ নিয়মানিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা এবং বিপ্লবী নৈতিকতার দিকে সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য রীতি ও কানুন তৈরী করা! এই সময়ে কুয়ের্ভো নামে একজন দলত্যাগী, যিনি দু'মাস আগে রাইফেল নিয়ে সরে পড়েছিলেন, দলের হাতে ধরা পড়লেন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়ে গেল। ফাঁসীর কারণ শুধু দলত্যাগ ও রাইফেল চুরি নয়, বিপ্লবের নাম ভাঙিয়ে তিনি পাহাড়ী জনগণের ওপর অবাধ আধিপত্য চালাচ্ছিলেন, বাতিস্তা বাহিনীর সংগে হয়তো তাঁর গোপন যোগাযোগ ছিল।

জানতে পারলাম ফিদেল চিবিক্বিরোর ওপর আক্রমণ চালাবার

সোনাডোর অঞ্চল পরিক্রমণ শেষ করেছেন, পেলাডোরার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সংগে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। এই পেলাডোরাতেই এমন একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো যাতে নিয়মরক্ষা কমিটিকেই লুপ্ত করে দিতে হলো আমাদের। এর বিরুদ্ধে একদল গেরিলা ছিলেন যাঁরা এর কর্মসূচীকে যেন-তেন-প্রকারেন বাধা দিচ্ছিলেন। এমন অবস্থা চলতে দেওয়া স্বাস্থ্যকর নয়, একটা হেস্তনেস্ত আমাদের করতেই হবে। পেছনের দলের কিছু গেরিলা হোমদ্রিতো রোড্রিগুয়েজের নেতৃত্বে কমিশনের সংগে এমন পরিহাসের ব্যাপার ঘটালেন যে তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। দলের মধ্যে রোড্রিগুয়েজের এমনিতেই দুর্নাম ছিল, কাউকে কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেই তিনি এগিয়ে এসে ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং দু'জন সহকর্মী সমেত রোড্রিগুয়েজকে বন্দী করা হলো। এর দিন-দুই পরে জানতে পারলাম যে ফিদেল এখন আছেন এল্ জাপাটোতে। আমি তাকে অভিবাদন জানাতে গেলাম এবং এ'সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালাতে লাগলাম। দশ মিনিটও কাটেনি, র‍্যামিরো ভালদিস এসে খবর দিলেন যে লালো সার্ডিনাস্ একজন সহযোগীর নীতিভংগের ব্যাপারে রুষ্ট হয়ে তার মাথার দিকে রিভলবার তাগ্ করে ভয় দেখাচ্ছিলেন কিন্তু গুলি ছুটে যায় এবং লোকটি সংগে সংগে মারা গিয়েছে। একটুও সময় নষ্ট না করে ক্যাম্পে ফিরে এসে লালো সার্ডিনাসকে অন্তরীন করলাম। শত্রুর অভাব ছিল না তাঁর। ওঁরা একবাক্যে দাবী জানালেন যে চটপট বিচার করে তাঁর প্রতি ফাঁসির হুকুম দেওয়া হোক।

সাক্ষীসাবুদকে জেরা করতে শুরু করলাম। দু'রকমের মতামত পাওয়া গেল, কেউ কেউ বললেন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার অপরাধে সার্ডিনাস অপরাধী, আবার কেউ কেউ জানালেন ঘটনাটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা মাত্র। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ালো। কমরেড সার্ডিনাস প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা, ভয়ানকভাবে নিয়মনিষ্ঠ এবং

আত্মোৎসর্গের জন্য সতত উন্মুখ। যাঁরা ফাঁসীর দাবী জানাচ্ছিলেন তাঁদের অনেকেরই এসব গুণের একান্ত অভাব।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচার চললো। ফিদেল এলেন বিচার দেখতে। তিনি মৃত্যুদণ্ডের একান্ত বিরোধী কিন্তু সব লোকদের সংগে আলোচনা না করে কোন সিদ্ধান্ত নেবারও পক্ষপাতী নন। সাডিনাস নিজে সামান্যতম আতংকও না দেখিয়ে জোর গলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। আমার বলার পালা যখন এলো, সাডিনাসকে বাঁচাবার জন্য আমি বললাম আমরা যুদ্ধে লিপ্ত, অপরাধী যদি কেউ থাকেন তিনি হলেন স্বয়ং বাতিস্তা, নিজেদের ভুলত্রুটিকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের উচিত বাতিস্তার শাস্তিবিধানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। কিন্তু এতেও প্রতিবাদীপক্ষ টললেন না।

রাত গভীর হচ্ছিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে বিচার পর্ব চালাতে লাগলাম আমরা। ফিদেল এবার বলতে সুরু করলেন। প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন তিনি—আমাদের ভুলত্রুটির চুলচেরা ব্যাখ্যা করলেন, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি আমাদের সহযোগের অভাবকে ধিক্কার দিলেন, প্রতিদিন আমরা যেসব ভুলভ্রান্তি করছি তার বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, যে সাডিনাস যা করে ফেলেছেন তা' হলো নিয়মনিষ্ঠার খাতিরেই, ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। মোমবাতির স্বল্প আলোকে সোজা হয়ে দাঁড়ান ফিদেলের ভাবমূর্তিকে অলৌকিক মনে হচ্ছিল, তাঁর গলা আবেগে কেঁপে যাচ্ছিল, তাঁর গম্ভীর গলার আওয়াজ মন্ত্রের মতো আমাদের অভিভূত করে ফেলছিল। তাঁর মতেই শেষ পর্যন্ত সকলে সায় দিলেন। সেই জটিলতম মুহূর্তে তাঁর অসাধারণ মানসিক ক্ষমতার চরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করলাম আমরা।

কিন্তু তাঁর বাগ্মিতাও প্রতিপক্ষকে নীরব করতে পারলো না। স্থির হলো যে দু'রকমের শাস্তির ওপর ভোট নেওয়া হবে। এক সরাসরি মৃত্যুদণ্ড. দুই সামরিক পদাধিকার লোপ। ভোট গণনা করার ভার নিলাম আমি, হৈ-চৈ ও গণ্ডগোল সমানে চলতে লাগলো, কেউ কেউ দু'বার ভোট দিতে লাগলেন। সুতরাং ভোটের ব্যাপারটা

আবার সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে ছোট একটা খাতায় মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট নিয়ে ভোট টুকে নিতে লাগলাম। সকলে দাবী করলেন যে ফলাফল এখনি জানিয়ে দেওয়া হোক। ভোট গুণে দেখা গেল উপস্থিত ১৪৬ জন গেরিলার মধ্যে সত্তর জন ভোট নিয়েছেন মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে, ছিয়াত্তর জন বিপক্ষে। সাডিনাসের জীবন কোন রকমে রক্ষা পেল।

কিন্তু ব্যাপারটির এখানেই সমাপ্তি ঘটলো না। পরদিন প্রতি-পক্ষদের একদল জানালেন যে গেরিলা বাহিনী পরিত্যাগ করে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এঁদের দলে সন্দেহজনক চরিত্রের কিছু লোক থাকলেও ভাল ছেলেও জনকয়েক ছিলেন। আরও আশ্চর্য যে নিয়ম-রক্ষা কমিশনের প্রধান এণ্টনিও লোপেজ এবং তাঁর স্কোয়াডের অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে বিপ্লবী বাহিনী ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধি ক্রমশঃই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। কৃষিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং সামাজিক রীতির বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম অনেকেই। কিন্তু এঁরা ছাড়াও দলে অনেকে ছিলেন যাঁরা এ্যাডভেঞ্চারের লোভে যোগ দিয়েছিলেন, বিপ্লবীরা সফল হলে অনেক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যাবে—এমন বিশ্বাসও তাঁদের ছিল। আর, তখন পর্যন্ত, ওঁরাই দলে ভারী ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সরে পড়লো। লালো সাডিনাসকে সামরিক পদাধিকার থেকে বিচ্যুত করা হলো, ভবিষ্যতে যুদ্ধে তিনি যোগ দেবেন একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে। সাডিনাসের বদলে ফিদেল আমাকে দিলেন তাঁর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গেরিলাকে—ক্যামিলো সিয়েনফুগোস। আমাদের এ্যাডভান্স গার্ডের ক্যাপ্টেন হলেন ক্যামিলো।

আরও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের তখনি করতে হবে। একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বিপ্লবীদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিয়ে সিয়েরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবাধ রাহাজানি চালিয়ে যাচ্ছিল। নানারকম অপরাধ করছিল ওরা। ওদের শায়েস্তা করা

দরকার। আমাদের কলামে যোগ দিয়ে ক্যামিলোর প্রথম কাজ হলো এ'সব অবাঞ্ছিত লোকদের পাকড়ানো এবং তাদের শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করা।

তখন সিয়েরার অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে আমরা মুক্ত অঞ্চল তৈরী করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের শাসন ব্যবস্থা জোরালো হয়ে ওঠেনি এবং বিপ্লবের নাম দিয়ে এ'সব গুণ্ডারা নির্বিবাদে অত্যাচার এবং নানা ধরণের অপরাধ করে যাচ্ছিল। সিয়েরার রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত টালমাটাল, জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বোধশক্তি জেগে ওঠেনি, উপরন্তু আশে পাশে শত্রুসৈন্যের উপস্থিতির আতংক তাদের নিত্যনিয়ত শংকিত করে তুলেছিল।

শত্রুরা'ও নিজেদের শক্তি সংহত করছিল। এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল যে সিয়েরার ওপর তারা ব্যাপক অভিযান চালাতে প্রস্তুত হচ্ছে। এ'অঞ্চলের জনগণের ভীতির তাই প্রকৃষ্ট কারণ। অস্থির-মতি লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছিল আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য। লা সিনাস ডি বুইচিতোয় হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন সানসেজ মসকুইরো। নতুন অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন তিনি।

এ'সব সত্বেও এল্ হোমব্রিতোয় আমরা মুক্ত রাজ্য স্থাপনের বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করছিলাম। এমনকি সিয়েরার বুকে একটি কার-খানা স্থাপনেও অগ্রণী হয়েছিলাম। গেরিলা বাহিনীর শিক্ষণ কেন্দ্রও তৈরী হয়েছিল এল্ হোমব্রিতোয়। তরুণরা দলে দলে আসছিলেন গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে এবং তাঁদের রাখা হচ্ছিল একদল স্থানীয় অথচ আমাদের একান্ত বশংবদ একদল কৃষকের তত্বাবধানে। এদের নেতা এরিষ্টিডিনো অনেকদিন ধরেই দলের সংগে যুক্ত থাকলেও পাঁজর ভেঙে যাবার অজুহাতে যুদ্ধ থেকে সরে গিয়েছিল এবং আবার যোদ্ধাদের সংগে যোগ দেবার কোন সদিচ্ছা তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। এরিষ্টিডিনো হলো এমন লোকদের একজন, বিপ্লবের উদ্দেশ্য না বুঝেই যারা আমাদের সংগে যোগ দিয়েছিলো। হাওয়া কোনদিকে বইবে তা উপলব্ধির জন্য অপেক্ষা করেছিল সে এবং মাত্র কয়েক

পেসোর বিনিময়ে নিজের রিভলবারটি বিক্রি করে দিয়েছিল। অন্যদের সে বলে যাচ্ছিল যে এমন হদ্দ বোকা সে নয় যে গেরিলারা সরে যাবার পর সরকারী বাহিনীর হাতে সে মার খাবে। তাই সরকারী বাহিনীর সংগে যোগাযোগ করছে সে। এ'সব খবর আমার কানে এলো নানাদিক থেকে। আমাদের সময় কাটছিল বিপদের মধ্যে। অনুসন্ধান চালালাম আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং এরিস্টিডিনোকে ফাঁসী দেওয়া হলো।

আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো লস কোকোস এর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিদেলের বাহিনীর সংগে যুক্ত হয়ে "এল চিনো" চাঙ-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি গুণ্ডা দলের শাস্তিবিধান। কারাকাস অঞ্চলে চাঙ ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছনোর আগে ক্যামিলো জনকয়েক গুণ্ডাকে বন্দী করেছিলেন। দশদিন ধরে অভিযান চালিয়ে চাঙকে গ্রেপ্তার করলাম এবং তার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। চাঙ বিপ্লবের নামে ওই অঞ্চলে লুটপাট করছিল এবং খুন-জখমও করছিল। আরও একজন চাষীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলাম আমরা! লোকটি জানায়, সে বিপ্লবীদের "দূত" এবং এই পরিচয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে সে একটি নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। চাঙের দলে ছিল শহর ও পল্লী অঞ্চল থেকে আগত অনেকগুলি তরুণ, তাদের গ্রেপ্তার করলেও বিচারের পর অনেককেই ছেড়ে দিলাম আমরা। শুধু তিনজন যুবকের ওপর এমন একটা পরীক্ষা চালালাম যাতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাদের চোখ বেঁধে দিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে লাগলাম যাতে তাদের মনে হয় সে আমরা ওদের হত্যা করতে যাচ্ছি। পরপর তিনবার হাওয়ায় গুলি চালালাম আমরা, গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও ছেলেরা বুঝলো যে ওরা বেঁচে রয়েছে। ওদের একজন ত আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার আবেগে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুম্বন করে বসলো।

ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এণ্ড্রু-সেন্ট্ জর্জ নামে একজন সি.

আই. এ. এজেন্ট। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি "লুক" কাগজে একটি রচনা প্রকাশ করেন—এবং বছরের সবচেয়ে চমকপ্রদ রচনা বলে বিবেচিত হওয়ায় একটি পুরস্কার পান।

এই তিনটি ছেলে বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দেয় এবং পরে অত্যন্ত সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সংগে কর্ত্তব্য পালন করে। একজন ছিল আমার দলে, পুরানো দিনের অভিজ্ঞতার গল্প বলার সুযোগ পেলেই সে বন্ধুদের বলতো—এ কথা সত্যি যে মৃত্যুভয়ে আমি কখনো ভীত হইনি। চে হলেন আমার সাক্ষী।

এ'সব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার পর মুক্ত অঞ্চলে বিপ্লবী শাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজে ব্যাপৃত হলাম আমরা। এল্ হোম-ব্রিতোতে ফিরে এলাম। আমাদের কলামকে তিন প্লেটুনে ভাগ করা হলো। এ্যাড্ভান্স গার্ডের নেতৃত্ব ক্যামিলোর ওপর, সংগে চার জন লেফটেনান্ট: অরেস্টেস্, বোল্ডো, লিইভা এবং নোভা। দ্বিতীয় প্লেটুনের নেতৃত্ব অর্পিত হলো ক্যাপ্টেন রাউল কাস্ত্রো মারকেডারের ওপর; তাঁর লেফটেনান্ট হলেন আলফান্সো দায়াস, অরলান্দো পুপো এবং পাবলো ক্যাবরেরা। র‍্যামিরো ভালদিস্ রইলেন আমাদের ছোটো-খাটো স্টাফ হেডকোয়ার্টারের নেতৃত্বে: সহযোগী জোয়েল ইগলেসিয়াস। জোয়েলের বয়স তখনও সতের পুরো হয়নি, তার অধীনে ত্রিশ বছরেরও বেশি বয়স্ক লোক আছেন। রিয়ার গার্ড প্লেটুন পরিচালনা করছেন চিরো রোড্রিগুয়েজ, সাহায্যকারী ভিলো একুনা, ফেলিক্স রেয়েস, উইলিয়াম রোড্রিগুয়েজ এবং কার্লস মাস।

১৯৫৭ সালের অক্টোবরের শেষাশেষি আমরা এল্ হোমব্রিতোতে জাঁকিয়ে বসলাম। আমাদের অধীনস্থ অঞ্চল রক্ষার জন্য একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও তৈরী করলাম আমরা। হাভানা থেকে সম্প্রতি আসা দু'জন ছাত্রের সহায়তায় এল্ হোমব্রিতো নদীর ওপর একটি জলবিদ্যুৎ তৈরীর কেন্দ্রও স্থাপন করতে উদ্যোগী হলাম আমরা। একটি সাময়িক পত্রও প্রকাশ করলাম। প্রথম সংখ্যার—

সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে নাম প্রকাশিত হলো ছাত্রদ্বয়ের লিওনেল রোড্রিগুয়েজ এবং রিকারদিতো মেডিনা।

একটি কারখানাও তৈরী করলাম আমরা এবং স্থানীয় একটি বোহিওতে সেটার পত্তনী করা হলো। '২৬শে জুলাই দলে'র—একটি বিরাট পতাকা তৈরী করলাম, তার ওপরে লেখা হলো—"শুভ ১৯৫৮"। এল্ হোমব্রিতোর উচ্চতম উপত্যকায় ওটিকে টাঙানো হলো—যাতে অনেকদূর থেকেই ওটা নজরে পড়ে, এমনকি লা মিনাস্ ডি বুইচিতো থেকেও। ইতিমধ্যে পুরো অঞ্চলটা ঘুরে দেখলাম, আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলাম। সংগে সংগে সান্‌সেজ মস্‌কুইরোর সংগে মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম—যে সব রাস্তা ধরে তিনি এগোতে পারেন সেগুলির পাশে পরিখা খনন করে সুরক্ষিত করে তুললাম।

মার ভার্দে যুদ্ধের পরের দিনগুলি কাটলো অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মধ্যে। অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত সামরিক শক্তি তখনও আমাদের নেই, শত্রুদের ঘিরে ফেলা অথবা বিভিন্ন ফ্রন্টে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তিও আমরা অর্জন করতে পারিনি। সেজন্যই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাকা করে তোলার কাজে এবং হোমব্রিতো উপত্যকায় অবস্থানকে সুদৃঢ় করার কাজে আমরা আত্মনিয়োগ করেছিলাম। মার ভার্দে থেকে এই উপত্যকার দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার। আমাদের কাছে পৌঁছবার চারদিকের রাস্তা সুরক্ষিত করলাম, শত্রুরা যাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবার সুযোগ না পায় তার জন্য অবিরাম পাহারার ব্যবস্থা করলাম।

সবচেয়ে ভারী ও বড় অস্ত্রগুলি রাখলাম লা মেসা অঞ্চলে, পোলো টোরেসের বাড়ীতে। আহত গেরিলাদেরও সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জোয়েল ইগলেসিয়াস, হাঁটতে পারছিলেন না তিনি, আঘাত লেগেছিল পায়ে।

সান্‌সেজ মস্‌কুইরোর সেনাবাহিনী তখন সান্তা এনাতে ঘাঁটি গেড়েছে, অন্যান্য বাহিনীগুলি ক্যালিফোর্ণিয়া রোড ধরে—অজ্ঞাত

স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মার তার্দে যুদ্ধের চার পাঁচদিন পরে —পুনরাক্রমণের সংকেত পাওয়া গেল। সান্‌সেজ মস্‌কুইরোর বাহিনী সোজা সড়ক ধরেই এগোচ্ছিল, যা সান্তা এনা থেকে এল্‌ হোমব্রিতোর দিকে এসেছে। নিজেদের বাহিনীকে সতর্ক করে দিলাম এবং তারা আত্মগোপন কেন্দ্র তৈরী করে মাইন্‌স্‌ বসালো খানিকক্ষণ পরেই আমাদের গার্ডপোস্ট থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল।

এলটস্‌ ডি কনরেডোতে যে স্থান আমরা বেছে নিয়েছিলাম, তা সুরক্ষিত করে তোলা আমাদের সামান্য অস্ত্রশস্ত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং পরিখা খননও তেমন ভাবে আমরা করিনি। শত্রুরা এগিয়ে আসার সময় আত্মগোপনকারী গেরিলারা বিপদে পড়বে— এই আশংকায় আমরা তাদের সরিয়ে নিলাম। ওখানে আমাদের লোক কেউই রইলো না।

ধীরে ধীরে এলটস্‌ ডি কনরেডোর রাস্তার ওপর আমরা উঠে এলাম, রাস্তাটা গেছে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে, ওখানে একটি মাত্র গুয়াজিরোর বাস, নাম কনরেডো। লোকটি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছে। তার বাড়ীটি তখন পরিত্যক্ত, আত্মগোপনের চমৎকার জায়গা। ওখানে পৌঁছবার জন্য রয়েছে মাত্র সরু সরু তিনটি পথ, চারপাশে আগাছার ঘন জংগল। এ ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটাই এবড়ো খেবড়ো পাথরে ভর্তি, খাড়াই পাহাড়ের চূড়া, যা' পেরোতে যাওয়া একান্ত বিপজ্জনক।

একটি জায়গায় কতকগুলি গাছ পড়ে আছে, রাস্তা চওড়া হয়েছে। সান্‌সেজ মস্‌কুইরোর আক্রমণ প্রতিরোধ করার এটাই প্রশস্ত স্থান। প্রথম দিন আমরা দু'টি বোমা স্থাপন করলাম, তার ফিউজ দু'টি টেনে নিয়ে গেলাম কাছাকাছি অবস্থিত একটি কুঁড়েঘরের ভেতরে রাখা চুল্লীর মধ্যে। এটি একটি সহজ ফাঁদ, আমরা সরে যাবার পর শত্রুরা এই ঘরে ঢুকে হয়তো চুল্লী ব্যবহার করবে। অথচ ছাইয়ের মধ্যে ঢাকা রয়েছে বোমা দু'টি। ওদিকে কনরেডোর

উঁচু মালভূমি থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত রইলাম। তিনদিন ওখানে অপেক্ষা করলাম, দু'চোখ খুলে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক পাহারায় রইলাম। বছরের এই সময়ে, অতটা উঁচু জায়গায় রাত্রি ভীষণ ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে। স্বীকার করা ভাল, যে এমন দৃঢ়চিত্ততা আমাদেব গেবিলা বাহিনী তখনও অর্জন করতে পারেননি।

আমাদের নিজেদের মুদ্রণ-যন্ত্রে বাতিস্তা বাহিনীর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আমরা একটি প্রাচীরপত্র ছাপিয়ে নিলাম। উদ্দেশ্য হলো যে বাস্তা ধরে ওরা আসবে তাব দু'পাশেব গাছে গাছে এগুলি টাঙিযে দেব। ডিসেম্বরেব আট তারিখে, আমাদেব অবস্থান থেকে আমবা শত্রু-সৈন্যের চড়াই ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদেব থেকে দু'-তিনশ' কিলোমিটার নীচে শত্রুবা নেমে গেল। আমবা একজনকে পাঠালাম গাছে গাছে প্রাচীরপত্র সেঁটে দেবার জন্য। তিনি হলেন কমরেড লুই ওলাজাবাল। নীচে উত্তেজিত কথা কাটাকাটি চলছে শুনতে পেলাম। আমি পবিষ্কার শুনতে পেলাম একজন অফিসার হুকুম দিলেন—সামনের দিকে এগিয়ে চলো। অন্য সৈনিকটি ক্রুদ্ধ গলায় তা' কবতে অস্বীকৃতি জানাল। কথা কাটাকাটি বন্ধ হবার পব সৈন্যরা এগিয়ে আসতে লাগলো।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, গাছের আড়ালে আত্মগোপন করতে করতে শত্রুরা এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই মনে হলো এই অবস্থায় প্রাচীবপত্রের মারফৎ নিজেদেব অবস্থানের কথা ওদেব জানানো উচিত হবে না। লুইকে সবে আসতে বললাম, প্রাচীর পত্র উঠিয়ে নিয়ে। তার হাতে সময় ছিল মাত্র কযেক সেকেণ্ড, কারণ প্রথম শত্রুসৈন্যটি ত্বরিৎ গতিতে এগোচ্ছিল।

যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল সোজাসুজি। আমরা ভেবেছিলাম, শত্রুরা যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে, একটি সৈন্যকে প্রথমেই পুরোপুবিভাবে দেখতে পাবো আমরা। সেই লোকটির মৃত্যু অবধারিত। বিরাট একটি গাছের আড়ালে ক্যামিলো তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

তাঁকে যেই পেরিয়ে আসবে সৈন্যটি ক্যামিলো তার ওপর নিজের টমিগানের গুলি চালাবেন, এক মিটারেরও কম দূরত্বের মধ্যে।

দু' পাশের জংগলে যে সব গেরিলাকে আমরা রেখেছি, তাঁরা গুলিবৃষ্টি সুরু করবেন। ক্যামিলো থেকে দশ মিটারের মধ্যে রয়েছেন লেফটেনাণ্ট ইব্রাহিম এবং আরও কেউ কেউ, যাতে সামনে এগিয়ে আসা শত্রুকে আক্রমণ করতে পারেন এবং ক্যামিলোকে আঘাত করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আমি ছিলাম প্রায় বিশ মিটার দূরে, একটি গাছের আড়ালে, যাতে আমার মাত্র অর্দ্ধেকটা ঢাকা পড়েছিল। সৈন্যরা যে পথে এগিয়ে আসছিল সেদিকেই তাক করা ছিল আমার রাইফেল। আমাদের পক্ষে প্রথমে শত্রুকে অবলোকন করা সম্ভব নয়, কারণ আমরা খানিকটা খোলা জায়গায় ছিলাম বলে শত্রুদের কাছে নিজেদের প্রকাশ্য করে তোলার ঝুঁকি নিচ্ছিলাম না। ক্যামিলোর গুলির জন্য অপেক্ষা করে থাকার নির্দেশ ছিল। তবু নিজের প্রচারিত আদেশ নিজেই ভেঙে আমি গলা উঁচু করে দেখতে লাগলাম। যুদ্ধের আগের স্নায়বিক উত্তেজনা আমার নিজের পক্ষেই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। দেখলাম, একটি সৈন্য এগিয়ে আসছে। সংগে সংগেই আত্মগোপন করে যুদ্ধারম্ভের অপেক্ষা করতে লাগলাম। বন্দুকের একটি শব্দের সংগে সংগে চারিদিক থেকেই গুলি চলতে লাগলো। বুঝতে দেরি হলো না যে প্রথম গুলির শব্দ ক্যামিলোর কাছ থেকে আসেনি, প্রথম গুলি ছুঁড়েছেন ইব্রাহিম, স্নায়বিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই গুলি ছুঁড়েছেন তিনি, তারপর অন্যান্য বন্দুক থেকে গুলি নির্গত হচ্ছে। যেখানে আমাদের প্রত্যেকটি গুলি মৃত্যুঘাতী হতে পারতো, সেখানে আমরা অগোছালোভাবে গুলি ছুঁড়েছিলাম আর শত্রুরাও লক্ষ্যহীনভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলো। কয়েক মিনিট পরে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেকখানি পিছিয়ে গিয়ে শত্রুর গোলাগুলি ফাটতে লাগলো।

হঠাৎ কেমন তিক্ত একটা অনুভূতি আমার সারাদেহে ছড়িয়ে পড়লো, যেন শরীরের মধ্যে পোড়া লাগছে। বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে আমার, বাঁ পাটা ছিল অরক্ষিত স্থানে। রাইফেল থেকে সংগে সংগে গুলি ছুঁড়লাম। আঘাত পাবার সংগে সংগে দেখতে পেলাম ঝোপঝাড় ভেঙে কয়েকজন লোক আমার দিকে ছুটে আসছে। রাইফেল আর কোন কাজে আসছিল না, মাটিতে পড়ে যাবার সময় পিস্তলটিও হাত থেকে পড়ে গেছে। ওটা আমার শরীরের নীচে চাপা পড়েছে, নিজেকে টেনে তোলার উপায় নেই কারণ তাহলে নিজেকে শত্রুর গুলির দিকে প্রকাশ্য করে তুলতে হবে। বিরক্তির তাড়নায় গড়িয়ে গেলাম এবং তাতে পিস্তলটিকে হাতের মুঠোয় নিতে পারলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেলাম আমাদেব দলের একজন লোক আমার কাছে এসে পড়েছেন। আমরা তাকে ডাকি "ক্যান্টিস্ ফ্ল্যাস্" বলে, আসল নাম ওনেট। বেদনা ও যন্ত্রণার সে সব মুহূর্তে ওনেট বললেন, তিনি সরে যাচ্ছেন কারণ তার রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছে। ওঁর হাত থেকে রাইফেলটি কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। রাইফেলটি আটকে গেছে, ওর ট্রিগার সরে গেছে বলেই। ঠিক করে দিয়ে ওর হাতে রাইফেলটি ফেরৎ দিতে দিতে তীক্ষ্ণ গলায় গাল দিলাম—তুমি একটি বোকা বৃষভ ওনেট। শুনেই ওনেট রাইফেলটি নিয়ে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাছের আড়াল থেকে সরে গিয়ে নিজের বন্দুকটিকে খালি করতে লাগলেন। সাহসের পরিচয় দিতে লাগলেন তিনি। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, শত্রুর একটি গুলি তার বাম বাহু ভেদ করে চলে গেল। সুতরাং আমরা দু'জনেই আহত, শত্রুর গুলিবৃষ্টির মধ্যে পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব। একমাত্র উপায় হলো হামাগুড়ি দিয়ে কাটা গাছগুলির গুঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নেওয়া, তার পর সেগুলির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া। আমাদের অন্যান্য লোকেরা কোথায় রয়েছে তা' জানারও কোন উপায় তখন নেই। ওনেট মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন এতটা করার ঠিক পরেই। দারুণ

যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি লড়তে পারছিলাম এবং অন্যরা যেখানে রয়েছেন সেখানে পৌঁছে ওঁদের সাহায্য চাইলাম।

জানি, শত্রুদের কেউ কেউ নিশ্চয় মারা পড়েছে তবে ক'জন তা জানা নেই। আমাদের মধ্যে আহত আমরা দু'জন। পোলো টোরেসের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম আমরা। যুদ্ধ যখন শেষ হলো, উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলো, আমার যন্ত্রণা আরও বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো। হাঁটা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। অর্দ্ধেক পথ কোন রকমে এসে আমি একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম এবং আমাদের অস্থায়ী বাসস্থানে এসে পৌঁছলাম। ওনেটকে হ্যামকের স্ট্রেচারে করে আনা হলো।

গুলিচালনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, শত্রুরা কনরেডো মালভূমি অধিকার করে ফেলেছে। ওরা কতটা এগিয়েছে তা' দেখার জন্য পাহারাদার পাঠালাম। সংগে স্থানীয় কৃষকদের গৃহত্যাগের ব্যবস্থা কবতে লেগে গেলাম। অবস্থাটা জানিয়ে ফিদেলের কাছে দীর্ঘ চিঠি পাঠালাম আমি।

র‍্যামিরো ভালডিস্-এর অধীনস্থ সৈন্যদের আমি ফিদেলের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলাম। আসল ব্যাপার হলো, আমাদের বাহিনীর লোকদের মধ্যে পরাজয়ের মনোভাব জেগে উঠেছিল, তাই সবচেয়ে কম সংখ্যক লোক নিয়ে ওখানে অবস্থান করাই সংগত মনে করলাম যাতে আত্মরক্ষার জন্য সহজে নড়াচড়া করা যায়।

যুদ্ধের পরের দিন সমস্ত অঞ্চল জুড়ে আপাত শান্তি নামলো। শত্রুরা কি মতলব আঁটছে তা' জানার জন্য আমি লিয়েনকে পাঠালাম। তাতে জানা গেল যে তারা সৈন্যসামন্ত, যন্ত্রপাতি নিয়ে এ' অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে। লিয়েন কনরেডোর বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিলেন কিন্তু কোন সৈন্যের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর ঐ অঞ্চল পরিদর্শনের প্রমাণ স্বরূপ বোহিওর চুল্লীর মধ্যে স্থাপন করা একটি বোমাও উদ্ধার করে আনলেন তিনি।

বাহিনী পরিদর্শনের সময় ধরা পড়লো যে কমরেড গাইল

পার্দোর বন্দুকটি হারিয়ে গেছে। তিনি তাঁর বন্দুকটি বদল করে নিয়েছিলেন কিন্তু পশ্চাদপসরণ করার সময় দ্বিতীয়টি নিয়ে চলে এসেছেন। গেরিলাদের পক্ষে এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর প্রতিকার হলো ছোটোখাটো একটি অস্ত্র সম্বল করে অপরাধীকে যেতে হবে শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করে আনতে অথবা অন্য একটি বন্দুক ছিনিয়ে আনতে। আদেশ শুনে গাইলকে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যেতেই হলো। ঘন্টা কয়েক পরে যখন ফিরে এলো তার মুখে হাসি, হাতে নিজের ফেলে আসা বন্দুক। রহস্যটি এতে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যেখানে পরিখা খনন করেছিল সেখান থেকে শত্রুরা একপা-ও এগিয়ে আসেনি। প্রত্যেক দলই নিজেদের দিকে সরে এসেছে, তাই গাইল যেখানে বন্দুক রেখেছিলেন সেখানে কোন শত্রুর পদচিহ্ন পড়েনি। বন্দুকটি সেখানেই পড়েছিল।

সিয়েরার অভ্যন্তরে শত্রুর অনুপ্রবেশের এটাই অন্তবিন্দু। এই অঞ্চলে এর বেশি গভীরে আর ওরা আসেনি। এল্ হোমড্রিতোর চারদিকে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কুঁড়েঘরের দৃশ্য ছড়িয়েছিল। ওগুলিই হল সান্‌সেজ মস্‌কুইরোর অপসরণের চিহ্ন।

দু'একদিনের মধ্যে আমার আহত পায়ের মধ্যে খুর চালিয়ে কমরেড ম্যাকাডিটো একটি বুলেট বের করে আনলেন। অস্ত্রোপচারের পর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম।

সান্‌সেজ মস্‌কুইরো যাবতীয় জিনিষপত্র যতদূর সম্ভব সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার থেকে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে আর এ' অঞ্চলে পা দেবার কোন পরিকল্পনা তাঁর নেই।

সিয়েরা মেস্ত্রোর জংগলাকীর্ণ অঞ্চলের জীবনযাত্রার মধ্যে তখন প্রবলতম অনুভূতি ছিল আতংক। সংগ্রামের প্রথম দিকে স্থানীয় কৃষকরা আমাদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তার কারণ তাঁদের ওপর সরকার এবং সরকারের তল্পি-বাহক জমিদার এবং ভূস্বামীদের যুগযুগ ধরে অকথ্য অত্যাচার। কৃষকরা স্বাধীনতার

প্রত্যাশী যে স্বাধীনতা জমির ওপর তাদের অধিকার কায়েম করে তুলবে। কিন্তু বাতিস্তা বাহিনীর আগমন ভয়ংকর সন্ত্রাসের কারণ হয়ে উঠলো। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল গুয়াজিবোদের ওপর অত্যাচার চালাতে লাগলো তারা। ফলে দলে দলে কৃষক প্রাণভয়ে ভীত হয়ে গৃহত্যাগ করতে লাগলো। আমাদের সংগে ওদের সম্পর্কও জটিল হয়ে উঠলো। আমাদের দেখতে পেলেই ওরা আতংকে ভীত হয়ে যেতো, ভাবতো আমাদের সূত্র ধরেই সরকারী বাহিনীর অচিরাৎ আবির্ভাব হবে এবং তাদেব ওপর অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসবে। অপর পক্ষে আমরাও তাদের বিশ্বাস করতে পাবতাম না, মনে হতো ওদেবই কেউ কেউ গুপ্তচবেব কাজে লিপ্ত বযেছে। পাবস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস বোধের অভাব দু'পক্ষকেই আতংকিত করে তুলেছিল।

বাতিস্তা সরকাবও ঘোষণা কবলেন যে হাজার হাজার গুয়াজিরো পবিবাবকে সিয়েবা থেকে উঠিযে নিযে শহর অঞ্চলে বাসস্থান দেওয়া হবে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন শক্তিমান এবং দৃঢ়চিত্ত মানুষেরা, বিশেষ কবে তরুণবা। শহবে গিয়ে দাসত্বের জীবনকে মেনে নেওয়ার চেয়ে স্বাধীনতাব জন্য যুদ্ধ করাটাকেই তাঁরা শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু কিউবাব ইতিহাসে এই পুনর্বাসন হলো জঘণ্যতম অপরাধের নজীব। হাজাব হাজার পুরুষ, নারী এবং শিশু তাদেব বাসস্থান ত্যাগ কবে শহবের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজিব হতে লাগলো। প্রথম বার এই অত্যাচাব চালিয়েছিলেন স্পেনীয় উপনিবেশের সেনাপতি উয়েলার, এবার এই অপবাধেব হোতা হলেন ফালজেনসিও বাতিস্তা, ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে ঘৃণ্য হত্যাকাবী ও বিশ্বাসঘাতক।

পুনর্বাসিত কৃষকবা ভুগতে লাগলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ, মহামারী আর মৃত্যুতে। শিশুরা মারা যেতে লাগলো খাদ্য আর চিকিৎসার অভাবে। ওখান থেকে কয়েক পা দূরেই ছিল তাদের বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে প্রচুর উপকরণ। শেষ পর্যন্ত বাতিস্তা সরকারকে সিয়েরা কৃষকদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী বাতিল করতে

হয়েছিল। কিউবার জনগণের প্রতিবাদ আর বিপ্লবীদের পর্যুদস্ত করার অক্ষমতার জন্য। আবার তাঁরা ফিরে এলেন জন্মভূমিতে কিন্তু রুগ্ন, দরিদ্র আর অসহায় অবস্থায়। এর আগে তাঁদের ওপর চলেছে বাতিস্তা বাহিনীর অত্যাচার, তাঁদের ঘর দোর পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁরা আরও জঘন্য, আর অমানুষিক, আরও বর্বর ব্যবহার পেলেন বাতিস্তা সরকারের কাছ থেকে, তুলনায় যা স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের হার মানিয়ে দেয়। কৃষকরা ফিরলেন স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—মৃত্যু অথবা জয় পর্যন্ত সংগ্রাম চালাবেন তাঁরা, মৃত্যু অথবা স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত বিদ্রোহীর ভূমিকায় অচল অনড় থাকবেন।

আমাদের ছোটোখাটো গেরিলা বাহিনী এই নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ কৃষকদের সহায়তা পেলেন বিনাসর্তে। আমরাও তখন জয়ের পথে এগিয়ে চলেছি, আমাদের মধ্যে জন্ম হয়েছে নতুন প্রেরণার, নতুন উৎসাহের। কৃষকদের সহায়তা ও সাহচর্য আমাদের মধ্যে জন্ম দিল এক অজেয় গেরিলা বাহিনীর।

কৃষকরা বিপ্লবের পথকে বেছে নিলেন। যুদ্ধ যন্ত্রণাদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু বাঁচার শপথ পূরণ করতে হলে তা'ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা খোলা নেই। কৃষকরা যখন এ তত্ব হৃদয়ংগম করতে পারলেন অনাগত বিপদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে তাঁদের আগ্রহের অন্ত রইলো না। ছেড়ে যাওয়া জমিতে একে একে তাঁরা ফিরে এলেন, গৃহপালিত পশুগুলিকে হত্যা করা বন্ধ করলেন, বর্বর মেশিনগানের আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং প্রত্যেক পরিবারই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা তৈরী করলেন। যুদ্ধাঞ্চল থেকে সাময়িক ভাবে সরে যাওয়াতে রপ্ত হয়ে গেলেন তাঁরা, পরিবার, গবাদি পশু এবং অন্যান্য জিনিষপত্র সংগে নিয়ে যেতে লাগলেন, পেছনে পড়ে থাকলো শুধু তাঁদের পরিত্যক্ত ঘরগুলি। শত্রুরা দুরন্ত ক্রোধে সেগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে লাগলো। আবার সেই ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে সেখানেই নতুন করে ঘর বাঁধতে অভ্যস্ত হলেন তাঁরা,

মুখে তাঁদের নালিশ নেই কিন্তু শত্রুর প্রতি গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষে অন্তর তাঁদের ভরপুর, জয়লাভের প্রচণ্ড আগ্রহে তাঁরা দৃঢ়চিত্ত।

বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য বাতিস্তা সরকার যখন সিয়েরায় খাদ্যদ্রব্য আমদানীর সব পথ রুদ্ধ করে দিলেন, কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের তৈরী করা সমবায় পদ্ধতিতে গৃহপালিত পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন, সেগুলিকে সরিয়ে নিলেন সুরক্ষিত ও নিরাপদ অঞ্চলে, ঘাসের জমি এবং খচ্চরগুলিকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন।

বিপ্লবের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান। ব্যক্তিগত মালিকানা ও স্বার্থরক্ষায় অভ্যস্ত মানুষগুলিও যুদ্ধের পটভূমিকায় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সর্বসাধারণের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিতে লাগলেন। কিন্তু এর চেয়েও গভীরতর এবং আশ্চর্যজনক জিনিষ ছিল, মুক্ত অঞ্চলের মধ্যে নিজেদের সুখের অস্তিত্বকে কিউবার কৃষকরা পুনরাবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। গেরিলা বাহিনীকে আনন্দোচ্ছল ভাবে তাঁরা নিজেদের গৃহে স্থান দিচ্ছিলেন, আত্ম-বিশ্বাসের হাসিতে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিল আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য, কিউবার প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করে তোলা। এই বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যে গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের মৌল অধিকার চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত। মুক্তির নিদর্শন হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষ তার হাসিখুশি উচ্ছল জীবনবোধের মধ্যে ফিরে যাবেন, এটাই ছিল আমাদের বিপ্লবের প্রধানতম আদর্শ।

আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামের দু'টি প্রধান দিক ছিল। প্রথমটি হলো সিয়েরার দিক অর্থাৎ আমরা যা' করে যাচ্ছিলাম, ফিদেল কাস্ত্রো যাদের অদ্বিতীয় নেতা। দ্বিতীয় দিক হলো শহরে শহরে আন্দোলন যার মূল লক্ষ্য হলো অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়ে বাতিস্তা শাসনকে দুর্বল করে ফেলা এবং এমন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে বাতিস্তা সরকার শাসন ক্ষমতা বিদ্রোহীদের

হাতে হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই দুই দলের কার্যকলাপের কোন সংগতি যেমন ছিল না, তেমনি নীতিগত দিক থেকে দু'দলের মধ্যে মতৈক্য ছিল না। সিয়েরায় আমাদের দল গেরিলা যুদ্ধের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। যুদ্ধের পরিমণ্ডল ক্রমশঃ বাড়িয়ে শহর গুলিকে একে একে ঘিরে ফেলা আমাদের উদ্দেশ্য যাতে বাতিস্তা সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অপর দিকে শহরের বিদ্রোহীদের কর্মসূচী অধিকতর বিপ্লবাত্মক। শহরের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করবে একটি সর্বাত্মক হরতালের মধ্যে, যাতে বাতিস্তা সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং চটপট নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু শহরের পন্থাকে আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর বিপ্লবাত্মক মনে হলেও শহরের কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনাবোধ অসম্পূর্ণ ছিল এবং সর্বাত্মক ধর্মঘটের ধারণাও ছিল অত্যন্ত বেশি রকম সংকীর্ণ। পরের বছরের ৯ই এপ্রিল এমন একটি সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান জানান হয়েছিল গোপনভাবে কোন প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে, এমন কি রাজনৈতিক প্রস্তুতি এবং জনগণকে প্রস্তুত না করেই। ফল, অনিবার্য ব্যর্থতা।

আন্দোলনের জাতীয় কমিটিতে এই দুই ধারারই প্রকাশ ছিল এবং সংঘর্ষের জটিলতার মধ্যে এই প্রকাশভংগীরও পরিবর্তন ঘটছিল। প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্বে, ফিদেল যতদিন পর্যন্ত মেক্সিকোয় যাননি, জাতীয় কমিটি তৈরী হয়েছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে— ফিদেল, রাউল, ফস্টিনো পিরেজ, পেড্রো মিরেট, নিকো লোপেজ, আরমাণ্ডো হার্ট, পেপে সুয়ারেজ, পেড্রো আগুইলেরা, লুই বনিতো, জেসাস মণ্টেন, মেলবা হারনানডিজ এবং হেডি সান্তামারিয়া। পরে নানা কারণে কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন পেপে সুয়ারেজ, পেড্রো আগুইলেরা এবং লুই বনিতো। আমরা যখন মেক্সিকোয়, কমিটিতে প্রবেশ করলেন—মারিও হিদালগো, আলদো সান্তামারিয়া, কার্লস ফ্রাঙ্কি, গুস্তাভো আরকস এবং ফ্রাঙ্ক পেইস।

মারণ-ক্ষমতা সামান্যই, শত্রুর প্রায় গায়ের কাছে ফাটলেও সামান্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না এতে। এর আসল গুণ হলো বলতে পারা যায় শত্রুদের মানসিকতার ওপর, এর প্রচণ্ড শব্দে ওদের মানসিক বল ভেঙে যায়। যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ করে, ১৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা আক্রমণের দিন ধার্য করলাম।

আক্রমণের পরিকল্পনা নেহাৎ সাদাসিদে। ফিদেল জানতেন যে পশ্চাদ্বর্তী ক্যাম্পে শত্রুসৈন্যের সংখ্যা হলো অনেক, আমরা সে ক্যাম্প দখল করতে পারবো কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল তাঁর। আমাব কাজ হলো ওটা আক্রমণ কবা, তাদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা, বেষ্টন কবা, তাদের অস্ত্র সববরাহের ওপর নজর রাখা। আমি জানি যে সমস্ত সৈন্য চলতে আবম্ভ কবে, ঘাঁটিতে অবস্থানকারী সৈন্যদের চেয়ে তাদের সতর্কতা অনেক বেশি। আমবা অনেকগুলি গোপন আশ্রয় তৈরী করলাম। প্রত্যেক ঘাঁটিতে বেশ কয়েকজন করে লোক মোতায়েন করলাম আমরা।

আক্রমণের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং ফিদেল, তাঁর দলের লোকেরা রইলেন উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের ওপর, যেখান থেকে ঘাঁটির ওপর পুরো নজর বাখা যায়। যুদ্ধের পরিকল্পনা হলো, ক্যামিলো উভেবো থেকে আসা রাস্তা ধরে এগোবেন, বায়ামো ফেলে আরও এগিয়ে যাবেন, তার অধীনস্থ চতুর্থ কলামের কাজ হলো জংগলের পার্শ্ববর্তী পোষ্টগুলি দখল করা এবং দখলে রেখে দেওয়া। পলায়মান শত্রুসৈন্যদের বিপর্যস্ত করে তুলবেন ক্যাপ্টেন রাউল কাস্ত্রো মারকেডার এর বাহিনী, তাঁদের অবস্থান হলো বায়ামো যাবার বাস্তার ধার। যদি শত্রুরা রিয়ো পেলাডেরো পৌছতে চায়, তাদের আটকাবার দায়িত্ব গুইলার্মো গার্সিয়ার—তার সংগে পঁচিশ জন লোক। যুদ্ধ সুরু হলো। আমাদের মর্টার চালাবেন কুইয়ালা—তারপর সুরু হবে অববোধ। উভেরো থেকে যদি শত্রুরা আসতে থাকে তাদের সংগে মোকাবিলা করার জন্য একটি গোপন ঘাঁটিতে অবস্থান করতে লাগলেন লেফটেনান্ট ভিলো একুনা; তাঁর থেকে উত্তরের দিকে

আরও খানিকটা দূরে ইয়াত থেকে আসা শত্রুদের ওপর নজর রাখবেন লালো সার্ডিনাস।

১৬ তারিখের সকালে ক্যামিলো এগোলেন পোষ্টগুলি দখল করার জন্য। কিন্তু আমাদের পথ প্রদর্শক জানতেন না যে পোষ্টের গার্ডরা রাতের দিকে অনেকখানি পিছিয়ে আসে; ততক্ষণে তাঁরা পোষ্টের অনেকখানি কাছে পৌঁছে গেলেন এবং সেজন্যই আক্রমণ আরম্ভ করতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল। ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন বলে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে তাঁদের এগোতে হচ্ছিল। দুই অবস্থানেব মাঝখানে মাত্র পাঁচশ মিটার পথ অতিক্রম কবতে ক্যামিলো-আব তাঁর বিশ জন সহযোগীব লেগে গেল প্রায় একঘণ্টা সময়।

অবশেষে তাঁরা শত্রুর অবস্থানের কাছে পৌঁছলেন। গাডরা সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে কতকগুলি খালি টিন সুতোয় ঝুলিয়ে রেখেছিল প্রায় মাটির কাছাকাছি, টিনে ঘা পড়লে অথবা সুতোয় হাত পড়লে পোষ্টের ভেতর শব্দ উঠবে। কিন্তু কতকগুলি ঘোড়াও তখন খোলা অবস্থায় ঘাস খাচ্ছিল। প্রথম বিদ্রোহীব হাত সুতোয় লাগার প্রায় সংগে সংগেই ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে ডেকে উঠেছিল বলেই খানিকটা বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হওয়াতে ক্যামিলো তাঁর দলবল নিয়ে পোষ্টের কাছাকাছি পৌঁছতে পেবেছিলেন।

অন্যদিকে, আসল আক্রমণের এভাবে দেরী হওয়াতে অন্যান্যরা উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে প্রথম বন্দুক ছোড়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। সংগে সংগেই মর্টার থেকে বোমা ছোড়া সুরু হলো আমাদের। গার্ডরা প্রথম আক্রমণের শব্দ শুনেই প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করলো—তাদের গুলির প্রথম শিকার হলেন কমরেড গুয়েভারা, পরে হাসপাতালে তিনি মারা যান। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্যামিলোর দল প্রতিরোধকারীদের নিশ্চিহ্ন করে এগারটি অস্ত্র হস্তগত করলেন। এবং তিনজনকে বন্দী করলেন। মারা গেল সাত কিংবা আটজন। কিন্তু ব্যারাক থেকে আক্রমণ সুশৃঙ্খল ভাবে সুরু হওয়াতে আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলো।

এগোতে গিয়ে একের পর এক প্রাণ দিলেন লেফটেন্যান্ট বোডা, ক্যাপোত এবং রেইমাণ্ডো লিয়েন। ক্যামিলো উরুতে আঘাত পেয়ে আহত হলেন, ভিরেলসকে মেসিনগানটা ফেলে পালিয়ে আসতে হলো। আহত হওয়া সত্বেও ভোরের দিকে ক্যামিলো ফিরে এলেন অস্ত্রটাকে উদ্ধারের আশায়। ভোরের প্রথম আলোয় আবার আহত হলেন তিনি কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুলিটা পেটে লাগলেও ভেতরের অন্ত্র ছিন্নভিন্ন না করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ক্যামিলোকে উদ্ধার করা হলো, হারালো অস্ত্রটা, তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মারা পড়লেন অপর একজন যোদ্ধা লুই ম্যাসিয়াস। কেউ কেউ ব্যাবাকের ওপর 'স্পুটনিক' ছুঁড়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিলেন। গুইলামো গার্সিয়া যুদ্ধে যোগ দিতেই পারেননি। কারণ তাঁর সৈন্যরা আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। শত্রুরা রেডিয়ো যোগে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছিল।

সকাল একটু গড়িয়ে যাবার পর সারা অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করছিল কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে হঠাৎ চীৎকার শুনলাম—ঐ যাচ্ছে ক্যামিলো মেসিনগান। ট্রিপড মেসিনগানের সংগে ক্যামিলো ওঁর নামাঙ্কিত টুপিটাও ফেলে এসেছিলেন এবং সেটিও গার্ডদের হাতে পড়েছে। ক্যামিলোকে দেখাশোনা করছিলেন সার্জিয়ো ডেল ভেল কিন্তু পশ্চাদপসরণ করতে কিছুতেই রাজী নন ক্যামিলো। ওখানে থেকেই ওঁরা অবস্থার গতি নিরীক্ষণ করছিলেন।

ফিদেলের ভবিষ্যদ্বানী প্রায় সফল হচ্ছিল। পিনো ডেল্ আগুয়ায় কী হচ্ছে জানাব জন্য ওবো ডি গুইসা থেকে ক্যাপ্টেন সিয়েরা অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠিয়েছেন। তাদের আগমনের জন্য ওৎ পেতে বসেছিলেন পাঞ্চো কাব্রেরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন যোদ্ধা নিয়ে। ওঁরা ছিলেন এল্ কেবল অঞ্চলের বড় রাস্তার পাশে। আমাদের স্কোয়াড-গুলির নেতৃত্ব করছিলেন লেফটেনান্ট সুনোল, রিয়েস এবং উইলিয়াম রোড্রিগুয়েজ। সৈন্যদলের নেতা হিসাবে পাঞ্চো ক্যাব্রেরাও অবশ্যই ছিলেন কিন্তু শত্রুসৈন্যদের রোখবার দায়িত্ব ছিল পাজ এবং ডুক এর

ওপর, তাঁরা রাস্তার দিকে মুখ করে ছিলেন। শত্রুর ছোটখাটো একটি দল এগিয়ে আসার সময় তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা হলো। মারা গেল এগার জন, আহত পাঁচ জনকে বন্দী করা হলো, ওদের সেকেণ্ড লেফটেনান্ট লাফার্তেকেও বন্দী করা হলো। অধিকার করা হলো বারটি রাইফেল, তার মধ্যে ছিল দু'টি এম্ ওয়ান, একটি অটো-মেটিক এবং একটি জনসন।

একজন অথবা দু'জন সৈন্য, যারা পালাতে পেরেছিল, তারা ওরো-ডি-গুইসাতে সংবাদ দিল। ওরো-ডি-গুইসার সৈন্য সাহায্যের জন্য নিশ্চয় অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু গুইসা আর ওরো-ডি-গুইসার মাঝ পথে বসে আছেন রাউল কাস্ত্রো তার পুরো দলবল নিয়ে। আমরা আগেই ধরে নিয়েছিলাম যে পিনো ডেল্ আগুয়ার অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাহায্যার্থে এ'অঞ্চল থেকেই সৈন্যরা এগিয়ে যাবে।

রাউল নিজেদের লোকদের এমন করে সাজালেন যে ফেলিক্স পেনা এবং তাঁর দলবল থাকবেন রাস্তার পাশেই যে পথ দিয়ে শত্রুর সাজসরঞ্জাম ও সৈন্যরা যাবে, এর পরেই ছিলো চিরো ফ্রায়াসের স্কোয়াড আর তার পেছনেই দলবল নিয়ে রাউল নিজেই, যাতে শত্রুদের ওপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ চালান যায়। বৃত্তের পেছনের অংশ ছিলেন এফিজেনিও তাঁর দলবল নিয়ে।

কিন্তু একটি ব্যাপারের ওপর নজর দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। দুজন বোকা চেহারার কৃষক আমাদের সব অবস্থানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তাদের বগলে ছিল পাখী ফাঁদ। কিন্তু আসলে ওরা দু'জন ছিল শত্রুসৈন্য, আমাদের ঘাঁটিগুলির প্রকৃত অবস্থান জানার জন্য ওরো-ডি-গুইসা থেকে ওদের পাঠান হয়েছিল। আমাদের অবস্থান জেনে নিয়ে তারা গুইসাতে রিপোর্ট করেছিল। ফলে আক্রমণ চললো রাউলের ওপর কারণ ওঁর অবস্থান ওরা জানতো। খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে ওরা আক্রমণ চালালো এবং রাউলকে অনেকখানি পিছিয়ে আসতে হলো। এতে আহত হলেন একজন, মারাও গেলেন একজন, নাম ফ্লোরেনসিও কুয়েসাদা।

শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসার জন্য বায়ামো থেকে ওয়ো-ডি-গুইসার রাস্তা ধরেছিল। রাউলকে সরে যেতে বাধ্য করা হলেও শত্রুরা এগোচ্ছিল অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং সারা দিনের মধ্যে ওদের দেখতে পেলাম না আমরা। সমস্ত দিন ধরে শত্রুর বি-২৬ বিমানগুলি আমাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগলো। সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি করা এবং কিছুটা সতর্কতা অবলম্বনে বাধ্য করা ছাড়া ওতে আমাদের আর কিছু হয়নি। ফিদেল যুদ্ধ নিয়ে অনবরত বক বক করতে লাগলেন। আবার আমাদের সৈন্যদের দশা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন। তার জন্য খানিকটা ঝুঁকিও নিতে লাগলেন যা' তাঁর তখনই নেওয়া উচিত নয়।

সেই রাত্রে আমি জোর করতে লাগলাম ক্যামিলোর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে আমাদের আক্রমণ চালান উচিত। তাতে হয়তো আমরা পিনো ডেল্ আগুয়ার গার্ডদের পরাজিত করতে পারবো। ফিদেল এতে রাজী ছিলেন না কিন্তু আমাদের জোর জবরদস্তিতে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন। এস্ক্যালোনার অধীনে একদল সৈন্যকে আক্রমণ চালাতে পাঠান হলো—অংশ নিলেন ইগনাসিও পিরেজ এবং রাউল কাস্ত্রো মারকেডারের দলবল। ওঁরা এগিয়ে গিয়ে ব্যাবাক আক্রমণের সব রকম চেষ্টা চালালেন কিন্তু শত্রুরা এমন ভীষণভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত ওঁদের পিছিয়ে আসতেই হলো। আমি অনুরোধ জানালাম যে আক্রমণের নেতৃত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক, ফিদেল খানিকক্ষণ ওজর আপত্তি চালিয়ে সম্মতি দিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া এবং মলোটোভ ককটেলের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়ে, কাঠের ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাতে ওরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অথবা শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌছে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নেবার সময় ফিদেলের ছোট্ট একটা চিরকুট পেলাম—ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৫৮, চে: ক্যামিলো এবং গুইলার্মোর সাহায্য ছাড়া যদি

সব কিছু এদিকের আক্রমণের ওপর নির্ভর করে, আমার ইচ্ছে এমন কিছু আমরা না করে বসি যাতে আমরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাতে আমাদের দলের হতাহতের সংখ্যা অনেক হবার আশংকা রয়েছে এবং অভিযান ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা আছে। তোমার প্রতি একান্ত অনুরোধ হল সতর্ক থাকো। কোন অবস্থাতেই যুদ্ধে তোমার ব্যক্তিগতভাবে অংশ নেওয়া চলবে না। এটা আমাব আদেশ। বর্তমান মুহূর্তের চবম প্রয়োজন হলো তোমার যোগ্য নেতৃত্ব। —ফিদেল।”

চিঠিটা নিয়ে এসেছিলেন আলমিডা। তিনি আবও জানালেন যে নিজের দায়িত্বে আক্রমণ আমি চালাতে পারি কিন্তু এতে ফিদেলের কোন সম্মতি নেই। যুদ্ধে অংশ না নেবাব জন্য ফিদেল যে কঠোর আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কেই ভাবতে লাগলাম। এতে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু হবার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। ব্যারাক অধিকার কবতে পাবার সম্ভাবনা সামান্য, ক্যামিলো এবং গুই-লার্মোব বাহিনীব সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আমার ধাবণা নেই। ঐসব এবং নিজেব কাঁধে দায়িত্ব নেওয়া, ফিদেলেব আপত্তি প্রভৃতিতে ঘাবড়ে গেলাম আমি এবং শেষ পর্যন্ত এসকালোনাব পথ অনুসরণ কবলাম।

পরদিন, বিমান আক্রমণের মধ্যে, ওখান থেকে পিছিয়ে আসার আদেশ জারী করা হলো। টেলিস্কোপিক বাইফেল থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে আমবা সিয়েরা মেস্ত্রোব দিকে ফিরে চললাম।

শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা হলো আঠার থেকে পঁচিশ জন এবং আমাদের পক্ষে এসেছে তেত্রিশটি রাইফেল, পাঁচটি মেসিনগান এবং পর্য্যাপ্ত গোলাবাকদ। আমাদের দলে আহত হয়েছেন তিনজন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ‘এল্ মুণ্ডো’ পত্রিকায় নিম্নলিখিত খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল।

“খবর এসেছে ষোলজন বিদ্রোহী এবং পাঁচজন সৈন্য নিহত হয়েছে। জানা যায়নি গুয়েভারা আহত হয়েছেন কিনা। গতকাল

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় আর্মি জেনারেল স্টাফ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে পিনো ডেল্ আগুয়ায় উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। অবশ্য সরকারী নোটে এ'কথা স্বীকার করা হয়েছে যে সৈন্যদের অগ্রগামী দলের সংগে একদল বিদ্রোহীর অল্প স্বল্প সংঘর্ষ হয়েছে এবং রিপোর্ট প্রকাশের সময় বিদ্রোহী দলের নিহতের সংখ্যা হলো ষোল জন, সৈন্যবাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ হলো পাঁচজনের মৃত্যু। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে আর্জেনটিনার বিদ্রোহী কম্যুনিস্ট্ চে গুয়েভারার আহত হবার খবরটি সমর্থিত হয়নি। বিদ্রোহীদের নেতা এই সংঘর্ষে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিনা তাও জানা যায়নি কিন্তু এটা জানা গেছে যে সিয়েরা মেস্ত্রোর গুহায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন।"

এর কিছুদিন পরেই অবশ্য পিনো ডেল্ আগুয়ার ব্যারাকগুলি আমরা ধ্বংস করতে পেরেছিলাম এবং সিয়েরা মেস্ত্রোর পশ্চিমাংশ আমরা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে পেরেছিলাম।

এই যুদ্ধের কয়েকদিন পরেই আমাদের কর্মসূচীর অনেক পরিবর্তন করা হলো। মেজর আলমিডার নেতৃত্বে তৃতীয় কলাম এগিয়ে গেল সান্টিয়াগোর দিকে, মেজর রাউল কাস্ত্রো রুজের অধীনস্থ ষষ্ঠ "ফ্রাঙ্ক পেইস"কলাম পূর্ব সমতলভুমিতে পা দিলেন এবং ম্যাংগম-ডি-বারাগুয়া অতিক্রম করে, দ্বিতীয় (পূর্ব) ফ্রন্ট গঠন করলেন, যার নাম রাখা হলো—"ফ্রাঙ্ক পেইস্"।

ওদিকে শহরে বিদ্রোহী দল সাধারণ ধর্মঘটের জন্য তোড়জোড় করলেন। জাতীয় শ্রমিক ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠনও তৈরী করলেন তাঁরা—তার ওপর পরোক্ষ কর্তৃত্ব রইল '২৬শে জুলাই দলের'। কিন্তু জন্মের পর থেকেই দল উপদলের কোন্দলে এই সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সংগঠনের প্রতি শ্রমিকরা ঔদাসীন্য দেখাতে লাগলেন, অবশ্যই '২৬শে জুলাই দলে'র প্ররোচনায়, যাদের মনোভাব অতি মাত্রায় বিপ্লবাত্মক। ধর্মঘটের দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৯ই এপ্রিল; তার কয়েকদিন আগে ফিদেল একটি ফতোয়া জারী

করলেন—যারা বিপ্লবী পথ গ্রহণ করেনি তাদের কড়া সমালোচনা করলেন তিনি। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে আরও একটি ফতোয়া জারি করলেন তিনি কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ফ্রন্টের একার পক্ষে ধর্মঘট চালানো অসম্ভব।

আমাদের সৈন্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেই সময় চতুর্থ কলামের নেতৃত্ব ছিল ক্যামিলো সিয়েনফুগোসের হাতে। তিনি বায়ামোর কাছাকাছি ওরিয়েন্টি প্রদেশের নীচু অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের বিভ্রান্ত ও বিচলিত করে তুললেন। ৯ই এপ্রিল ঘনিয়ে এল, '২৬শে জুলাই দলের' জাতীয় কমিটি তাই আন্দোলন সম্পর্কে চরমতম ভুল করে গেলেন, পূর্বাহ্নে কোন নোটীশ না দিয়ে ধর্মঘট আরম্ভ করে দেবার চেষ্টায় মেতে উঠলেন তাঁরা। যা' আশা করা গিয়েছিল শ্রমিকরা এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং সারা দেশ জুড়ে কয়েকজন অত্যন্ত উৎসাহী এবং উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী শুধু শুধু মৃত্যুবরণ করলেন। ৯ই এপ্রিল অত্যন্ত বেদনাকর ভাবে ব্যর্থ হলো। বাতিস্তার শাসনযন্ত্রে সামান্য আঘাত হানতেও তা' সক্ষম হলো না। ফল হলো বরং উল্টো। সরকার একটু একটু করে অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্যদের সরিয়ে এনে ওরিয়েন্টিতে পাঠাতে লাগলো যাতে সিয়েরা পর্যন্ত বিপ্লবীদের ধ্বংস সাধন করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে কাজে কাজেই আরও জোরদার করে তুলতে হলো এবং গভীর জংগলের দিকে সরে যেতে হলো। সরকারও আমাদের ঘিরে ফেলার জন্য বেশি করে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে লাগলো এবং শেষের দিকে সিয়েরা অঞ্চলে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দশ হাজার। এই সময়েই ২৫শে মে-র প্রতি-আক্রমণ সুরু হলো আমাদের বাইরের ঘাঁটি লা মার্সিডিস গ্রামে—।

অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাও তখন কাহিল। শত্রুর সব রকমের দশ-হাজার রাইফেলের পালটা আমাদের আছে মাত্র দু'শোটি। কিন্তু এর আর একটি দিকও ছিল। বাতিস্তা বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য আলগা মনোভাবের—দ্বিধা সংশয়ে ভরা, অস্থির। আমাদের

তরুণরা সিংহের মত—এক একজন মহড়া নিচ্ছে দশ দশ কিংবা বিশ পনের জনের। ওরা ট্যাংক, মর্টার, বিমান বাহিনী সব কিছু দিয়ে আমাদের এই ঘাঁটির ওপর অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের নেতৃত্ব করছেন ক্যাপ্টেন এঞ্জেল ভার্দেসিয়া—। মাস খানেক যুদ্ধ চালাবার পর তিনি মারা গেছিলেন।

ঠিক এই সময়েই ফিদেল বাতিস্তার সৈন্যাধ্যক্ষ ইউলোজিও ক্যান্টিল্লোর কাছ থেকে একটি চিঠি পান। সমস্ত চিঠিটাই অহংকারী বাক্ চাতুরীতে ভরা। আমাদের প্রতি বাতিস্তার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যেন করুণা বিতরণ করছেন। আমরা যেন এতই নগণ্য, তাঁর বিরাট বাহিনীর পক্ষে আমাদের শায়েস্তা করা যেন এতই সহজ যে নেহাৎ ফিদেলের প্রতি চরম উপেক্ষা জনিত মনোভাব থেকেই তিনি এ' পর্যন্ত তা' করে ওঠেননি। বিপ্লবীদের প্রতি হুমকি দেখাতেও ছাড়েননি তিনি, জানিয়েছেন আমাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে যাবেন, নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, শুধুমাত্র ফিদেলকে হত্যা করবেন না। আমাদের কাছে এই চিঠিটার তেমন কোন গুরুত্ব না থাকলেও শত্রুদের প্রতি-আক্রমণ বেশ জোরের সংগেই চলছিল। আড়াই মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলছিল, তাতে শত্রুসৈন্য খোয়া গেছিল প্রায় হাজারের মত। যুদ্ধে মরেছিল অনেক ; দেড়শোর কাছাকাছি আমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। আর কিছু পালিয়ে গেছিল। তাদের কাছ থেকে আমাদের হাতে এসেছিল, প্রায় ছশোর মতো অস্ত্রশস্ত্র। তার মধ্যে ছিল একটি ট্যাংক, চারটি মর্টার, বারটি ট্রিপড মেসিন গান, অনেকগুলি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং প্রচুর পরিমাণে গোলা বারুদ।

শত্রুদের শিরদাঁড়া ভেঙে গেলেও তখন পর্যন্ত ওরা হাল ছাড়েনি। আমরা স্থির করলাম যে তিনটি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে যাবো আমরা—ঘিরে ফেলবো সান্টিয়াগো-ডি-কিউবা। আমি নিজে আক্রমণ চালাবো লা ভিলাসের ওপর আর ক্যামিলো তাঁর দলবল নিয়ে দ্বীপের অন্যদিকে পিনো ডেল্ বায়োর ওপর আক্রমণ চালাবেন।

সিয়েরা মেস্ত্রোর চারদিকের শত্রুসৈন্যের বেড়া আমরা ভেঙে চুরচুর করে দিলাম। এর পরেই স্থির করা হলো যে আমরা লা ভিলাস্ আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাবো। শত্রুরা যাতে আমাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য আমার প্রধান কাজ হলো যোগাযোগের রাস্তাগুলো প্রথমেই ধ্বংস করে দেওয়া। পার্বত্য অঞ্চলে যে সব রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল তাদের সংগে যোগা-যোগের দায়িত্বও পড়লো আমার ওপর। যে অঞ্চলের মুক্তির দায়িত্ব আমার, সেখানে সামরিক সরকার গঠন করার ক্ষমতাও আমাকে দেওয়া হয়েছিলো। স্থির করেছিলাম যে ৩০শে আগষ্ট দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়বো কিন্তু অন্য একটা অসুবিধা দেখা দিল। সেই রাতেই পোষাক আর আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পেট্রোল নিয়ে একটি সরবরাহ গাড়ী এসে পৌছল। ঠিক সেই সময়েই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটি এরোপ্লেনও রাস্তার ধারের বিমান বন্দরে নামলো। রাতের অন্ধকারেও বিমানটি শত্রুর নজরে পড়লো। আর রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা অবধি তার ওপব অবিরাম বোমা বৃষ্টি চলতে লাগলো। কী আর করি, অস্ত্রশস্ত্রগুসি যাতে শত্রুর হাতে না যায় সেজন্য বিমানটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দিনের প্রখর আলোয় আমাদের ওপব বোমাবর্ষণ আরও বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে ভেবেই এটি করতে হলো আমাদের। বিমান ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো শত্রুরা এবং তেলের সরবরাহ নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পড়লেন শত্রুর হাতে। আমাদের ওখান থেকে সরে পড়তে হলো। ৩১শে আগষ্ট আবার যাত্রা সুরু হলো আমাদের, ম্যানজানিলো-বায়ামো সড়কের ওপরই ওদের মুখোমুখি হতে পারি ভেবেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড ঘুর্ণিবাত্যার প্রকোপে এ জায়গাটার রাস্তাঘাট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠলো একমাত্র কারেটেবা সেণ্ট্রাল সড়কটি ছাড়া। সুতরাং ট্রাকের সাহায্য নেবার আশা ছাড়তে হলো। তারপর থেকে হয় ঘোড়ার পিঠে নয়তো হেঁটেই এগুতে হলো। অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা

পিঠের ওপরেই তুলতে হলো আমাদের। অনেকটা রাস্তা পাড়ি দেবার মত গোছগাছ করা হলো।

দুর্দিন এলো। ওরিয়েন্টি প্রদেশের এ অঞ্চল এগিয়ে যাবার পক্ষে সুগম নয়। বন্যায় ফুলে ওঠা নদী পার হতে হলো। খালগুলো বর্ষার কল্যাণে নদীতে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক আর রকেটগুলি শুকনো রাখার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হচ্ছিল আমাদের। ক্লান্ত ঘোড়াগুলির জায়গায় নতুন ঘোড়া লাগাতে পারি কিনা সেটাও দেখতে হলো। ওরিয়েন্টি প্রদেশ ছাড়িয়ে যাবার পর এমন রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম যাতে লোকজনের সংগে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় কম। বানে ভেসে যাওয়া অঞ্চলের মধ্য দিয়ে শুধু হেঁটে যাওয়া নয়, মশার জ্বালায়ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো আমাদের —কোথাও বিশ্রাম নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। খাদ্য আর পানীয় জল এ দুটোরই ভীষণ টানাটানি। জল তো খাবার জন্যে মেলেই না। নদী নালার জল খেয়ে কোন মতে প্রাণ বাঁচাতে লাগলাম। ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, অবস্থা আমাদের একেবারেই কাহিল। যাত্রার একসপ্তাহ পরে ওরিয়েন্টি ও ক্যামাগুয়ে প্রদেশের মধ্যবর্তী জাবোবো নদী পেরিয়ে গেলাম। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি, পায়ে জুতোও নেই আমাদের, দক্ষিণ ক্যামাগুয়ের কাদা ভাঙতে হলো খালি পায়ে।

৯ই সেপ্টেম্বরের রাত্রে লা ফেডারেলের প্রবেশ মুখে আমাদের অগ্রবর্তী গার্ডরা পড়ে গেলেন শত্রুর পাল্লায়। দু'জন সাহসী কমরেড মৃত্যুবরণ করলেন। আরও বেয়াড়া ব্যাপার হলো, শত্রুদের চোখে পড়ে গেছিলাম আমরা। সেই মুহূর্ত থেকেই শত্রুরা নানা ভাবে আমাদের বিব্রত করে তুলতে লাগলো। ছোট খাটো একটা সংঘর্ষের ফলে তাদের শক্তি খানিকটা কমিয়ে দিতে পারলেও আমাদের চারজন বিপ্লবী ওদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। আরও সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো আমাদের, কারণ শত্রুর বিমান বাহিনীর কাছে আমাদের এগিয়ে যাবার রাস্তাটি জানা হয়ে গেছে।

দু'একদিন পরে পৌঁছলাম লাগুনা গ্রাণ্ডেতে। অন্যদিক দিয়ে ক্যামিলো এবং তাঁর দলবলও ওখানে পৌঁছে গেলেন। তাঁদের অবস্থা আমাদের চেয়ে খানিকটা ভাল। জায়গাটা মশায় ভর্ত্তি—মশারি ছাড়া এক মুহূর্তও বিশ্রাম অসম্ভব অথচ আমাদের সকলের কাছে মশারিও ছিল না।

এমন পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চলে এসে পড়েছি যেখানে কাদা এবং জল ছাড়া আর কোন কিছুই চোখে পড়ে না। ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসাদে আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। পা-গুলো সীসের মতো ভারী, পিঠের ওপর যেন অস্ত্রশস্ত্রের জগদ্দল বোঝা। ক্যামিলোর কাছ থেকে কয়েকটি তাজা ঘোড়া পাওয়া গেল, ক্যামিলো নিজে গেলেন ট্রাকের খোঁজে। কিন্তু মাসকাবেনো চিনির কারখানার কাছাকাছি অঞ্চলে সেগুলিকেও ছেড়ে দিতে হলো আমাদের। ওখানে যে গাইড্‌দের আসার কথা ছিল, তাদের দেখা পেলাম না। সুতরাং প্রায় অন্ধের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

আমাদের অগ্রবর্তী কাহিনী কুয়াত্রো কম্পানেরোস-এ শত্রুর ঘাঁটির ওপর এসে পড়ার পর তুমুল যুদ্ধ সুরু হলো। তখন সকাল, সাফল্য লাভ করলেও শত্রুরা আমাদের ওপর বার বার আক্রমণ চালানোয় দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলো আমাদের। বনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের পশ্চাদ্বর্তী বাহিনী যাতে রেলওয়ে লাইন পেরিয়ে যেতে পারে তার জন্যও শত্রুদের ব্যস্ত রাখতে হলো। কিন্তু সেই সময় বিমান বাহিনীর নজরে পড়ে গেলাম। অনেকগুলি নানা ধরণের বিমান আমাদের ওপর গোলা ছিটোতে লাগল। এর পর ওদের আক্রমণ বন্ধ হলে দেখা গেল—বোমার আঘাতে আমাদের দলের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের, আহত হয়েছেন কয়েকজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন মেজর সিলভা, তাঁর কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে।

পরদিন অবস্থার সামান্য উন্নতি হলো এবং শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হলাম আমরা। এর মূলে রয়েছে স্থানীয় কৃষকদের

অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা। গাইড হিসাবে ওদের সাহায্য পেয়েছি, আমাদের খাবার দাবারও ওরা জুগিয়েছে। অবশ্য ওরিয়েন্টি প্রদেশে আমরা যে ভাবে সবায়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, অতটা না পেলেও সব সময়ই কিছু না কিছু সাহায্য ওদের কাছ থেকে এসেছে। বিশ্বাসঘাতকতার শিকারও হয়েছি মাঝে মাঝে। কিন্তু আমরা জানি ওদের অবস্থাই ওদের দাসত্বের দিকে টেনে নিয়েছে। নিজেদের জোত জমা হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই এসেছে এ জাতীয় মনোবৃত্তি। বাতিস্তা বাহিনীকে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নিজেদের সামনে ওরা খোলা দেখেনি। এর মধ্যেই রেডিয়োতে একদিন ঘোষণা শুনতে পেলাম যে জেনারেল ফ্রানসিস্‌কো টেবারনিলা ডোলজ্ চে গুয়েভারার পুরো দলটাকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে হত, আহত, বন্দী এবং পলায়িত ব্যক্তিদেব একটা লম্বা ফিরিস্তিও তিনি দিয়েছেন। শত্রুদেব সংগে এখানে ওখানে যে সব হ্যাভারস্যাক হারিয়ে গেছে তার ভেতরের কাগজপত্র দেখেই তৈরী করা হয়েছে এই ফিরিস্তি। অবশ্য আমাদের এমন লোপাট হবার খবরটা আমরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছিলাম। কিন্তু অন্যদিকে, একটু একটু করে, নৈরাশ্যও এসে যাচ্ছিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শত্রুব বেষ্টনীর মধ্যে থেকে অকর্মণ্যতার মনোভাব, পায়ের অসম্ভব যন্ত্রণা—সব কিছু আমাদের সৈন্যদলকে নির্জীব করে তুলছিল। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো দিনের পব দিন—প্রতিদিন খাবারও জুটছিল না। অবস্থার উন্নতির কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। বারাগুয়ার চিনির কারখানা সন্নিহিত অঞ্চলে অবরুদ্ধ অবস্থায় আমাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল। পুরো অঞ্চলটাই জলাভূমি, খাবার জল কোথাও একফোঁটাও নেই, অবিরাম বোমাবৃষ্টি চলছে, দুর্বল মানুষগুলিকে বন্ধুর অঞ্চল পার করে দেবার মত একটি ঘোড়াও নেই আমাদের, পায়ের জুতা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, খালি পায়ে অনবরত জল কাদা ভেঙে হাঁটতে হচ্ছে।

খারাগুয়ার অবরোধ ভেঙে জুকায়ো-মোরোণ সড়কের ওপর যখন পা দিতে পারলাম আমরা—আমাদের অবস্থা তখন একেবারেই শোচনীয়। বিশ্রামের সময় নেই একটুও, বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম, শত্রুর আক্রমণেরও বিবাম নেই—সামনেব দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম আমরা। প্রত্যেকটি সৈন্যকেই এগিয়ে যাবার জন্য কড়া কথা শোনাতে হচ্ছে, গাল দিতে হচ্ছে। এই চরম সংকটেব মুহূর্তে হঠাৎ যেন খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম যাতে আমাদের দলবল আবাব উৎসাহ ও প্রেরণা খুঁজে পেলেন। পশ্চিম দিগন্তে লা ভিলাসেব নীল পর্বতশ্রেণী এই প্রথমবাব আমাদের চোখে পডলো। যেন একটা প্রতিশ্রুতির মতো, যেন একটা অংগীকাবেব মতো আমরা যেন হঠাৎ আবিষ্কাব করতে পারলাম পরিবেশের এই ঘৃণ্য আবেষ্টনীর বাইরে আবও কিছু বয়েছে, আবও মহৎ, আরও বিবাট কোন কিছুব অস্তিত্ব, যাব দিকে এগিয়ে যেতে পারলেই সব দুঃখকষ্টেব অবসান হবে সেই মুহূর্ত থেকেই ব্যক্তিগত ব্যাপাবগুলি অতটা অসহ্য ঠেকছিল না, জুকারো নদী সাঁতারে পেরিয়ে আমবা অববোধেব দ্বিতীয় স্তরটিও ভেদ করলাম। মনে হচ্ছিল এতদিন পবে বিবাট অন্ধকাবেব ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম আমবা।

দু'দিন পরে নিরাপদে পৌঁছে গেলাম ত্রিনিদাদ-সান্‌কটি-স্পিরি-টাস পর্বতমালার পাদদেশে—। যুদ্ধেব নব পর্যায়ে প্রবেশেব জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আরও দু'দিন পরে বিশ্রামের সুযোগ হলো আমাদের, ঠিক হলো যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে—৩রা নভেম্বব যে নির্বাচনের দিন ধার্য কবা হয়েছে তাকে ভণ্ডুল করে দিতে হবে। ১৬ই অক্টোবর পৌঁছলাম লা ভিলাসেব পর্বত-মালায়। সিয়েরা এসকামব্রেতে পৌঁছেই আমাদের প্রথম কাজ হলো একনায়ক সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়া। এতে নির্বাচনের ব্যবস্থায় ফাটল ধরবে। হাতে সময় খুব কম, সেই অনুপাতে কাজটা কঠিন। তার ওপর, বিপ্লবীদের মধ্যে

দেখা দিয়েছে মতানৈক্য যা রোধ করার জন্য অনেক দাম দিতে হয়েছিল আমাদের।

নির্বাচনের জন্য সভা যাতে অনুষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্যই নিকটবর্তী কুঁড়েঘরগুলির ওপর আক্রমণ চালানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ঠিক করলাম কাবায়গুয়া, কোমেণ্টো আর সান্‌কৃটি স্পিরিটাসের ওপর একই সময়ে আক্রমণ চালাবো। এই সমস্ত অঞ্চল সমতলে অবস্থিত। ইতিমধ্যে—গুইনিয়া-ডি-মিরাণ্ডার ছোট পার্বত্য বাহিনী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, বাবাও গ্যারিসনের ওপর আক্রমণও চালিয়েছিলাম,তেমন কিছু লাভ হয়নি। ৩রা নভেম্বরের আগের সময়টা নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলাম। সব জায়গায় ছড়িয়ে রইলো আমাদের বাহিনী, ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ভোটারের সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমে এলো। ওদিকে উত্তরাঞ্চলে ক্যামিলোর বাহিনী নির্বাচন বানচাল করে দিল। কোন কিছুই চলছিল না, বাতিস্তা বাহিনী অথবা অসামরিক গাড়ী -সব কিছুরই চলাচল রোধ করে দিতে পারলাম।

নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে আমরা আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট অবরোধ করে ফেললাম। ত্রিনিদাদ থেকে সান্‌কৃটি স্পিরিটাস্ পর্যন্ত যে সড়ক গেছে ক্যাপ্টেন সিল্‌ভা তা' সম্পূর্ণ ভাবেই দখলে রাখলেন। টুইনিকুর ওপর সেতুটাকে ভয়ানক ভাবে বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেণ্ট্রাল রেলপথও স্থানে স্থানে আলগা করে দেওয়া হলো। আমাদের দ্বিতীয় ফ্রণ্টে দক্ষিণ ডিভিশনকে অকেজো করে তুললো, উত্তর ডিভিশনের কাজেও ভয়ানক বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো ক্যামিলো সিয়েনফুগোসের সৈন্যদল। সুতরাং দ্বীপটি মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ওরিয়েন্টি প্রদেশে সরকারী সাহায্য কিছু কিছু পৌঁছলেও তার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিউবার প্রায় সর্বত্রই শত্রুদের মধ্যে ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। রাস্তাগুলি অবরোধ ও সেতুগুলি বিধ্বস্ত করার ফলে শত্রুদের অবস্থা সংগীন হয়ে উঠলো ডিসেম্বরের ষোল তারিখে। ঐদিন সকালে ফালকনের

সেতু উড়িয়ে দিলাম আমরা। এতে হাভানার সংগে সাণ্টা ক্লারার ও অন্যান্য শহরগুলির যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকগুলি শত্রুঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালালাম আমরা। ওরা অবশ্য গোড়ার দিকে জোর প্রতিরোধ দিচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া ওদের উপায় রইলো না। শ'খানেক বন্দুক এতে আমাদের হাতে এসে গেল।

ওদের একটুও সময় না দিয়ে আমরা সেণ্ট্রাল হাইওয়ে ভেঙে দেওয়ার মনস্থ করলাম। ২১শে ডিসেম্বর একই সংগে আক্রমণ চালালাম ক্যাবায়গুয়া এবং গুয়ায়স-এর ওপর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গুয়ায়সের শত্রুসৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলো। দু'দিন পরে ক্যাবায়গুয়াও আমাদের দখলে এলো। লা'ভিলাসের উত্তরে গ্রামের পর গ্রাম দখল করতে লাগলেন ক্যামিলো। ইয়াগুয়াজয়ের শত্রুঘাঁটি অবরোধ করলেন তিনি। ওখানকার কমাণ্ডিং অফিসার এগার দিন ধরে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমাদের দল সেণ্ট্রাল হাইওয়ে ধরে প্রদেশের রাজধানী সাণ্টা ক্লারার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। এর পর আমাদের দখলে এলো প্লাসেটাস্, এর মধ্যেই দখল করলাম রেমেদিয়ন এবং কায়বারিয়েন বন্দর। ওদিকে ওরিয়েণ্টি প্রদেশেও আমাদের জয়ের পর জয় হচ্ছে।

কামাজুয়ানি থেকে শত্রুরা পশ্চাদপসরণ করার পর সাণ্টা ক্লারার পথ আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত হয়ে গেল। গুয়ারদিয়ার ৩১ নম্বর ব্যারাক দখল করার জন্য শত্রুরা যখন ব্যস্ত, আমবা তখন সাণ্টা ক্লারার সব শত্রু ঘাঁটিগুলি দখল করার কাজে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। ২৯শে ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। গোড়ার দিকে শিবির স্থাপন করলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণে। পরে আমাদের হেড কোয়ার্টার শহরের কেন্দ্রস্থলে সরিয়ে নিলাম। শত্রুদের ট্যাংকের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল, যদিও শত্রুরা হতাহত হচ্ছিল অনেক বেশি। আহত সৈন্যে আমাদের হাসপাতাল ভর্তি হয়ে গেল

শেষ যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের বীরত্বব্যঞ্জক একটি ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিদ্রিত অবস্থায় একজন সৈন্যকে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলাম। সে জানিয়েছিল অতর্কিতে নিজের বন্দুক হারিয়ে ফেলেছে বলে সে নিরস্ত্র। কঠিন গলায় বললাম—খালি হাতে ফ্রন্ট লাইনে চলে যাও এবং একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে এসো। তুমি যদি বীর হও, তাই করো। পরে মিলিটারী হাসপাতাল পর্য্যবেক্ষণের সময় মৃতকল্প একটি সৈন্য আমার হাত ধরে বললেন—মনে করতে পারছেন মেজর, রেমেদিয়েসে একটি বন্দুক ছিনিয়ে আনার জন্য আপনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি। কয়েক মিনিট পরেই লোকটা মারা গেলেন। মনে হলো সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েই লোকটা শান্তিতে মরেছেন। এই আমাদের বিপ্লবীবাহিনী।

ক্যাপিবো পর্বতমালা থেকে শত্রুরা প্রতিরোধ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ৩০শে ডিসেম্বর সারাদিন ধরেই যুদ্ধ চললো। ইতি-মধ্যে সহরের অন্যান্য ক'টি অঞ্চল আমাদের দখলে এসে গেল। সান্টা ক্লারার সংগে অস্ত্রশস্ত্রবাহী ট্রেনের যোগাযোগ আগেই নষ্ট করে দিয়েছি আমরা। ট্রেনের সৈন্যবা নিজেদের ক্যাপিরোতে অবরুদ্ধ দেখে, রেলযোগে পালিয়ে যেতে চাইলো। জংশনে পৌছে তাদের অবস্থা হয়ে উঠলো অসহনীয় কারণ তার আগেই জংশন উড়িয়ে দিয়েছি আমরা। কয়েকটি বগীসহ গাড়ীটা লাইনচ্যুত হয়ে গেল। আমাদের ছোড়া মলোটোভ ককটেলের আক্রমণে ওরা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগলো। আমরা যদি খানিকটা দূরে থাকতাম ওদেব পক্ষে আক্রমন সহজসাধ্য হতো। আমাদের লোকদের কাছে থেকে পুনঃপুনঃ আক্রমণে সমস্ত ট্রেনটিই এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো যে ওখানে বসে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠলো ওদের পক্ষে। কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। ওদের সংগে ছিল বাইশটি সাঁজোয়া গাড়ী, বিমান-বিধ্বংসী বন্দুক, ডি. সি এ. মেসিন গান এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। সবই আমাদের হাতে পড়লো।

শহরের ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন এবং পুরো উত্তরাঞ্চলটাই আমাদের দখলে এসে গেল। আমরা বেতারে ঘোষণা করে দিলাম পুরো সাণ্টা ক্লারা সহর বিপ্লবীদের দখলে এসে গেছে। বিপ্লবীদের নেতা হিসাবে আমিই বেতার ঘোষণা করছিলাম। কিউবার জনগণকে একটি শোক সংবাদও পরিবেশন করতে হলো আমার। বলতে হলো অসম সাহসী বিপ্লবী বীর ক্যাপ্টেন রবার্তো বোড্রিগুয়েজ (এল্ ভাকিরিতো) রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করছেন। তিনি ছিলেন আমাদের সুইসাইড স্কোয়াডের অধিনায়ক।

এর পর পতন হলো পুলিশ ষ্টেশনের, মেজর কুবেলা দখল করলেন ৩১ নম্বর ব্যারাক। জেলখানা, আদালত ভবন, প্রাদেশিক সরকারের কেন্দ্রীয় ভবন, গ্র্যাণ্ড হোটেল সবই একে একে আমাদের অধিকারে এসে গেল। শুধু বাকী রইল লিওনসিও ভিদাল ব্যারাক —মধ্য কিউবায় বাতিস্তা সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্গ। কিন্তু ১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকেই এই দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ফাটলের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ১লা জানুয়ারী ব্যারাক প্রত্যর্পণের আলোচনা চালাবার জন্য পাঠালাম ক্যাপ্টেন নুনেজ জিমেনেজ ও বোড্রিগুয়েজ ডি লা ভেগাকে। বিস্ময়কর এবং পরস্পর বিরোধী খবর আমাদের কানে আসতে লাগলো, বাতিস্তা কিউবা ছেড়ে পলায়ন করেছেন। তার সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রতিনিধিরা বেতার যোগে ক্যাষ্টিলোর সংগে যোগাযোগ করলেন। আত্মসমর্পণের প্রস্তাবও তাকে জানানো হলো কিন্তু এতে সে সম্মত হল না। সে আরও জানাল যে ফিদেল কাস্ত্রোর উপদেশ অনুযায়ীই সে সামরিক বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছে। ফিদেলের সংগে তক্ষুনি যোগাযোগ করলাম আমরা, সব কিছু তাঁকে জানালাম, ক্যাষ্টিলোর বক্তব্যও তাঁকে জানাতে দেরী করলাম না। ফিদেল তখন স্থির সিদ্ধান্তে এসে গেছেন। তাঁর মতে ক্যাষ্টিলো হল একজন বিশ্বাসঘাতক।

পরের ঘটনাবলীর মধ্যে স্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। ফিদেল

ক্যাষ্টিলোর পরামর্শ গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন। হাভানার পথে এগিয়ে যাবার জন্য আদেশ জারী করলেন তিনি। আইল্ অফ পাইসের বন্দীশালা থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জেনারেল বারকুইনের ওপর বিপ্লবীবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হলো। ক্যামিলো সিয়েন-ফুগোস দখল করলেন ক্যাম্প কলাম্বিয়া। আমাদের অষ্টম কলামের অধিকারে এলো কাবানা দুর্গ। কয়েকদিন পরেই অস্থায়ী সরকারের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হলেন ফিদেল কাস্ত্রো।

ব্যক্তিগত দু'একটা কথা বলে নেওয়া ভাল যদিও ব্যক্তিগত সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনাকে আমি কখনো বিপ্লবের উর্দ্ধে স্থান দিইনি। এ'সব কথা উল্লেখের একমাত্র কারণ হলো—যে দু'জন নারী আমার জীবনের সংগে নিজেদের জীবন জড়িত করেছিলেন, বিপ্লবের মাধ্যমেই তাঁদের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। হিলডা গাডিয়ার কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। গ্রানমা অভিযানের সময় তাঁকে মেক্সিকোয় রেখে আসতে হয়েছিল, তিনি তখন সন্তান-সম্ভবা। সিয়েরা মেস্ত্রোর যুদ্ধে নিয়োজিত থাকার সময়ই আমার প্রথম কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ পেয়েছিলাম। আনন্দে বিভোর হবার মত সময়, সুযোগ অথবা মানসিকতা আমার ছিল না। একটার পর একটা আমরা জান দিয়ে লড়ছিলাম, সেই জীবনের মধ্যে ঘরের চিন্তা একান্তভাবে অর্থহীন। সারা দিনের কর্মক্লান্ত জীবনে অবকাশের মুহূর্তগুলি কেটেছে ডায়েরী লিখে আর কিছু কিছু পড়াশুনা করে। কমিউনিজম সম্পর্কে আমাদের পড়াশুনা আলাপ আলোচনা অবিরাম চলেছে, বিপ্লবা যুদ্ধ ও গেরিলা রণনীতি সম্পর্কেও আমরা সব তত্ত্ব ও তথ্য যোগাড় করেছিলাম। আমার এই কাজের সহায়ক ছিলেন প্রধানতঃ রাউল কাস্ত্রো। দু'জন দুই রণাংগণে ব্যস্ত থাকলেও চিঠির মাধ্যমে নানা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলতো। ফিদেল এ'সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেতেন না, তবু আমাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকেও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। রাজনীতি ছাড়াও আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

ছিল, আমার হ্যাভারস্যাকে নানাধরণের বই বরাবরই থাকতো। কবিতার অনুরাগী ছিলাম, পাবলো নেরুদার কবিতা আমাকে খুব আকর্ষণ করতো। ওঁর কবিতা আমার সব ক্লান্তি আর অবসাদ দূর করে দিত, আমার আশাবাদকে জাগ্রত করে তুলতো, আমার ঝিমিয়ে পড়া মানবিকতা আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো! পেশায় আমি ডাক্তার, রক্তে আমার বিপ্লবের আগুন, মানবিকতায় আমি কবি। কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু কবিতার আংগিক নিয়ে মাথা ঘামাতে পারিনি বলেই সেগুলি সত্যিকারের কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি।

লা ভিলাসের সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে যখন আমাদের মানসিকতা নিরাশা, ব্যর্থতা আর প্রাণধারণের অসহ্য গ্লানিতে প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়ই আমার সংগে দেখা হয়েছিল আমার বর্তমান সহধর্মিণী আলিদা মার্চের। আলিদা কিউবার মেয়ে, '২৬শে জুলাই দলের' সংগে যুক্ত। নাগরিক দলগুলির কাছ থেকে যে সব সরবরাহ মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল বাতিস্তা সৈন্যবাহিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, আলিদা সেই দলের সংগে যুক্ত ছিলেন। এই অসমসাহসী মেয়েটিকে প্রথমেই ভারী ভাল লেগেছিল আমার। আলিদা যখন প্রস্তাব করলেন আমার দলের সংগে যুক্ত হ'তে আমি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলাম। লা' ভিলাস থেকে সান্টা ক্লারার যুদ্ধ পর্যন্ত বরাবর আলিদা আমার সংগেই ছিলেন। একটু একটু করে পরস্পরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়ছিল, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় আমরা মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি যে আমি বিবাহিত পুরুষ, আমার বিবাহিতা স্ত্রী হিলডা গাডিয়া নিজের সন্তানকে নিয়ে এখনও মেক্সিকোতে পড়ে আছেন! বিপ্লবীদের নৈতিক মানদণ্ড খুবই উন্নত থাকবে, কোন কারণেই যথেচ্ছাচারকে তাঁরা প্রশ্রয় দেবেন না, আদর্শ সৈনিক হবার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো আদর্শ পুরুষ, এ'কথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম। আলিদাকে

সেই কথা আমি গোড়াতেই নিঃসংকোচে বলেছি, আলিদার আপত্তি ছিল না আমার প্রস্তাবে। হিলডার সংগে মনোমালিন্যের কোন প্রশ্ন ওঠে না, বিপ্লবী যুদ্ধে জয়ী হবার পর হিলডাব কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব আমি তুলবো, হিলডা যদি তাতে সম্মত হন, আলিদাকে আমি বিয়ে করবো—এই প্রস্তাবে আলিদার পূর্ণ সম্মতি ছিল।

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাবে হিলডা আপত্তি তোলেননি, আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বও তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি। হিলডাকে পরিত্যাগ করে ১৯৫৯ সালের ৩রা জুন আলিদাকে আমি বিয়ে করেছি। বিপ্লবের পরে হিলডাকে আমি কিউবায় আসাব আমন্ত্রণ জানিয়েছি, মেয়ে নিযে চলেও এসেছেন হিলডা, ওঁর সংগে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক না থাকলেও মেয়েটার প্রতি আমার স্নেহের অন্ত ছিল না, ওর পিতৃত্বকে আমি কোন দিন অস্বীকার করিনি। হিলডাকে আমি কিউবার কৃষি উন্নয়ন সংস্থায় একটি কাজ দিয়েছিলাম, এখনও তিনি তাই করছেন। আমাদেব মেয়েটি—হিলডা বিয়েট্রিস কিউবার নাগরিক হিসাবেই ওখানে বসবাস করছে, লেখাপড়া শিখছে, মানুষ হয়ে উঠছে।

লা' ভিলাসের যুদ্ধে সরকাব যে শুধু পরাজয় বরণ করেছে তা' নয়, সমস্ত সম্পদ খুইয়ে একরকম দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। আমরা হাভানাব দিকে রওনা হয়েছি এবং ২রা জানুয়ারী (১৯৫৯) আমরা হাভানার লা' কাবানা দুর্গ আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণ করেছি, জয় আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছেছে। দু'দিন পরে কিউবার জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বাণী প্রচার কবেছিলাম আমি। তাতে বলেছিলাম—কৃষকরা হলেন গভীর বিশ্বাসবোধ, উচ্চ নৈতিক মান এবং স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসার অধিকারী। সিয়েরা মেস্ত্রোর নারী পুরুষ এবং সারা কিউবার কৃষকরাই বিপ্লবী যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এখন যখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, আমাদের প্রধানতম কর্তব্য হলো কিউবার কৃষকদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা' প্রাপ্তির অধিকার তাঁরা গৌরবের সংগে অর্জন করেছেন।

বিপ্লবী যুদ্ধে আমার ভূমিকা যতই নগণ্য হোক, কিউবার মানুষ তা' কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ রেখে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৯ সালের ৯ই জানুয়ারী কিউবার মন্ত্রী কাউন্সিল আমাকে কিউবার নাগরিক অধিকারে ভূষিত করেছেন এবং "চে" শব্দটিকে আমার নামের অংশ হিসাবে গ্রহণ করার আইনগত অধিকার জারী করেছেন। এর চেয়ে মহত্তর প্রাপ্তি আমার জীবনে আর কিছুই নেই।

ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে স্বৈরতন্ত্রী শাসন পুরোদমে চালু রয়েছে, আমাদের বিজয়কে সেই সব সরকার স্বভাবতঃই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেনি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংগে কোন প্রকাশ্য বিরোধও তখন পর্যন্ত ছিল না। বাতিস্তা সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীলতার পেছনে ছিল কিউবায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিজের স্বার্থ। সেই স্বার্থে তখনও ফাটল ধরেনি, বিপ্লবী সরকারের কার্যক্রম কী দাঁড়াবে তার দিকেই মার্কিন সরকার উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল। আমরা, বিপ্লবী সরকারের প্রতিনিধিরা, মার্কিন স্বার্থ নিয়ে তখনও মাথা ঘামাবার সময় পাইনি। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকায় ২রা জানুয়ারী তারিখে আর্থার ক্রুক এর মন্তব্য— ওয়াশিংটনে এই ব্যাপারে মতৈক্য ছিল যে বাতিস্তা সরকারকে সময়োপযোগী মার্কিন সাহায্য বাতিস্তা সরকারের পতন রক্ষা করতে পারতো। অথবা ঐ পত্রিকায় সেদিনের অন্য একটি মন্তব্য,—বাতিস্তা সরকারের পতন নিয়ে ওয়াশিংটনে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে,—আমাদের দৃষ্টি গোচর হলেও এ'নিয়ে ব্যস্ততার অবকাশ ছিল না আমাদের। বাতিস্তা সরকারের সময়ে কিউবা নাগরিকদের উন্নয়নের ব্যাপারে মার্কিন সরকার মাথা ঘামাননি। ফিদেলের ক্ষমতায় আসার পর অবশ্যই মার্কিন সরকারের টনক নড়েছিল। আমাদের প্রত্যেকটি কাজ ওরা গভীর মনোনিবেশের সংগে পরীক্ষা করে দেখছিল। অবশ্যই সে পরীক্ষা আমাদের দৃষ্টিভংগীতে নয়, আমাদের প্রতি সহানুভূতিসূচকও নয়। বিজয়ের প্রথম দিন থেকেই দুই শিবিরের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধে

উঠেছিল। কিউবার জনগণ বিজয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, এতদিনের নিপীড়ন, অত্যাচার এবং শোষণের বন্ধ দুয়ার যখন উন্মুক্ত হয়ে গেল, জনগণ ধৈর্য ও সংযমের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। হাভানায় মার্কিন আধিপত্যের চিহ্নগুলিকে সরিয়ে ফেলার জন্য ওঁরা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। পার্কিং মিটার ভেঙে ফেলে, টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়ে ক্যাসিনোগুলির ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে তাঁরা এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। কিউবায় অবস্থিত মার্কিন নাগরিকদের ভবিষ্যৎ এতে বিপন্ন হয়ে উঠবে এই আশংকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সংগে সংগে তিনখানি ডেস্ট্রয়ার এবং দু'টি সাবমেরিণ— হাভানা পোতাশ্রয়ে পাঠিয়ে দিল, ওগুলি সেখানে অবস্থান করতে লাগল।

বিপ্লবীদের চোখে এই মার্কিনী ব্যবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়নি—এ'জাতীয় কূটনৈতিক চাল আমাদের কাছে অসহ্য। কয়েক সপ্তাহ পরে বাতিস্তার অনুগামীদের বিচারের সেই ব্যবস্থা ফিদেল নিয়েছিলেন—তাঁর বিরুদ্ধে মার্কিন সেনেটার ও সংবাদপত্রের বিষোদ্গার দুই শিবিরের আবহাওয়াকে আরও ঘুলিয়ে তুলেছিল।

ইতিমধ্যে বাতিস্তার অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কিউবার জনগণ প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনর্থক রক্তপাতে আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ স্বতন্ত্র, যদিও অস্থায়ী সরকারের পত্তনীর সংগে সংগেই সে সব আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করা সহজসাধ্য ছিল না। বিপ্লবের আদর্শের প্রতি অনেকেই বিশ্বাস অর্পণ করলেও সাধারণভাবে সকলে একই রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার ধারক বাহক ছিলেন না। তাই জনগণের উচ্ছ্বাস এবং প্রতিশোধ স্পৃহার রাশ টেনে ধরার জন্যই বাতিস্তা-পন্থীদের মধ্যে যারা হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও অন্যান্য অত্যাচারে নিজেদের দু'হাত কলুষিত করেছে, তাদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা বিপ্লবী সরকার বোধ করছিলেন। যাদের অপরাধ তেমন গুরুতর নয়, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেনি, তাদের

ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। তবু এই বিচারের ব্যাপারটা নিয়ে মার্কিন সরকার এমন হৈ চৈ সুরু করল আর ওদের ভাষায় আমাদের 'বর্বরতার' এমন চেহারা আঁকতে লাগল যে মনে হচ্ছিল আমরাই যেন ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে নিজেদের কলংকিত করে তুলছি। ফিদেলকে প্রায় বাধ্য হয়েই ২১শে জানুয়ারী তারিখে এক জনসভায় ভাষণ দিতে হয়েছিল। কিউবার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে ফিদেল বলেছিলেন যে এতে আমাদের জাতীয়তাবাদী নীতি সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কিউবার মূল উদ্দেশ্য হলো মার্কিন কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখা এবং মার্কিন সরকার এতে যদি তুষ্ট না হন, বিবোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

অন্য একটি সমস্যাও সংগে সংগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমাদের বিজয়ের পর বেশ কিছু সংখ্যক কিউবাবাসী, যারা বাতিস্তা সরকারের সমর্থক ছিল এবং এতদিন নির্বিবাদে কর্তৃত্ব চালিয়ে গেছে তারা স্বদেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। বাতিস্তার পার্শ্বচরদের মধ্যে যারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পেল তারা হল বাতিস্তার গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান লেফটেনান্ট কর্ণেল এষ্টিবেন ভেনচুরা যে বাতিস্তার 'হিমলার' বলে কুখ্যাত ছিল এবং জেনারেল ফ্রানসিসকো টেবারনিলা যে গৃহযুদ্ধের সময় অসামরিক জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। বিপ্লবী সরকার মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এ'সব যুদ্ধাপরাধীদের প্রত্যর্পণ করার জন্য। এর প্রকৃত কারণ এদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া নয়, এরা বরাবরই বিপ্লবী সরকাবেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষ ছড়াতে থাকবে এবং ছলে বলে কৌশলে ফিদেলের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অনুরোধ রাখতে মার্কিন সরকার সম্মত হয়নি।

গোড়ার দিকে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেখানে ছিলেন নরমপন্থী সভ্যই বেশি, ফিদেল নিজে কোন মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেননি।

বিপ্লবীদের কর্তৃত্ব ছিল সৈন্যবাহিনীর ওপর—ক্যামিলো সিয়েন-ফুগোসকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান মনোনীত করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ম্যানুয়েল উরুসিয়া লিওকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট করা হলো। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত আইনজীবি জোস মিরো কার্তোনার ওপর দেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। স্থির করা হলো যে এই মন্ত্রীসভা আঠার মাস শাসন চালাবেন এবং এর মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করবেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বৈধ করে দেওয়া হলো।

বিপ্লবী সরকারের প্রথম কাজ হলো বাতিস্তাপন্থীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। জানুয়ারী মাসে ফিদেল নিজে ওরিয়েন্টি প্রদেশে গেলেন এবং কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করলেন। প্রায় বাইশ হাজার কৃষক এ ভাবে কিছু কিছু জমির অধিকার পেলেন।

বিপ্লবী সরকারের প্রথম কাজ হলো বাতিস্তাপন্থীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। জানুয়ারী মাসে ফিদেল নিজে ওরিয়েন্টি প্রদেশে গেলেন এবং কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করলেন। প্রায় বাইশ হাজার কৃষক এভাবে কিছু কিছু জমির অধিকার পেলেন।

কিউবা ইলেকট্রিক কোম্পানী ও কিউবা টেলিফোন কোম্পানীর মত বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো মার্কিণ নাগরিকগণ। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। টেলিফোন ব্যবস্থার বিস্তৃতি যেমন সরকারের লক্ষ্য,অন্যদিকে টেলিফোনের হার কমিয়ে দেবার ব্যবস্থাও সরকার করলেন। এই মাসেই অন্য কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। এইগুলি হলো জাতীয় সঞ্চয় এবং গৃহনির্মাণ ইনষ্টিটিউট, জাতীয় টুরিস্ট এজেন্সি এবং জাতীয় কৃষি সংস্কার ইনষ্টিটিউট (আই. এন. আর. এ)। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হলো জমির পুনর্বণ্টন, জমি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রযুক্তিবিদ্যাগত

সাহায্য ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠান কাজে নেমেই গৃহনির্মাণ ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়ে বাড়ী ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মত কমিয়ে দিলেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে নানা ধরণের সংস্কারমূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করলেন। এ সব প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে নিম্নবিত্ত শ্রেণী যেমন উপকৃত হতে লাগলেন, তেমন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আয় সংগে সংগেই অনেকটা কমে গেল। সুতরাং উচ্চবিত্তদের একটি অংশ এপ্রিল মাসেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ও চরম সংকটের সম্মুখীন হয়ে, বাতিস্তা সরকার কোষাগার খালি করে ফেলেছে, জনগণের একটা বিরাট অংশ বেকার, কলকারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীরা বেতনবৃদ্ধির জন্য ধর্মঘটের হুমকী দিচ্ছেন। কিউবায় উৎপন্ন চিনির একটা বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত হয়ে রয়েছে, তার জন্য কোন বাজার নেই। সুতরাং বিপ্লবী সরকার কিউবার অর্থনৈতিক সংকটের আশু সমাধানের জন্যই চেষ্টা করতে লাগলেন, অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলিকে কার্য্যকরী করে তোলার জন্য বিদেশী সাহায্যেরও প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করছিলেন। ঠিক সেই সময়েই ফিদেল মার্কিণ সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতি থেকে আমন্ত্রণ পেলেন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলেন, সংগে নিলেন তিনজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদকে, যাতে একটি অর্থনৈতিক সাহায্য পরিকল্পনার গোড়াপত্তন করতে পারেন।

ফিদেলের এখন অনন্য ভূমিকা। দীর্ঘদিন ধরে ফিদেলের একান্ত সাহচর্য্যে থেকে এই মানুষটির অসাধারণ মানসিকতা, প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতার নানা নজীর আমি পেয়েছি। চরম বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করার দুর্লভ ক্ষমতার প্রকাশ তাঁর মতো দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। ফিদেলের রাজনৈতিক আদর্শবোধ বরাবরই কিউবার বিপ্লব ও ইতিহাসের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। একনায়কত্ব উৎখাত করে ক্ষমতায় আসা সম্ভব হয়েছে বিপ্লবীদের। তবুও গোড়া থেকেই যখন কিউবায় মার্কিণ স্বার্থে বিপ্লবী সরকার কোনরকম

হস্তক্ষেপ করেননি—ফিদেল এবং বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে মার্কিণ মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। আমাদের প্রায়ই মনে হচ্ছিল যে মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংহত করার চেষ্টায় উঠে প'ড়ে লেগেছেন।

ফিদেলের প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ অবশ্যই বে-সরকারী। দিকপালরাও ফিদেলের সফরের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। বিমান ঘাঁটিতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন আন্ত-আমেরিকান বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের সহকারী সেক্রেটারী। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিকসনের সংগেও ফিদেলের দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হলো। ওয়াশিংটন থেকে ফিদেল গেলেন নিউইয়র্কে, সেখানে বিপুল জনসমাদর লাভ করলেন তিনি। তিনি জানালেন কিউবা স্বাধীন এবং গোষ্ঠীনিরপেক্ষ। তিনি বললেন—যে কোন ধরণের একনায়কত্বের তিনি বিরোধী। মার্কিন সরকারের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখতে চান বলেও তিনি উল্লেখ করলেন। প্রকাশ্য সভায় আমেরিকার সাহায্য পাওয়া নিয়ে কোন প্রস্তাবের অবতারণা তিনি করেননি। কিউবার সার্বভৌমত্ব এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার ওপরই তিনি বারবার জোর দিয়েছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে ফিদেল মে মাসে আর্জেন্টিনায় পৌঁছলেন। কিউবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সব রাষ্ট্রগুলিকে এগিয়ে আসার আবেদন জানালেন ফিদেল। একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথাও বললেন তিনি। ফিদেলের ভাষায়—

আমরা ঘোষণা করেছি যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শই হলো একমাত্র হাতিয়ার যা' এই মহাদেশের মানুষের স্বপ্নগুলিকে সফল করে তুলতে পারে। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এই যে ল্যাটিন আমেরিকার অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা এখানকার জনগণের গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করার কোন সম্ভাবনা রাখেনি। একনায়কত্ব দক্ষিণপন্থী অথবা বামপন্থী যাই হোক না কেন, ক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন তাঁরা ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের আদর্শগুলিকে

নিরন্তর খর্ব করার চেষ্টা করে চলেছেন। এই দুর্ভাবনায় আমরা যদি পীড়িত বোধ করতে থাকি যে আমাদের দেশগুলিতে বামপন্থী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে, সংগে সংগে এ সম্পর্কেও আমাদের সমভাবে সজাগ থাকতে হবে যে আমরা যেন দক্ষিণপন্থী একনায়কত্বের শিকার না হয়ে পড়ি।...

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রুটি অথবা রুটির বদলে স্বাধীনতা কোনটাই চায় না।

মজবুত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যে স্বার্থত্যাগ করতে পারেন, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের পক্ষে ততখানি স্বার্থত্যাগ কখনোই সম্ভব হবে না।

কোন কোন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন স্বার্থত্যাগ অবশ্যই করেছেন কিন্তু তা' ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের উন্নতির জন্য নয়, এই মহাদেশের সাহায্যের জন্য নয়, করেছেন ইউরোপের সাহায্যের জন্য, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে ও সব দেশের উন্নতির জন্য, এমনকি মধ্য প্রাচ্যের সুদূর অঞ্চলেও মার্কিনী সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়েছে। আমাদের যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য মূলধন আমরা চাই না। আমাদের প্রস্তাব হলো যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন আমরা ধার করবো, সুদে আসলে তা ফেরৎও দেবো। মার্কিণ জনগণ এই সাহায্য আমাদের দিলে এ'তে তাঁদের বংশধরগণই আসলে উপকৃত হ'তে থাকবেন।...

১৯৫৯ সালের ১৭ই মে বিপ্লবী সরকার কৃষি সংস্কার আইন ঘোষণা করলেন, সেটা কার্যকরী করা হলো ৩রা জুন। অনেকদিন আগেই, সিয়েরা মেস্ত্রোব জংগলের সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে বসে বসে আমরা এর স্বপ্ন দেখেছি, সিয়েরার চাষীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ওঁদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমস্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদটাকেই পালটে দেবার চিন্তা আমাদের মধ্যে এসেছিল সুতরাং কিউবার জমিদার সম্প্রদায় এবং অন্যান্য জোতদারগণ যে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবেন তাতে আর সন্দেহ কি।

বিপ্লবী সরকার কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠছে এই অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল হযে উঠল। এমনকি সরকারের কিছু কিছু নরমপন্থী নেতাও এই বলে মুখর হয়ে উঠলেন যে সরকারের ভেতরে কম্যুনিষ্ট আধিপত্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

কৃষি-সংস্কার আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বৈপ্লবিক, তাব ভেতর দিয়ে আমরা নিম্নলিখিত আকাংখাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলাম।

(১) কিউবার প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতিতে জনগণকে উৎসাহিত করা। (২) বর্গাদারী ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে, জমিতে একই প্রকাব ফসলের ফলন বন্ধ করে, ছোট অথবা মাঝারি আকারের সমবায় পদ্ধতিব সাহায্যে যতগুলো সম্ভব ফসল তুলে চাষীদের আয়ের পথ সুগম করে তোলা। (৩) জমির মালিক হবেন চাষী এই নীতিকে আইনে পরিণত করে জমি ভাড়া, ফসলেব ভাগাভাগি ইত্যাদি রদ করা। (৪) যে সমস্ত জমি চাষীদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে সেগুলির রক্ষণ এবং ভবিষ্যতে মালিকানার প্রশ্নে সেগুলি যাতে বিভক্ত হয়ে না যায় তার ব্যবস্থা। (৫) প্রত্যেক জমির মালিক নিজস্ব জমিতে চাষবাস করতে বাধ্য থাকবেন, নতুবা তার মালিকানা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। (৬) অর্থ বিনিয়োগ করে, আধুনিক কৃষিসম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ কবে এবং প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো।

বিপ্লবী সরকার এই প্রথম গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হাত লাগালেন। ফিদেলের স্বপ্ন কিউবাকে নতুন করে গঠন করা আর আমরা প্রত্যেকেই সেই স্বপ্নেব অংশীদার ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমাদেব প্রত্যেকেরই ক্ষমতা সীমিত, আমাদের প্রয়োজন ফিদেলের মতো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের নেতৃত্ব। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন সারাজীবন ধরে আমি দেখেছি, ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, এই প্রথম সেই মহৎ কাজের মধ্যে নিজেকে

মগ্ন করে দেবার সুযোগ হলো আমার। ব্যক্তিগত জীবনের ছোট-খাটো বিষয়গুলির প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবর কম, সে সব দিকে মনোযোগ দেবার মতো উৎসাহ আমার তেমন নেই। আমি নিজেকে বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচীর সংগে একাত্ম করে নিলাম।

সরকারের পররাষ্ট্র নীতিকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হলো। সুতরাং জুন মাসের মাঝামাঝি আমি বিদেশ পর্য্যটনে বেরিয়ে পড়লাম। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সংগে আলাপ আলোচনা সেরে, কিউবায় ফিরে এলাম ৮ই সেপ্টেম্বর। আফ্রিকার এবং এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের জীবন যন্ত্রণা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল, হিরোসিমার ধ্বংসস্তুপ দেখে মনে হলো সভ্যতার মুখোসধারী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার হাতে সাধারণ মানুষ কত অসহায়। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্যাগুলি একই সূত্রে বাঁধা, কেবলমাত্র প্রকরণ আলাদা। সমাজতন্ত্রের উদ্ভব বিনা, সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া মানুষের মুক্তির কোন বিকল্প নেই। ইউরোপের সর্বত্রই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস কাহিনীর চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, ইউরোপের মানুষের মনেও অনেক ক্ষত। ওখানকার পুরানো সমাজ মানস বিপর্য্যস্ত, নতুন মূল্যমান গ্রহণের জন্য জনগণ উন্মুখ। ওখানকার বুদ্ধিবাদীরা যুদ্ধের বিকল্প খুঁজে অস্থির হয়ে উঠেছেন। সারা পৃথিবীই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে পা পা করে এগুচ্ছে। যুদ্ধবাদীরা, সাম্রাজ্যবাদের দালালরা, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত পুঁজিবাদীরা নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে। সমাজবাদের উদ্ভবকে বাধা দেবার জন্য তাদের দোসর হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্শাল প্ল্যানের আওতায় সব দেশকে টেনে অস্ত্রের মাধ্যমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সারা ইউরোপে যে কোটি কোটি ডলার ছড়িয়েছে, তা দিয়ে কেনা হয়েছে অসংখ্য মারণাস্ত্র, তৈরী করা

হয়েছে অস্ত্রশস্ত্রের বড় বড় কারখানা। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যথিত বোধ করেছি অবক্ষয় ও নীতিহীনতার ব্যাপক প্রকোপ প্রত্যক্ষ করে। মানুষের সৃষ্টিশীল গুণাবলীকে সাম্রাজ্যবাদীরা কী নৃশংসভাবেই অপপ্রয়োগ করায় ব্যস্ত রয়েছে। কিউবা ছোট দেশ, তার সম্পদ সীমিত, তাঁর জীবনবোধের বাণী ইউরোপে পৌঁছয়নি, এমনকি ফিদেল কাস্ত্রো এবং তাঁর বিপ্লবী সংগ্রাম সম্পর্কে ইউরোপের রাষ্ট্র-নায়করা বলতে গেলে একরকম উদাসীন। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন বছর বছর সরকার বদলায়, শাসকের পরিবর্তন ঘটে, ক্ষমতার লড়াইয়ে মারামারি রক্তারক্তি ব্যাপক হয়ে ওঠে। ওদের কাছে ফিদেলের আবির্ভাব তেমনি একটা সাধারণ সামান্য ঘটনা মাত্র। ওঁদের ধারণায় কিউবা স্বাধীন হলেও আমেরিকার তাঁবেদার হওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই, কিউবার নাড়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বাঁধা। ফিদেল যদি মার্কিন সরকারকে 'ইয়েস্ সার' বলে বারবার কুর্নিশ জানিয়ে চলতে পারেন, তবেই ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে পারবেন। নইলে কিউবার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হতে কয়েক মাসের বেশি সময় লাগবে না।

আমি আরও ব্যথিত হয়েছি আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ইউরোপের বড় রাষ্ট্রগুলির অসাধারণ উদাসীনতা দেখে। ওগুলি যেন এক একটা ঘরোয়া ব্যাপার, এতে অন্যের মাথা গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। আলজিরিয়া সমস্যা ফ্রান্সের ঘরোয়া ব্যাপার, রোডেসিয়া ব্রিটেনের, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, কঙ্গো ইউরোপের কোন না কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ওরা যদি ওসব দেশের স্বাধীনতা মেনে নেন কোন তরফের আপত্তি নেই, যদি না মেনে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে চান, রক্তের বন্যা বইয়ে দেন, জন নেতা আর স্বদেশপ্রেমিকদের বর্বরভাবে হত্যা করেন, সারা দেশে দানবীয় তাণ্ডব চালাতে থাকেন, তাতে ওদের কিছু এসে যায় না। ওদের মনোভাবে আমি বিপন্নভাবে চিন্তিত বোধ

করেছি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে।

জীবনে এই প্রথমবার লাতিন আমেরিকার বাইরে আমি পা' বাড়িয়েছিলাম। পশ্চিম গোলার্ধের কিছু কিছু অংশে আমার পদচিহ্ন পড়লেও সারা পৃথিবীর সমস্যাগুলিকে এই প্রথমবারই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। লাতিন আমেরিকা বিশেষ করে কিউবার সমস্যাগুলি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা চালাতে গিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমস্যাগুলির চেহারাও আমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়লো। একটা গভীর বিশ্বাসবোধ ও প্রতীতিকে আমি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলাম। তবু কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার মতো পর্য্যাপ্ত সময় আমার হাতে ছিল না, আমাকে বড় তাড়াতাড়ি দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটতে হচ্ছিল। আমি প্রায় একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে কিউবায় ফিরে এলাম।

কিউবায় প্রত্যাবর্তনের পর কৃষি সংস্কার জাতীয় ইন্‌স্‌টিট্যুটের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে হলো আমায়। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আমার অনুপস্থিতির সময় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে অনেকগুলি সমবায় সমিতির তখন পত্তন হয়ে গেছে। এগুলির উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বহু-গুণিত করে তোলা। কৃষি-কর্ম সম্পর্কে উন্নততর জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং প্রয়োগ এ সব সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব কেন না প্রত্যেকটি সমবায়ের কর্তৃত্বে অনেকখানি চাষ যোগ্য জমি রাখা হয়েছিল। ইন্‌স্‌টিট্যুটের কাজ হলো উন্নত ধরনের বীজ বন্টন, ফসল বিক্রির ব্যবস্থা, উৎপাদনের পরিকল্পনা এবং বাজার সরকার হিসাবে কাজ করা। কিউবার শিল্পোন্নয়নের একমাত্র মূলধন হলো কৃষিজাত ফসল বিক্রয় এবং রপ্তানী। সমবায়ের অন্যতর দায়িত্ব হলো স্থানীয় জনগণকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তোলা এবং তাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও এ'সব সমবায়ের মাধ্যমে

জনগণকে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বও তাদের হাতে অর্পণ করা হলো।

সুতরাং এই ইনস্টিটিউটের ভূমিকা কিউবার গঠনমূলক কার্যক্রমে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। জমির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর, জমির সংস্কার ব্যবস্থা এবং অর্থলগ্নীর ব্যবস্থাও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। এর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সমবায়ের পত্তন ও পরিচালনা, গ্রাম্য উন্নয়ন অঞ্চলের সীমারেখা নির্দ্ধারণ, ট্রেনিং স্কুলের পত্তন, কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত উন্নয়ন ব্যবস্থা, কৃষকদের অর্থ ধার দেবার ব্যবস্থা এবং চাষের জন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কৃষকদের সেগুলি সরবরাহ করা।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যেমন ব্যাপক, এর দায়িত্ব পালনও তেমনি দুরূহ। তবু বিপ্লবীদের একজন হিসাবে আমি সেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলাম।

কৃষি-সংস্কার আইন গৃহীত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১লা জুন কিউবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত বনসল এবং ফিদেল এই আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। এগারই জুন মার্কিন মহল থেকে প্রথম প্রতিবাদ পত্র আমাদের হাতে এসেছিল। মার্কিন মহল অবশ্যই আশা করেছিলেন যে আগে আগে যা' হয়ে এসেছে কিউবা সরকার এবারও তাই করবেন অর্থাৎ মার্কিন ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের নীতির রদ বদল করে নেবেন। কিন্তু আমাদের জাতীয়তা বোধ তখন শক্ত মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। বিপ্লবী সরকার নিজেদের এই দৃঢ় মনোভাবের কথাই মার্কিন সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজে ঘটেনি। যে সব নরমপন্থী এবং মার্কিন সমর্থক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রতিবাদ পত্রের ওপর আলোচনার সময় মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় তাঁদের পাঁচজন পদত্যাগ করলেন। তাঁদের মধ্যে

ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্তো আগ্রামন্ট, কৃষিমন্ত্রী হামবার্তো সোরিমাবিন এবং অন্তর্দেশীয় মন্ত্রী লুই অরলাণ্ডো রোড্রিগুয়েজ। মার্কিন মহল জানিয়েছিল যে তারা নীতিগত ভাবে কৃষি সংস্কারের বিরোধিতা করছে না, তাদের ভয় জমির পুনর্বণ্টন উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হবে, কিউবার অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে এবং এতে শিল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী অর্থবিনিয়োগ ব্যাহত হবে। পরে অবশ্য ওরা অন্য সুর ধরতে লাগল। বলল যে সব ভূস্বামীর কাছ থেকে সরকার জমি নিয়ে নিয়েছেন, তাদের যা' ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তা' কিউবার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয় এবং এতদিন ধরে যে সব মার্কিন ব্যবসায়ী কিউবায় অর্থবিনিয়োগ করেছেন তাদের ব্যাপারটা কিউবা সরকারের আরও সহানুভূতির সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত। ফিদেল তখন মার্কিন ব্যবসায়ীদের জানালেন যে তাদের সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ যেন সরকারের কাছে তারা পেশ করে। ব্যবসায়ীরা যে সংখ্যা দেখাতে লাগল তার মধ্যে অনেক কারচুপি রইলো। এরা বাতিস্তা সরকারের আমল থেকেই সরকারী খাজনা ফাকি দিয়ে আসছিল, কাজেই সত্য ঘটনা প্রকাশ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সুতরাং মার্কিন প্রতিবাদ পত্রে বলা হলো ক্ষতিপূরণ যেন যথেষ্ট, প্রয়োজনমত এবং তাড়াতাড়ি হয়, তার ব্যবস্থা করা বিপ্লবী সরকারের কর্তব্য। মার্কিন মহল শুধু বলতে লাগল যে প্রদত্ত খাজনার ওপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণের যে অঙ্ক ধার্য্য করা হচ্ছে তা' মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়।

কৃষি-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার পর সরকার বিপুল পরিমাণ জমি কিউবার ভূস্বামীদের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিলেন। ক্যামাগুয়ে প্রদেশেই সরকার গ্রহণ করলেন ২.৩ মিলিয়ন একর জমি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভূস্বামীরা মুখর হয়ে উঠল। সরকারী কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ওরা রেডিয়োতে প্রতিবাদ জানাল, এটোটিকো পার্টির নেতা এন্টনিও ভারোনা টেলিভিসনের মারফৎ বিষোদ্গার করতে লাগল। নতুন নির্বাচনের দাবী জানাল

সে। অনেকের মতে কম্যুনিস্টদের কর্মসূচীর চাইতেও কৃষি সংস্কার আইন বেশি বৈপ্লবিক। ওরা মিছিল বের করল, অনশন ধর্মঘটও চালাতে লাগল। তামাক শিল্পের মালিকরা জানাল যে এই আইনের আওতায় আসার চেয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া সহজসাধ্য। রক্ষণশীল সংবাদপত্রগুলিও এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল।

কিন্তু বিপ্লবী সরকার অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দিলেন এই ব্যাপারে। এ সব প্রতিবাদ বন্ধ করার কোন চেষ্টা সরকার করেননি। ফিদেল বললেন, সরকার এই ব্যাপারে সহনশীল এবং উদার। তিনি জানালেন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদীরা বল প্রয়োগেব আশ্রয় না নিচ্ছে অথবা ক্ষতিকর কাজে আত্মনিয়োগ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মত প্রকাশেব অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। সরকার কোন সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেননি অথবা এই প্রতিবাদেব অপরাধে কোন নাগবিককে গ্রেপ্তাব করেননি।

ঠিক এই সময়েই অন্য একটি ঘটনা ঘটলো। বিপ্লবী সরকারের বিমানবাহিনীর প্রধান ছিলেন মেজর পেড্রো দিয়াজ লানজ; তাঁকে সরিয়ে বিমানবাহিনীর কর্তৃত্ব দেওয়া হলো জুয়ান আলমিডার ওপর। লানজ সংগে সংগে পদত্যাগপত্র পেশকরলেন—প্রেসিডেণ্ট উরুসিয়ার কাছে তিনি এই অভিযোগ জানালেন যে কম্যুনিষ্টরা বিদ্রোহী বাহিনীর বড় বড় স্থানগুলি ক্রমশঃই অধিকাব করে নিচ্ছে, সরকারের অন্যান্য বিভাগেও কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য বেড়ে যাচ্ছে। দিয়াজ লানজ কিউবা ছেড়ে মার্কিণ মুল্লুকে চলে গেলেন এবং সেখানকার সিনেট সাব কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিলেন যে কিউবা সরকারে কম্যুনিষ্ট ছেয়ে যাচ্ছে।

মার্কিণ সবকারের সবচেয়ে বেশি ভয় কম্যুনিষ্টদের। এই গোলার্দ্ধে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্য তাদের চেষ্টাব অন্ত ছিল না। ফিদেলকে তারা তখনও কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেয়নি। আমি, রাউল কাস্ত্রো এবং বিপ্লবী সরকারের আরও কয়েক-

জনকে সন্দেহের চক্ষে দেখলেও আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের তখন পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। লানজ-এর সাক্ষ্যের পর মার্কিণ নীতি পাল্টাতে লাগলো দ্রুতগতিতে, তাদের সুরও বদলে যেতে লাগলো। বিপ্লবী সরকারের প্রতি তাদের বিশ্বাসবোধ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসতে লাগলো।

কিউবায় মার্কিণ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ সরকারের নীতি গঠিত হতে লাগলো। তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে বিপ্লবী সরকার যে ভাবে কিউবার ভূস্বামীদের জমি আয়ত্তে নিয়ে আসছেন, অল্প দিনের মধ্যেই মার্কিণ মালিকদের জমিও দখল করে নেবেন; ক্যাবিনেট থেকে নরমপন্থীদের পদত্যাগের পর এই সন্দেহ তাদের মধ্যে আরও দৃঢ়মূল হলো। যদিও তখন পর্যন্ত মার্কিণ স্বার্থে কোন ঘা লাগেনি, তবু সময় থাকতে সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তাই তারা বোধ করল। মার্কিণ সবকার হলো পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন, স্বদেশে আর বিদেশে মার্কিণ ব্যবসায়ী আর ধনপতি-দের স্বার্থরক্ষার চিন্তা ছাড়া তাদের চিন্তাশক্তি অন্য কোন খাতে প্রবাহিত হয় না।

যারা মার্কিণ সরকারের নীতি নির্দ্ধারণ করে তারা মার্কিণ ব্যবসায়ীদের স্বগোত্র অথবা তাদেরই প্রতিনিধি। সুতরাং কিউবায় অবস্থিত মার্কিণ ভূস্বামী আব শিল্পপতিদের মতের ওপর ভিত্তি করেই কিউবা সম্পর্কে তাদের নীতি তৈরী হ'তে লাগলো। তার ওপর কিউবায় বড় কৃষি ব্যবসায়ী মার্কিণ প্রতিষ্ঠান সুলিভান এবং মওয়েলের একজন অংশীদার হলেন জন ফষ্টার ডালেস। সুতরাং ফিদেলের নীতির মধ্যে কম্যুনিজমের গন্ধ পরিষ্কার ধরতে একটুও দেরি হলো না। এমন অভিযোগও আনা হলো যে ফিদেলের সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগ কম্যুনিষ্ট চীনের কম্যুনের ধারানুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। মার্কিণ সরকারী মহলে এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হলো যে ফিদেল কম্যুনিষ্টদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

কিন্তু আসল প্রশ্ন, সম্পত্তির মালিকানা। কিউবার জমির মালিক

এবং মার্কিণ ব্যবসায়ী দু' দলেরই স্বার্থ একই সূত্রে বাঁধা—কিউবায় নিজেদের সম্পত্তিগুলিকে অটুট রাখা। প্রতিবাদের ভাষ্য তারা বদলাতে লাগল, বলতে লাগল কিউবায় তারা যা করছে তা হলো—কম্যুনিজমের প্রকোপ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে তাবা ব্যক্তিগত মালিকানার সংগে যুক্ত করে দেখাতে লাগল যেন ব্যক্তিগত মালিকানা রদ হলেই গণতন্ত্রের সমাধি হয়ে গেল। কিন্তু আমরা যা করতে যাচ্ছি তা সাধারণ, গ্রামীন মানুষদের সর্বাংগীন উপকারের জন্য, আমরা জানি জনগণের সমর্থন একদিকে আমরা যেমন বিপুলভাবে লাভ করছি অন্যদিকে তেমনি হারাচ্ছি মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল মানুষের সমর্থন আর সংগে সংগে মার্কিণ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে যাচ্ছি।

এটাই স্বাভাবিক। ধনতন্ত্রী সমাজ মানস শুধু যে নিজেদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেই ব্যস্ত তা' নয়, জনগণের দাসত্বকে চির-কালীন করে রাখতে না পারলে তাদের স্বস্তি নেই, তাদের রাতের নিদ্রা বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। মার্কিন মহল কিউবার বিপ্লবী সরকার আব কম্যুনিজমকে সমগোত্রীয় করে নিল। ব্যক্তিগতভাবে এতে আমি খুশি, মার্কিন মহলে কিউবার বিপ্লবী সরকারের অন্য কোন পরিচয় আমার কাছে কাম্য ছিল না। আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস বোধ সম্পর্কে কোন মতামত এখানে আমি প্রকাশ করতে চাইনে, আমি জানি পরে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কবার সুযোগ আমার আসবে। আমরা কম্যুনিজমকে তখন পর্যন্ত কোন চোখে দেখছি, স্থানীয় কম্যুনিস্টদের সংগে নিজেদেব কতখানি যুক্ত করেছি, তাদের নীতিকে কতখানি মূল্য দিচ্ছি এসব না বিচার করেই—মার্কিন মহল শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরেই আমাদের ভিন্নতর শিবিরে চালান করে দিলেন। মার্কিন বিদ্বেষ আমাদের অন্তরে অনেকখানি ছিল, সেটা মার্কিন মুলুকের জনগণের প্রতি বিদ্বেষ নয়, সেটা সরকারী ধনতান্ত্রিক নীতি এবং লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে মার্কিন সরকারের মনোভাবের জন্যই। তবু

গঠনতান্ত্রিক ব্যাপারে, কিউবার আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে আমরা তখন নিজেদের ব্যস্ত রাখতে চাইছি, কোন রাজনৈতিক বাদানুবাদে নেমে নিজেদের কর্মোদ্যোগকে ক্ষুণ্ণ করার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমাদের নেই। বস্তুতঃ রোড্রিগুয়েজ এবং দিয়াজ লানজ যখন মার্কিন মহলে কিউবা সরকারের মধ্যে কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশের অভিযোগ নিয়ে হৈ চৈ করছেন এবং মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে তার বিস্তৃত বিবরণ ফলাও করে ছাপা হচ্ছে তখন, ১৯৫৯ সালের ২২শে জুলাই কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টি একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে কিউবার সংবাদপত্রগুলির কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রচারের নিন্দা করলেন। তখন পর্যন্ত সরকারী কর্মসূচীর ওপর কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টির কোন প্রভাব ছিল না। কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ মার্কিন ব্যবসায়ীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত গল্পকথা মাত্র। বিপ্লবী সরকার দৃঢ়ভাবে সংস্কার চালিয়ে যাবার যতই চেষ্টা করে যেতে লাগলেন মার্কিন মহল ততই দৃঢ়ভাবে ধরে নিতে লাগলেন যে শিগগির কিউবার সরকার নিজেদের কম্যুনিস্ট আখ্যায় ভূষিত করবেন।

ঘটনার অন্য একটি পরিণতিও লক্ষ্য করার মতো। বিপ্লবী সরকার সংস্কার আইনকে কাজে পরিণত করবার যতই চেষ্টা করতে লাগলেন, কিউবার ধনী নাগরিকদের বিরোধিতা ততই বাড়তে লাগলো। নরমপন্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। একমাত্র কম্যুনিস্টরাই সরকারী নীতিতে তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে জানালেন এবং সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁরা কোন সর্ত আরোপ করেননি এবং সরকারী নীতির কোন ব্যাপারেই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেননি। সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই, আমাদের '২৬শে জুলাই দল' কিউবার কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি-সূচক মনোভাব দেখাচ্ছিলেন।

ফিদেল তখন ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন সরকারের সংগে

বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি আগ্রহী কিন্তু কোন রকমেই কৃষি সংস্কার আইনের রদ বদল করতে তিনি রাজী নন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ওটা এখন আইনের ব্যাপার, জমি বণ্টন করা হবে নিঃস্ব চাষীদের মধ্যে, জমির জন্য ক্ষতিপূরণ করা হবে সরকারের সাধ্যানুযায়ী। এতে তিনি অবিচল। প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজও পুরোদমে চলছিল। আগষ্ট মাসে ওরিয়েন্টি প্রদেশের দু'শ ভূমিহীন পরিবারকে জমি দেওয়া হলো। সরকার ঘোষণা করলেন যে গত ছ'মাসে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে ছ'শ মাইল, বছরের শেষে রাস্তা তৈরীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে আরও ন' মিলিয়ন ডলার। জল নিষ্কাষন এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট তিনশ মিলিয়ন ডলার এবং এই ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ ও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

আগষ্ট মাসে সরকার হেবিয়াস কর্পাস আইন পুনর্বহাল করলেন। এই আইন বছরের গোড়ার দিকে তুলে নেওয়া হয়েছিল যাতে যুদ্ধাপরাধীরা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে না পারে। এমন সময় তা' করা হলো যখন প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে আমরা বিব্রত হয়ে পড়েছি। পরের সপ্তাহেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ডোমিনিকান রিপাবলিক থেকে আগত দলের প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া হলো। কয়েক সপ্তাহ পরেই ফ্লোরিডা এবং সান্টো ডোমিংগো থেকে আগত কয়েকটি বিমান কিউবায় অবতরণ করলো! ফিদেল কিন্তু এই ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেননি। পরে এই জাতীয় ঘটনা যখন বারবার ঘটতে লাগলো ফিদেল শুধু এই মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি বুঝতে পারছেন না মার্কিণ সরকার কীভাবে এই ব্যাপার 'সহ্য' করে যাচ্ছেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর মার্কিণ রাষ্ট্রদূত বনসল ফিদেলের সংগে দেখা করলেন। ফিদেল তাকে আন্তরিকভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন যদিও তখন মার্কিণ সিনেট ফিদেলের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ শেষ হতে না হতেই বনসলকে ডেকে

পাঠান হলো ওয়াসিংটনে। ফিদেল অবশ্যই তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বৈপ্লবিক কর্মসূচী পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। জানা গেল মার্কিণ মহল তিনটি বিষয়ে কিউবা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। প্রথমটি কৃষি সংস্কার আইন, দ্বিতীয়টি হলো কিউবার টেলিফোন কোম্পানীর বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ আর তৃতীয়টি মার্কিণ মালিক গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত কিউবান ইলেকট্রিক কোম্পানীর বিদ্যুতের দাম সরকার কর্তৃক কমিয়ে দেওয়ায়। এটা হলো কিউবার প্রতি মার্কিণ কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের প্রথম ধাপ যাতে মার্কিণ সরকার বুঝিয়ে দিল যে বিপ্লবী সরকারের নীতির প্রতি তাদের কোন সমর্থন থাকতে পারে না।

অন্যান্য অভিযোগও অবশ্যই ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে উত্থিত হয়েছে। কিউবা সরকার লাতিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধীন সরকারগুলিকে উৎখাত করার জন্য নাকি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওখানকার বিপ্লবীদের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি নিজে কিউবার মানুষ নই, কিউবার বিদ্রোহে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি বিপ্লবের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হবার জন্যে। আমি জানি কিউবার ক্ষেত্রে যে সাফল্য আমরা লাভ করেছি, সারা লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সেই সাফল্য অর্জন করতে হলে আরও দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ডোমিনিকান রিপাবলিক, গুয়াতেমালা, পানামা, নিকারাগুয়া, চিলি, বলিভিয়া. আর্জেন্টিনা প্রত্যেকটি দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের সংগে নাড়ীর টান অনুভব করি। আমি জানি এমন সময় হয়তো পড়বে যখন এখানকার কাজ শেষ করে আমাকে অন্য কোন দেশের বিপ্লবী যুদ্ধে হাত মেলাতে হবে। মার্কিণ সরকার অথবা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার তাঁবেদারদের টনক নড়েছে কিউবা বিপ্লবের অসাধারণ সাফল্যে, তাই যে কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবী কার্য কলাপের পেছনে কিউবা সরকারের অদৃশ্য হাত তারা আবিষ্কার করছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত. কিউবার সরকার নিজের শক্তিকে

সংহত করার সুযোগ পাননি, তাঁদের সামনে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, বাতিস্তা শাসনের অপচিহ্নগুলি তখনও সারা দেশে ছড়িয়ে রয়ে গেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে মনোযোগ দেবার সময়ও আমাদের হাতে সত্যিই নেই! তাই এসব অভিযোগের বিন্দুমাত্রও ভিত্তি ছিল না যদিও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে কিছু করাব মতো অবস্থা থাকলে আমি নিজে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতাম।

কিন্তু বিপ্লবী সরকাব অন্য কোন দেশে বিপ্লবের বিস্তারে তখন পর্যন্ত কোন সহাযতা কবেননি অথবা ভবিষ্যতে করবেন এমন কোন পরিকল্পনাও গ্রহণ করেননি। মার্কিনী অভিযোগ পুরোপুরি অমূলক। কাবণ অর্গানিজেশন অব্ আমেরিকান স্টেটস্ এব সভ্য কিউবা নিজের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেব সংগেও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় বাখাব জন্য কিউবা সরকার যথাযথ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আমি নিজে তখন বিদেশ ভ্রমণ করছি, আমাকে এর মধ্যে জড়িত কবে নেবাব কোন উপায় ছিল না। কিউবায় প্রত্যাবর্তনের পর আমাব ওপর কাজেব যে পরিমাণ দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে অন্য কোনোদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেবার ফুরসৎ আমার ছিল না। আমি পারিবারিক জীবনও একরকম অস্বীকার করেই চলছিলাম, কাবণ দিনরাতেব বেশিব ভাগ সময়ই সরকারী কাজেব মধ্যে আমাব কেটে যাচ্ছিল।

১৯৫৯ সালের ২৬শে নভেম্বর কিউবাব ন্যাশনাল ব্যাংকের দায়িত্ব আমার ওপব ন্যস্ত হলো। আমি নিজে অর্থনীতির ছাত্র নই, তবু এ'কাজের দায়িত্ব নিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইনি। আমি দিনে দিনে নিজেকে এই কাজের যোগ্য কবে তুলেছিলাম। এই গুরু দায়িত্ব আমার ওপর চাপানোর পেছনে বেশ খানিকটা রহস্য ছিল।

পরিষদের বৈঠকে ফিদেল ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনাদের মধ্যে ইকনমিস্ট (অর্থনীতিবিদ)কে আছেন ?

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, ফিদেলের প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি। যেন শুনলাম ফিদেল জিজ্ঞেস করছেন, কম্যুনিস্ট কে আছেন? বেশ জোরের সংগেই জবাব দিলাম,

—আমি'। ফিদেল সংগে সংগে হেসে ফেললেন। বললেন, —বেশ ত, তোমার ওপরই ন্যাশনাল ব্যাংকের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

কি আর করি নিতেই হলো দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে, আমি যে নিজের বাণেই বিদ্ধ হয়ে গেছি।

যতদূর মনে পড়ে প্রথম যেদিন কর্মভার গ্রহণ করলাম সহযোগীদের প্রশ্ন করেছিলাম,

—বলতে পারেন কোথায় কিউবা তার সঞ্চিত সোনা আর ডলার মজুত রেখেছে?

ওঁরা সমস্বরে জানালেন,

—ফোর্ট নক্সে।

সর্বনাশ, মনে মনে প্রমাদ গুণলাম আমি। মার্কিণ মহলের সংগে আমাদের মন কষাকষি যে চেহারা নিচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে কিউবা যে দেউলিয়া হয়ে যাবে। অর্থনীতিজ্ঞ নই বলেই হয়তো স্বাভাবিক প্রেরণা বশে একটি সুরাহার কথা আমার মনে এলো। সংগে সংগে ব্যবস্থাও গ্রহণ করলাম ভাল মন্দের চুলচেরা হিসেব না করে। সঞ্চিত সোনাকে কারেন্সিতে রূপান্তরিত করে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বিক্রিজাত অর্থ কানাডা এবং সুইস ব্যাংকে রপ্তানী করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেললাম। কোন্ মানসিক অস্থিরতার তাড়নায় এমন একটা জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলতে পারি না, আমার কাজে সহযোগীরা এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুখ ফুটে বিরুদ্ধ সমালোচনা অবশ্যই কেউ করেননি কারণ—সকলেই জানতেন শাসন সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই আমরা জটিল পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। পরে যখন মার্কিন সরকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিউবার সম্পত্তিগুলি

বাজেয়াপ্ত করলেন—সৌভাগ্যক্রমে আমরা দেউলিয়া হয়ে যাইনি। তখন অনেকেই আমার দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সবিনয়ে স্বীকার করছি এর মধ্যে আমার কৃতিত্ব তেমন কিছু নেই—এটা নিজেদের ভবিষ্যতকে নিষ্কণ্টক করার জন্য আমার অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা মাত্র।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মাধ্যম হলো অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা। আমার আজীবনের স্বপ্ন হলো সমাজতন্ত্র, আমি মানবিক অবদানে একান্ত বিশ্বাসী, আমার সংকল্প সমাজতান্ত্রিক মানুষ সৃষ্টি। সোভিয়েত রাশিয়া অথবা চীনের সমাজতান্ত্রিক বিলি ব্যবস্থার কাঠামোকে পত্তনের মধ্যে স্বাগত জানালেও আমার নিজস্ব অনেকগুলি সন্দেহকে নিরসন করার জন্য আমি তন্ন তন্ন করে এই দুটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি। কিউবায় সে সব ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিতভাবে প্রয়োগ করার কথা আমি কখনোই অনুমোদন করতে পারিনি। প্রধানতঃ এখানেই কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির সংগে আমার মতৈক্য ছিল না। জনগণের মানবতাবোধের স্বীকৃতি দিতে আমি কুণ্ঠিত নই। সমাজতন্ত্রের খাঁচা তৈরী করে তার মধ্যে জনগণকে ভরে দেবার চিন্তাটাই আমার কাছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ক্ষতিকর বলে মনে হতো। এটা যেন ঘোড়ার আগেই গাড়ীর ব্যবস্থা। এবং এর বিকল্প ব্যবস্থাটাই আমার কাম্য। অর্থাৎ আগে সমাজবাদী মানুষ তৈরী করতে হবে, জনগণকে সমাজবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, ওদের ধ্যান-ধারণাকে ব্যক্তি স্বার্থের কারাগার থেকে মুক্ত করতে হবে। তারপর নিজেদের প্রয়োজনের নিরিখেই ওঁরা সমাজতন্ত্রের আংগিক তৈরী করে নেবেন, ওঁদের স্বাধীনতা ও মুক্তির আস্বাদ তাতে তিক্ত হয়ে উঠবে না। কিউবার ন্যাশনাল ব্যাংকের দায়িত্ব নিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে কিউবার সম্পদ ও জীবন বোধের ভিত্তিতে আমি নতুন করে তৈরী করতে চেয়েছিলাম।

ভারী খাটতে হচ্ছিল আমাকে, আমার স্ত্রী আলিদা প্রায়ই

অভিযোগ করছিলেন, অভিমানে ওঁর দু'চোখ ছলছল করে উঠতো কিন্তু তবু তিনি আমাকে বাধা দিতেন না। ওঁর প্রতি একান্ত অনুরাগ, সত্বেও আমি সময় করে উঠতে পারতাম না ওঁকে সংগ আর সাহচর্য দেবার। গানের ভক্ত ছিলেন তিনি, বিশেষ করে ধ্রুপদী গানের। বাড়ীতে ওঁর সংগে থাকার যতটুকু সময় পেতাম, গান শুনতে আমারও ভাল লাগতো। বীটোফেন আমার বরাবরই প্রিয়, তাঁর সুরের মূর্চ্ছনায় যেন আমি মগ্ন হয়ে যেতে চাইতাম। অল্প বয়স থেকে আমি কবিতার ভক্ত, পাবলো নেরুদার কবিতা আমাকে পাগল করে তোলে, সময় পেলেই তাঁর কবিতার কয়েকটি পড়তে থাকি। আমার যে অনেক কিছু শিখতে আর জানতে ইচ্ছে করে, সারা ল্যাটিন আমেরিকার, শুধু ল্যাটিন আমেরিকার কেন, সারা পৃথিবীর সব ঘটনা এবং তার পরিণতি সম্পর্কে আমি যে ওয়াকিবহাল থাকতে চাই। কিন্তু সময় তো নেই—সময়ের যে বড় বেশি অভাব। পড়তে আমার ভাল লাগে, হাতের কাছে বই পেলে তো গোগ্রাসে গিলতে থাকি। অভ্যাসটা তৈরী হয়েছিল যখন থেকে সিয়েরা মেস্ত্রোর সংগ্রামে গেরিলার ভূমিকা নিয়েছি। খাওয়া থেকে, ঘুম থেকে সময় নিয়েছি চুরি করে, আলিদার সতর্ক দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিয়েছি অনেক-বার, স্বাস্থ্য আমার ভাল নয়, বাবার আন্তরিক চেষ্টায় নিজেকে যে কোন কাজের জন্য মজবুত করে নিলেও ডাক্তার হিসাবে আমি জানি আমার স্বাস্থ্য অটুট নয়, শরীর আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই যখন সুস্থ থাকি, যতক্ষণ পারি পড়াশুনা ও কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে থাকতে চাই। আরও অনেক কাজ এখনো বাকী। আলিদা নিজেকে ব্যস্ত করেছিলেন ফেডারেশন অব কিউবান উম্যান নামক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে। আমাদের দাম্পত্য জীবন একেবারে সরল আর স্বাভাবিক, সাধারণ খাওয়া, কোন বিলাসিতার প্রাচুর্য আমাদের কারও পছন্দ নয়। আলিদা অন্যান্য সাধারণ মেয়েদের মত নন, নিজের চারপাশে সুখ সৌভাগ্যের পাহাড় তৈরী করার দিকে তাঁর

বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। খেতে ভালো লাগতো স্টিক্, সম্ভব হলে লেটুস আর টম্যাটোর স্যালাড, খানিকটা স্প্যানিশ কনাক। পোষাকের দিকে নজর দেবার অবকাশ এখনও পাইনি আমি। জনতার চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেই আমি অভ্যস্ত, আমার ভিড় ভাল লাগে না, স্তাবকতা অসহ্য ঠেকে, আমি নিঃসংগ থাকতে ভালবাসি। নিজেকে নিয়ে মগ্ন থাকতে পারলে আমি আর কিছু চাইনে। ফিদেল আবার আমার ঠিক উলটো, তার স্বভাবে প্রাণবন্যার অন্ত নেই, সর্বদাই চটপটে, সর্বদাই তারুণ্যের জোয়ারে ভরপুর, টগবগ করে যেন ফুটছেন জীবনী-শক্তির উত্তাপে। ফিদেল ছাড়তেন না, তার জন্যই কোন কোন সভা সমিতিতে আমাকে যেতে হতো, জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে হতো। আমি ফিদেলের মতো বাগ্মীতায় অধিকারী নই, তাঁর মানসিক ক্ষমতার কাণাকড়িও আমার মধ্যে নেই। আমার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর সন্দেহের অবিরাম দোলা। কথা বলতে গেলেই আমাকে ভাবতে হয়, ভাবতে গেলেই নানা রকম সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ি আমি, নিজের কথা নিজের কানেই কেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তার চেয়ে কাজ ভাল, সবচেয়ে ভাল চার নম্বর মন্টি ক্রিস্টো সিগারের ধূমপান, তাতে আত্মস্থ হয়ে থাকা। কাজ, কাজ—সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ; এই দুইকে মেলানো।

কিউবার ঘটনাবলী থেকে আমি অনেকখানি সরে এসেছি। আবার পুরানো কথার খেই ধরি। ১৯৫৯ সালের নবেম্বর মাসে কিউবান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দশম জাতীয় অধিবেশন ডাকা হলো। তাতে যোগ দিলেন তিন হাজার প্রতিনিধি। বাতিস্তার পতনের পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম। নানাদিক থেকে এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইণ্টার-আমেরিকান্ রিজিওন্যাল কংগ্রেস অফ্ ওয়ার্কার্স (ও, আর, আই, টি) থেকে একটি প্রস্তাব মারফৎ কিউবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। সেই বিচ্ছিন্নকরণের অনেকগুলি সংগত কারণ ছিল। ও, আর, আই, টি কেবলমাত্র নামে শ্রমিকদের

প্রতিষ্ঠান হলেও এটি রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় তখনও ওঠা বসা করছে, এর কোন স্বতন্ত্র বৈপ্লবিক সত্তা নেই। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের একাংশে বলা হলো—"অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে কিউবার বিপ্লব হলো সারা ল্যাটিন আমেরিকার পথ প্রদর্শক। আমরা শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসাবে এগিয়ে চলার জন্যই ল্যাটিন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে থাকবো এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ও, আর, আই, টি যে ভ্রমাত্মক নীতি ও পন্থা অনুসরণ ক'রে আসছে তার বিরুদ্ধতা করা ছাড়া আমাদের শ্রমিক সংগঠনের কাছে অন্য কোন বিকল্প রাস্তা খোলা নেই।" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হলো এই, যে ওরা বলল এটা হলো কিউবার শ্রমিক আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের পরিচায়ক। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরও কিউবার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করল। শ্রমিক কংগ্রেসের সাহসী মনোভাবে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুশী বোধ করেছিলাম।

সুতরাং বিপ্লবী সরকারের এক বছরের শাসনকালেই কিউবার আভ্যন্তরীন জীবনবোধ সমাজতন্ত্রের আদর্শের দিকে একটু একটু করে ঝুঁকে পড়েছিল। একটা জাতি যেন আপন প্রাণ রসে সঞ্জীবিত হয়ে ভবিষ্যতের অগ্রগতির রাজপথ তৈরী করে নিচ্ছিল অবিচলিত নিষ্ঠার সংগে। ব্যাপক অর্থে কিউবা সরকার কম্যুনিষ্ট নন, মার্কিণ মহল তার স্বরূপের যে অপব্যাখ্যা তখনই শুরু করে দিয়েছিল তার জন্য কিউবা সরকার একটুও দায়ী নন। পক্ষান্তরে কিউবার কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন নীতিকেই সরকার বিনা বিচারে মেনে নেননি এবং সরকারী নীতির সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতার অপেক্ষা রাখেনি। ফিদেল সমাজতান্ত্রিক সরকার *গঠনকেই জনকল্যাণের চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।*

দিয়াজ লানজ যে মুহূর্তে হাভানায় পালিয়ে গেল, ঠিক তখনই ক্যামাগুয়ে প্রদেশের সামরিক কমাণ্ডার মেজর হুভার মাতোস পদত্যাগ করে বসল। চারদিকে সরকার বিরোধী হিংসাত্মক

কাজকর্ম বেড়ে যাওয়াতে পদত্যাগ পত্র পেশ করার পর মাতোসকে গ্রেপ্তার করা হলো। মাতোসের সংগে সংগে বিপ্লবী বাহিনীর আরও বেশ কয়েকজন অফিসার পদত্যাগ পত্র পেশ করে বসলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগ আনা হলো। ফিদেল এবং বিপ্লবী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর ক্যামিলো সিয়েন ফুগোস সেদিনই বিমান যোগে ক্যামাগুয়ে সহরে গিয়ে পৌঁছলেন। হাজার হাজার নাগরিক তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রায় দু'লক্ষ লোকের সামনে বক্তৃতা প্রসংগে ফিদেল মাতোসের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ জানালেন যে তিনি কৃষি সংস্কার আইনের বিরোধিতা করে প্রদেশের বড় বড় ভূস্বামীদের সংগে হাত মিলিয়েছেন এবং তাতে ওই প্রদেশে কৃষি সংস্কার আইন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বসেছে।

বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য মাতোস কম্যুনিস্ট বিরোধিতার ব্যাপারটিকে সামনে টেনে এনেছে, যেমন করে করেছে দিয়াজ লানজ এবং কিউবার উচ্চবিত্তরা এবং মার্কিন ব্যবসায়ী মহল। এখানে এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে গত জানুয়ারী মাস থেকেই যখন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাতোস কম্যুনিস্টদের বহিষ্কৃত করে দেবার কথা বলে আসছে। যাঁদের সে সরকার থেকে বের করে দিতে চায় তার মধ্যে '২৬শে জুলাই দলের' অন্যতম প্রধান নেতা রাউল কাস্ত্রোও ছিলেন। অর্থাৎ কিউবার সমাজ ব্যবস্থায় কোন বিশেষ পরিবর্তনের জন্য যাঁরা একান্ত ভাবে আগ্রহী মাতোস তাঁদের সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং কৃষি সংস্কার আইনের বিরোধিতা করে মাতোস বিপ্লবী সরকারকেই একান্ত সংকটের দিকে ক্রমশঃ ঠেলে দিচ্ছিল।

২১শে অক্টোবর ক্যামাগুয়েতে ফিদেল যে ভাষণ দিলেন তাতে মাতোস এবং দিয়াজ লানজকে একসংগে জড়িত করে ফেললেন। ফিদেল এই অভিযোগ আনলেন যে যেহেতু মাতোস সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তার

কার্য্যকলাপ সরকারের পক্ষে চরম ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারতো।

দু'মাস পরে মাতোস এবং তাঁর চৌত্রিশ জন সহযোগীকে বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। বিচারে মাতোসের বিশ বছরের জেল হলো আর তার সহযোগীদের একুশ জন শাস্তি পেল দু'বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, তের জনকে মুক্তি দেওয়া হলো।

মাতোসের উদাহরণ একটি ঘটনা মাত্র নয়। আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলাম যে কম্যুনিস্ট বিরোধিতার ধুয়ো তুলে বিপ্লবীদের মধ্যে ভাঙন এবং বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচীকে ব্যাহত করার যে কোন অপচেষ্টাকে কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অথবা সরকার কম্যুনিস্ট দমন করতে এক পা' এগিয়ে যাবেন না শুধু মাত্র স্বদেশে ও বাইরে সরকার বিরোধীদের সন্তুষ্ট করার জন্য। অন্যান্য কিউবা বাসীদের সহযোগিতা আমরা যে রকম খোলা মনে গ্রহণ করছি কম্যুনিস্টদের সহযোগিতাকেও সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো।

ফিদেল এই প্রসংগে বলেছিলেন —সংগ্রামী মানুষরা কোন দলের সে সম্পর্কে আমরা কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলিনি কারণ কোন দলের প্রতি আনুগত্যের কোন বিশেষ দাম নেই। জনগণ যদি সংঘবদ্ধ হন তবেই বিপ্লবের সাফল্য আসতে পারে জনগণের স্বার্থত্যাগের প্রস্তুতিই হলো বিপ্লবের সাফল্যের মূল মন্ত্র।

বিপ্লবের সাফল্যকে খর্ব করার জন্য, আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য, সারা ল্যাটিন আমেরিকা এবং মার্কিন মুল্লুকে প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল।

কিউবায় বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্ব মার্কিন সরকারের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক বলে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছে। ফ্লোরিডা থেকে বিমান যোগে প্রতিবিপ্লবীরা গোপনে কিউবায় অবতরণ করছিল, সরকার বিরোধী প্রচার পত্র বিলি করছিল এবং ধ্বংসাত্মক কাজ কর্মের পরিমাণও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত সতর্ক না থেকে আমাদের কোন উপায় ছিল না। গঠনমূলক কাজ কর্মে

আত্মনিয়োগ করে কিউবার গণমানসকে নতুন ভাবে তৈরী করে নেবার কোন সুযোগই আমাদের দেওয়া হচ্ছিল না।

২৭শে অক্টোবর হাভানায় এক মহতী সভার সামনে ফিদেল বললেন যে বিমান আগমন বন্ধ করার ব্যাপারে মার্কিন সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। আমি এই বছরের গোড়ায় প্রস্তাব এনেছিলাম যে প্রতি-বিপ্লবী কাজ কর্ম বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো ব্যাপক ভাবে জন-বাহিনী গঠন এবং জনগণকে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলা যাতে দেশের যে কোন অঞ্চলেই স্থানীয় লোকেরা প্রতিবিপ্লবীদের কাজে সরাসরি বাধা দিতে পারেন।

ওখন আমার সহযোগীদের অনেকেই এতে তেমন গা করেননি। কিন্তু ফিদেল এবার ঘোষণা করলেন যে জন বাহিনী গঠনে সরকার এখন থেকে তৎপর হবেন। তিনি আরও জানালেন যে প্রতি-বিপ্লবীদের বিচারের জন্য সবকার বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন।

ফিদেল মিথ্যে হুমকী দেবার মানুষ নন। মার্কিন সরকারী মহলও তাই জানত। সুতরাং মার্কিন রাষ্ট্রদূত বনসলের পুনরাবির্ভাব ঘটলো। তিনি জানালেন যে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে খর্ব করার জন্য তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে সংবাদ পত্র গুলিতে প্রকাশ করা হয়েছে। ফ্লোরিডা থেকে বিমান আগমন সম্পর্কে তিনি জানালেন যে মার্কিন সরকার স্বীকার করছেন যে ফ্লোরিডা থেকেই এ'সব বিমান কিউবায় এসেছে কিন্তু এই বে-আইনী বিমান চলাচল বন্ধ করার জন্য মার্কিন সরকার কিছু করেননি বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা ঠিক নয়। যেহেতু মার্কিন শাসনের ভিত্তি হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সুতরাং কারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ না থাকলে সরাসরি তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কিউবা সরকারও কোন বিশেষ আইন ভংগের অভিযোগ উত্থাপন করেননি। বনসল জানালেন যে মার্কিন সরকার কিউবার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে রাজী নন। তিনি এতে যা বোঝাতে চাইলেন তা হলো বিপ্লবী অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের ওপরে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে নিজেদের হাত

কলংকিত করেছেন। কিউবার অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে মার্কিন সরকারের সহানুভূতি থাকলেও কিউবায় মার্কিন নাগরিক স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাও তাঁর সরকারকে দেখতে হবে। পরিশেষে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের প্রসার সম্পর্কেও তিনি আমাদের সাবধান করে দিতে ভুললেন না।

॥ ১১ ॥

ইতিহাসের পাতা আমাকে দ্রুত উল্‌টিয়ে যেতে হবে। কিউবা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত বিরোধ নিয়ে যে যাই বলুন না কেন আমি জানি মার্কিন শাসন সাম্রাজ্যবাদের জঠরে দীর্ঘদিন আগেই নিজেকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে। মার্কিন স্বার্থ ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বময়। যে কোন অঞ্চলেই অনুন্নত কোন রাষ্ট্র যদি নিজের অর্থনীতিকে স্বতন্ত্রভাবে গঠন করতে চান, সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে চান সমাজতান্ত্রিক মানুষ তৈরী করতে চান—মার্কিন শাসনের সংগে তাঁদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাউকে বিনা যুদ্ধে অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সূচাগ্র জমিও ছাড়বে না।

সুতরাং তা নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনে। ইতিহাসের সেই ক্রান্তি কালে যে সব কঠিন, জটিল এবং অন্ধকার মুহূর্তগুলি আমরা পেরিয়ে আসছিলাম সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি দিয়ে যাবো।

আমার প্রাথমিক স্বপ্ন ছিল কিউবায় সমাজতান্ত্রিক মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করা। কি করে তা সম্ভবপর হতে পারে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার পরিকল্পনাও আমার ছিল। কিন্তু স্থানীয় কম্যুনিস্টরাও আমার সংগে এ'ব্যাপারে একমত হতে পারছিলেন না। তাঁদের সংগে বিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে। কম্যুনিস্টরা বরাবর জোর দিয়ে এসেছেন, এখনও আসছেন এই নীতির ওপর, যে মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধনের আগে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন।

এতে আমার কোন সায় নেই। কেবল মাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো তৈরী করার জন্যই এতটা পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, যুদ্ধে লিপ্ত হবার আশংকা এবং ধ্বংসের ভূমিকা গ্রহণ করতে যাবো কেন, যদি শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি ব্যক্তিগত লোভ, উচ্চাশা এবং আকাংখাকে জাগিয়ে তোলার সম্ভাবনার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়? সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ত এই নজীর অনেক রয়েছে। যাঁদের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সেই জনগণের ওপরেই যদি তাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে হয় তা'হলে তার মূল্যমান কমে যেতে বাধ্য।

কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তা। শুধ্ চিন্তা নয়, ব্যক্তিগত নীতিবোধ। নিজের জীবনকে এই নীতিবোধের মশালে আমি বারবার স্পষ্ট করে দেখতে চেয়েছি, আমার সাফল্য অসাফল্য সমস্তটাই এই নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কিউবার জাতীয় ব্যাংকের দায়িত্ব নিয়ে আমি বড় বেশি বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম।

একদিন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার সওয়ার আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চালালাম আমরা।

ভদ্রলোক পরে মন্তব্য করেছিলেন—"গুয়েভারা জানেন এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ, ব্যালান্স অফ পেমেন্ট প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর পরিষ্কার ধারণাও আছে. বস্তুতঃ ফিনান্স এবং অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার এবং কি করতে চান যে সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মনে হয়েছে আমি যেন আর একজন ব্যাংকারের সংগেই কথা বলে যাচ্ছি কিন্তু আমি ত জানি ব্যাটাচ্ছেলে হলো একজন পাঁড় মার্ক্সবাদী।"

এই বিবৃতির প্রতি সহকর্মীরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি হেসেছিলাম। অর্থনীতি সম্পর্কে এ'সব মানুষের ধারণা কত সীমিত আর সীমাবদ্ধ! মার্ক্সবাদীরা যেন কোনদিনই অর্থনীতিবিদ নন।

আর একটা সামান্য ঘটনা আমাকে তখন ভীষণ ভাবে চমকে দিয়েছিল এবং আমার মনের মধ্যে এই বিশ্বাসবোধকে আরও দৃঢ়মূল করে তুলেছিল যে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে আমার ধারণাই সত্য , ব্যাংকের ডিরেক্টর হিসাবে ইম্‌পোর্ট পারমিট দেবার দায়িত্ব ছিল আমার এবং গোড়া থেকেই কিউবার রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য এবং কিউবাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে আমি ইম্‌পোর্ট পারমিটের পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

এই প্রসংগে একদিন হাভানার একটি বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের একদল মহিলা কর্মী আমার সংগে দেখা করতে এলেন এবং আমাকে অনুরোধ জানালেন যে আমি যেন ওঁদের কোম্পানীকে আরও বেশি পরিমাণ জিনিষপত্র আমদানী করার অনুমতি দিই নইলে ওঁদের সকলেরই কয়েকদিনের মধ্যে চাকরি যাবে।

ওঁরা বললেন—আমাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিতা এবং ছেলে পুলে আছে। স্টোরের যদি দরজা বন্ধ করে, আমাদের সবাইকেই পথে দাঁড়াতে হবে। ওঁদের পরের দিন দেখা করতে বললাম। জানালাম আমি এর মধ্যে একটি সমাধান খুঁজে বের করবো।

পরদিন অবশ্যই ওরা এলেন, আমি হাসিমুখে ওঁদের অভ্যর্থনা করে জানালাম—আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

মহিলারা সবটা শোনার আগেই কলকল করে আমাকে প্রশংসা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম—

—কিউবায় এ'বছর টমাটোর ফলন হয়েছে খুব বেশি। আপনারা মাঠে গিয়ে টমাটো তুলতে থাকুন, দোকানে মাইনে বাবদ যা' আপনাদের রোজগার হয় দেখবেন এতে তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার হবে।

মহিলারা শুনে থ' হয়ে গেলেন, ওঁদের হাসি বন্ধ, মুখ বন্ধ, এমন প্রাণান্তকর রসিকতা ওঁরা যেন আর কখনো শোনেননি।

দ্বিতীয় কথা বলার মতোও উৎসাহ রইলো না ওঁদের, আস্তে আস্তে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি যে এমন একটা প্রস্তাব আনতে পারি ওঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। ওঁদের মানসিক প্রস্তুতি এ' ব্যাপারে এতটুকুও নেই।

দোকানের বিক্রির চাকরি ছেড়ে দিয়ে মাঠে গিয়ে টমাটো তুলে জীবিকা নির্বাহের প্রস্তাবের মধ্যে যেন চূড়ান্ত অস্বাভাবিকতা রয়েছে এবং আমি যেন ইচ্ছে করেই ওঁদের সমস্যাটা খেলো করে ওঁদের অপমান করলাম। বলতে একটুও দ্বিধা হবে না যে এঁরা সমাজতন্ত্রী মানুষ নন, এঁদের মানসিকতা পুরোনো ট্রাডিশনের সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোন ভূমিকা নেবার জন্য এঁরা তৈরী হননি।

অক্টোবরের শেষাশেষি এবং নভেম্বরেব গোড়ার দিকে বিপ্লবী সরকার কিউবায় মার্কিন অধিকার ভুক্ত সম্পত্তিতে প্রথম হাত দিলেন। মার্কিন মালিকানায় যে সব গো-পালন কেন্দ্র ছিল, তাব মধ্যে বড় দু'টিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করে নেওয়া হলো।

এর একটি হলো, ওরিয়েন্টি প্রদেশে ছাপান্ন হাজার একর জমি নিয়ে তৈরী পিনগ্রি গো-পালন কেন্দ্র এবং ক্যামাগুয়ে প্রদেশের একুশ হাজার একর জমি নিয়ে তৈরী এল্ ইণ্ডিয়ো গো-পালন কেন্দ্র। হাভানার নব্বুই মাইল পূর্বে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল হারভেণ্ট কোম্পানীর ৫৬০০ একর জমি নিয়ে তৈরী চাষের ক্ষেত্র এবং ফাইবাব মিলও সরকার অধিকাব ভুক্ত করে নিলেন। ওরিয়েন্টি প্রদেশে চেথেলহেম ষ্টিক কোম্পানীর দশ হাজার একর জমি এবং কিউবান্ ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানীর ত্রিশ হাজার একর জমি সমেত মার্কিন মালিকানা ভুক্ত আরও পঁচাত্তর হাজার একর জমিও সরকার নিজের অধিকারভুক্ত করলেন। নতুন পেট্রোলিয়াম আইন বলবৎ না করা পর্যন্ত সরকার চল্লিশটি মার্কিন, কানাডিয়ান এবং বৃটিশ কোম্পানীর কাজকর্ম বন্ধ করে দিলেন।

অবশ্যই কিউবার নাগরিকদের কাছ থেকে এ পর্যন্ত বিপ্লবী সরকার যে বিপুল পরিমাণ জমি উদ্ধার করে নিয়েছেন তার অনুপাতে

মার্কিন মালিকানা সামান্যই। কৃষি সংস্কার ইন্‌ষ্টিটিউটের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সময়ে কিউবার নাগরিকদের মালিকানা থেকে উদ্ধার-কৃত জমির পরিমাণ হলো মোট একুশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশ' একর। প্রায় কেনা দামে জিনিষপত্র নাগরিকদের কাছে বিক্রি করার জন্য তখন পর্যন্ত সারা কিউবায় ৪৫২টি সেণ্টার খোলা হয়েছে।

এ সব গঠন মূলক কাজ নিয়ে বিপ্লবী সরকার যতটা ব্যস্ত থাক, প্রতিবিপ্লবের ভয়ে আমাদের কারও চোখে ঘুম ছিল না। কিউবায় মার্কিণ নাগরিকদের সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ ক্রমশঃই জটিল চেহারা নিচ্ছিল। আমরা যতই কিউবার ভবিষ্যৎ নিয়ে কর্মসূচী তৈরী করতে লাগলাম, মার্কিন স্বার্থে ঘা লাগতে লাগলো তত বেশি এবং ছু'দেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের নিরন্তর অবনতি ঘটতে লাগলো।

এর মধ্যে ১৯৬০ সালের ৬ই জানুয়ারী মার্কিন মালিকানা ভুক্ত সত্তর হাজার একর আখ চাষের জমি সরকার অধিকার নিয়েছেন। ১১ই জানুয়ারী মার্কিন সরকার এর প্রতিবাদে একটা কড়া নোট পাঠাল।

এতে তারা বলল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে কিউবায় অবস্থিত মার্কিন নাগরিকদের সম্পত্তি এভাবে দখল করার একমাত্র অর্থ হলো ওদের মৌল অধিকারে হাতে দেওয়া। কিউবা কোর্ট অবশ্যই রায় দিলেন যে মার্কিন নাগরিকের কিউবার জমি দখলের কোন মৌল অধিকার নেই।

আমাদের হাতে যদি প্রচুর সম্পদ থাকতো এ'সব জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ অবশ্যই আমরা করতাম কিন্তু তা' আমাদের ছিল না। সুতরাং বিশ বছরের জন্য বণ্ড্ দেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা আমাদের হাতে ছিল না।

মার্কিন সরকারের মতে এই বণ্ডের কোন দাম নেই। তদুপরি মার্কিন সরকার দাবী জানালেন যে ক্ষতিপূরণ কিউবা পেসোতে নয়, মার্কিন ডলারে শোধ করতে হবে। আমাদের ডলার রিজার্ভ নেই,

করেন এক্সচেঞ্জের ঘাটতি দেখা দিয়েছে প্রধানতঃ চিনির রপ্তানী কমে যাওয়ার জন্য।

এই রকম অর্থনৈতিক সংকটে আমাদের কৃষি সংস্কার কর্মসূচীকে তাড়াতাড়ি কাজে রূপায়িত করতে হলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা বিলম্বিত না করে আমাদের উপায় নেই।

মার্কিন সরকারের প্রতিবাদ পত্রকে আমরা অগ্রাহ্য করলাম। ঠিক এর দু'দিন পরেই হাভানার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত একটি আখের ক্ষেতের ওপর প্রতি-বিপ্লবীরা বোমা ফেলল, দু'দিন বাদেই আবার আগুনে বোমার আক্রমণে কিউবার কিছু সম্পত্তির ক্ষতি হলো। এতে সারা দেশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেল।

২০শে জানুয়ারী ফিদেল মার্কিন শাসন সম্পর্কে তীব্র তীক্ষ্ণ মন্তব্য করায় মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ রাষ্ট্রদূত বনসলকে কিউবা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

অবশ্য ২৩শে জানুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আর একটি নরম নোট পাঠিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক মধুরতর রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা, কিউবার জনগণের ব্যাপক সমর্থন আমাদের পেছনে ছিল। আমাদের কর্মসূচীগুলির সফল রূপায়ণে তাঁরা সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন। মার্কিন নীতির জন্য আমাদের ক্ষয় ক্ষতির প্রচুর সম্ভাবনা তখন দেখা দিয়েছে। মার্কিন সরকার যদি কিউবার চিনি ক্রয়ের পরিমাণ সত্যিই কমিয়ে দেন আমাদের অর্থ নীতিতে আরও জটিলতা তৈরী হবে। আমাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এটা করার জন্য—মার্কিন মহল থেকে সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নোটের সুর নরম বলেই ভদ্রতার খাতিরে তার জবাব দিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট ডর্টিকো। জবাবে তিনি বললেন—

কিউবার জনগণ আশা করেন যে মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক

এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকবে। তাঁরা এটাও বিশ্বাস করেন যে কিউবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সখ্যতা দীর্ঘদিনের বলেই তা' অবিনশ্বর।

তিনি আরও জানালেন যে মার্কিন সরকার আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে খানিকটা ভুল ধারণার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন বলেই দু'দেশের সম্পর্কের খানিকটা অবনতি অবশ্যই ঘটেছে কিন্তু আমরা মতানৈক্যগুলি নিয়ে সরাসরি আলোচনা চালাতে রাজী আছি।

মার্কিন সরকার সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। কিউবার অর্থনীতিতে যাতে ফাটল না ধরে সেজন্যই চিনির বাজার আমাদের সম্প্রসারিত করতেই হবে।

ঠিক এই সময়েই—সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম ডেপুটি মন্ত্রী আনাস্তাস মিকোইয়ান সোভিয়েত শিল্পমেলা নিয়ে কিউবায় উপস্থিত হলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে আমাদের একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

আমাদের পক্ষে এর অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কারণ আমরা নতুন চিনির বাজারের সন্ধান করছিলাম। এই চুক্তির ফলে স্থির হলো যে আগামী পাঁচ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের থেকে কিনবেন বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টন চিনি। বাজার দরে দাম দেবেন তাঁরা, শতকরা আশি ভাগ দেবেন সোভিয়েত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যের বিনিময়ে, বিশ ভাগ ডলারে। এতে আমাদের বাড়তি চিনির একটা হিল্লে হয়ে গেল, চিনির উৎপাদন বাড়াবার উৎসাহও পেলাম আমরা।

মার্কিন সরকারী মহলে এই চুক্তি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও সোভিয়েত গোষ্ঠীর সংগে বাণিজ্যিক আদান প্রদানে আমরা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম।

কিন্তু এই চুক্তি সম্পাদনের একদিন পরেই বোমাবাহী একটি বিমান কিউবার ভূমিতেই দুর্ঘটনায় পতিত হলো। আমরা অভিযোগ

জানালাম বিমানটি রওনা হয়েছে মার্কিন ভূখণ্ড থেকে, উদ্দেশ্য আমাদের ওপর আক্রমণ।

মার্কিন সরকার এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন এবং এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনদিন পরেই হাভানার উপকণ্ঠে—আবার বোমা বৃষ্টি হলো, এমনকি ফিদেলের বাসভূমির ওপর বোমা ফেলার চেষ্টা চালানো হলো।

ফিদেল তীব্র ক্ষোভের সংগে জানালেন যে স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য বিমান কেনার সংগতি আমাদের নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য আর একবার আন্তরিক চেষ্টা চালালাম আমরা। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রাউল রোয়া জানালেন যে কূটনৈতিক পদ্ধতিতে কূটনৈতিক সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমরা আগ্রহী। তিনি বললেন বিপ্লবী সরকার এ' কথা পরিষ্কার করে বলতে চান যে এই নতুন ভাবে আলোচনার ভিত্তি এই হবে যে আপনাদের সরকার আমাদের প্রতিশ্রুতি দেবেন যে ভবিষ্যতে কিউবার জনগণ এবং কিউবার অর্থ নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো কোন ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করবেন না।

মার্কিন সরকার এই বিবৃতির যে অর্থ করল তার মানে হলো আলোচনা চলা কালীন অবস্থায় তারা চিনি সংক্রান্ত কোন বিল পাশ করবে না—এটাই আমরা চাচ্ছি।

ওটা তাদের মনঃপূত হলো না কারণ এ জাতীয় বিল পাশ করার সিদ্ধান্ত তখন তারা নিয়ে ফেলেছে। চিনির বরাদ্দ কমতি করার সিদ্ধান্তে তারা অটল কারণ ওটাই আমাদের বিরুদ্ধে একমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলে তারা ধরে নিয়েছে।

২৯শে ফেব্রুয়ারী মার্কিন সরকার আমাদের জানাল মার্কিন সরকারের পক্ষে আলাপ আলোচনার এই সর্ত স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। এতে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে আমাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে বানচাল করে দেবার জন্য

মার্কিন সরকার যে কোন ব্যবস্থা যে কোন সময়েই অবলম্বন করতে পারে।

সুতরাং নতুন বন্ধুর সন্ধানে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সংগে আঁতাত না করলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছি মার্কিণ সরকার চিনির বরাদ্দ কমাবে এবং আমাদের ওপর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকবে।

১৯৬০ সালের ৪ঠা মার্চ হাভানা পোতাশ্রয়ে এমন একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো যাতে পঁচাত্তর জন লোক সংগে সংগে প্রাণ হারালেন এবং অন্ততঃ তিনশ জন জখম হলেন। একটি ফরাসী বাণিজ্য জাহাজও সম্পূর্ণভাবে উড়ে গেল।

ফিদেল বললেন, এটা হলো অন্তর্ঘাতমূলক কাজ। তিনি জানালেন যে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হ'তে পারে না কারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা পুরোপুরি নেওয়া হয়েছিল, কর্মীরাও ছিলেন অভিজ্ঞ। যদিও ঠিক কি ভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মত মাল-মশলার সন্ধান আমরা পাইনি তবু এটা সত্য, যে কিউবা বিপ্লবের শত্রুরা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মার্কিন সহায়তা তারা লাভ করছিল।

মার্কিন মহল ফিদেলের মন্তব্যে অপমানিত বোধ করল। এমনকি পরে, ইন্টার-আমেরিকান শান্তি কাউন্সিলে কিউবার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ এসেছিলো যে কিউবা এই গোলার্দ্ধের শান্তির পক্ষে বিঘ্ন হয়ে উঠেছে।

মার্কিন সরকার কিউবায় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা ইতিপূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্য কোন রাষ্ট্র থেকে বিপ্লবী সরকার যাতে কোন [illegible] না পারেন তার দিকে তাদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

[illegible]যোগ, আমরা ক্যারিবিয়ান [illegible] বিদ্রোহের

আমদানী করছি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির শান্তিকে বিঘ্নিত করার চেষ্টায় নেমে পড়েছি।

অথচ প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও যে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দরকার এই সহজ সত্যটাই তারা চেপে গেছিল।

এমনকি কৃষিকর্মের জন্য মার্কিণ সরকারের কাছ থেকে কয়েকটি হেলিকপটার আমরা কিনতে চেয়েছিলাম, আমাদের কাছে তাও বিক্রি করা হয়নি। একটি প্রাইভেট কোম্পানী যখন জাহাজ যোগে চারটি হেলিকপটার কিউবায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, মার্কিণ স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেই কোম্পানীর লাইসেন্সটাই বাতিল করে দিল।

১০ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সরকারের কাছে থেকে চারটি হেলিকপটার কিনে ওর মধ্যে থেকে একটা আমাদের কাছে বিক্রি করেছিলেন।

৯ই এপ্রিল খোলাখুলিভাবে মার্কিন সরকার ফিদেলের বিরুদ্ধতা করল। চিনি ছাত্র ফেডারেশনের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই বলে মন্তব্য করল যে কিউবার বিপ্লবী নেতারা বিপ্লবের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এমন অদ্ভুত কথা আমরা কখনো শুনিনি। আমরা নাকি জনগণের মুক্তির অন্তরায় হয়ে উঠেছি বাক্ স্বাধীনতা লুপ্ত করে ফেলেছি, দেশের আইনকে পকেটস্থ করে যা খুশি তাই করে যাচ্ছি।

আইসেনহাওয়ারের চিঠিতে আমাদের গঠনমূলক কাজগুলির কোন উল্লেখ মাত্র ছিল না আমাদের কৃষি সংস্কার, শিল্পোদ্যোগ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ—এক কথায় আমাদের উন্নতিমূলক কর্মসূচীর যে সুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে মার্কিণ প্রেসিডেন্টের চিঠিতে তার উল্লেখ মাত্র নেই।

সমস্ত চিঠিটাই আগাগোড়া মিথ্যা অভিযোগে ভরা। আইনের চোখে আমাদের জনগণ নাকি সমানাধিকার পাননি। এই বস্তা পচা বুলিটার কী অর্থ হয় আমার সত্যিই জানা নেই।

অশিক্ষা, অনাহার, বেকারত্ব, দারিদ্র্য অপনোদনের সব রকমের ব্যবস্থা যদি কার্যকরী করা না হয় তা' হলে আইনের চোখে সমানাধিকারের কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য থাকে কি?

আমরা নাকি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করিনি। আমাদের পেছনে যে কিউবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আন্তরিক সমর্থন রয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট তা' ভুলল কী করে? কিউবার জনগণ জানেন যে জীবনে প্রথম ওঁরা মুক্তির আস্বাদ ভোগ করতে পারছেন—তবু ওয়াশিংটনে বসে বসে আমাদের বিরুদ্ধে এমন অদ্ভুত অভিযোগ কেন? অতীতে কিউবার সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে অন্ততঃ মার্কিন সরকার মাথা ঘামিয়েছে বলে আমাদের মনে পড়ছে না। বিপ্লবী সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল উরুসিয়া যখন ঘোষণা করেছিলেন যে অন্ততঃ প্রথম আঠার মাস কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সরকার যাবে না, তখনও মার্কিন মহলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। আব তা নিয়ে মার্কিন মহলের বা মাথা ঘামাবার কী আছে?

আইসেনহাওয়ারের এই চিঠির পর মার্কিন সেক্রেটারী অব স্টেট্স্ হার্টারও মন্তব্য করে বসল যে কিউবার আভ্যন্তরীণ অবস্থা জটিল চেহারা নিচ্ছে এবং কম্যুনিষ্টরা কিউবা ছেয়ে ফেলছে।

বিপ্লবী সরকার ত এমন কোন প্রতিশ্রুতি কাউকে দেননি যে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট অথবা সোভিয়েত গোষ্ঠীর সংগে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে বাণিজ্য চুক্তির পর দশ কোটি ডলার সোভিয়েত ঋণও আমরা পেয়েছি। ১লা এপ্রিল অন্য একটি কম্যুনিষ্ট দেশ পোলাণ্ডের সংগেও একটি বাণিজ্য চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। কিউবার খাদ্যদ্রব্য এবং খনিজ পদার্থের বদলে পোলাণ্ডও আমাদের দেবেন শিল্পের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি।

কিউবার অর্থনীতি সুগঠিত করার জন্য এ জাতীয় বাণিজ্য চুক্তির একান্তই প্রয়োজনীয়তা ছিল। পশ্চিমী গোষ্ঠী এবং মার্কিন

সরকারের সংগেও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আমরা বরাবর আগ্রহী ছিলাম। জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীতেও বাণিজ্য মিশন আমরা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি। চলতি বাজার দর থেকেও কম দামে চিনি বিক্রি করে ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা। গত সপ্তাহে মাত্র জানতে পেরেছি যে ইউনাইটেড্ আরব রিপাবলিকের কাছে বাজার থেকে কম দামে আমরা যা চিনি বেচে ছিলাম, সেইটাই আবার আরব রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

পশ্চিমী কোন রাষ্ট্র অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ঋণ দিতে প্রস্তুত নয় কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী তাদের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর বিকল্প কোন কিছু আবিষ্কারের আশায় হার্টার ও, এ, এন এর দ্বারস্থ হল। বলল, ব্যক্তিগতভাবে লোকদের টাকা পয়সা দেওয়া হোক যাতে তাঁরা ছোট ছোট জমি কিনতে পারেন। তারা আশা করেছিল যে আমাদের কৃষি সংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠবে কিন্তু বাস্তবে তা' ঘটেনি বলেই তারা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিল।

তারপর তারা আশা করল যে বিপ্লবী সরকারের শেষ পরিণতি হলো ফিদেল কিংবা অন্য কারও একনায়কত্ব। তাও যখন ঘটলো না তখনও হার্টার বলতে লাগল যে যেহেতু জনসাধারণের নিজের নিজের জমির প্রতি আসক্তি অত্যধিক সেই হেতু কৃষি সংস্কার কর্মসূচী কিছুতেই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। তার এই দুরাশায় ছাই পড়েছিল যখন মার্কিন পত্রিকাগুলিও এই মন্তব্য করলেন যে কিউবার অধিকাংশ পুরুষেরা এবং নারীদের শতকরা নব্বই ভাগ ফিদেলের প্রতি অন্ধভাবে অনুরক্ত।

গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী কিউবানদের বেশির ভাগ হলো জনমজুর। তাঁদের নিজস্ব কোন জমি কোনদিন ছিল না, জমির মালিক হবার স্বপ্নও তাঁরা কোনদিন দেখেন নি। তাঁরা চান শ্রমের বিনিময়ে নগদ

টাকা, তাঁদের দারিদ্র্যের অবসান, কলকারখানায় চাকরি পেলে তাঁরা খুশি, জমির মালিকানা নিয়ে তাঁরা কি করবেন ? সুতরাং কৃষিসংস্কার নীতি ও সমবায়ের পত্তনে তাঁরা আনন্দিত বোধ করলেন।

ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সমবায়ের পত্তন করতে হয়নি এবং জমির মালিকদের জোর করে সে সব সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য করতে হয়নি। জমির মালিক মুষ্টিমেয় ক'জন—হয় কিউবার কোন ভূস্বামী অথবা মার্কিন কোন নাগরিক, তারাই ছিল জনগণের ভাগ্য নিয়ন্তা। সুতরাং আমাদের জমি দখল করতে হয়েছে তাদের কাছ থেকেই। পক্ষান্তরে নিঃসম্বল জনগণ পেয়েছেন সমবায়ের অংশীদারী, রোজগারের উপায় এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। এঁরা কেন বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচীর বিরোধিতা করতে যাবেন ?

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে পুরোপুরি গ্রহণ করা যেতে পারে সেদিকে চোখ রেখেই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিত করা হয়েছিল। কৃষিসংস্কার ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসাবে এ সব সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনকে ত্বরান্বিত ও স্থিতিশীল করে তোলার সবপ্রকার ব্যবস্থা যাতে করা সম্ভব, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি আমি করিনি।

কৃষি সংস্কার কর্মসূচীকে এমনভাবে ত্বরান্বিত করা হলো যে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সারা কিউবার চেহারাটাই একেবারে বদলে গেল। দেশের অর্থনীতি তৈরী হলো নতুন নীতির ওপর ভিত্তি করে এবং সে নীতি চূড়ান্তভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল।

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বোর্ড তৈরী করা হয়েছিল। নতুন শিল্পোদ্যমগুলিকে পরামর্শ দেওয়া ও পরিচালনা করাই এই বোর্ডের কাজ। যদি কোন কারখানায় শ্রমিক সমস্যা দেখা দেয় অথবা যদি কোন কারখানার উৎপাদন কমে যেতে থাকে বোর্ড সে সমস্ত কারখানার পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করবেন—এটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

কিউবার ইলেকট্রিক কোম্পানী এবং টেলিফোন কোম্পানী মার্কিন

মালিকানা ভুক্ত হলেও সরকারী উপদেষ্টাদের মাধ্যমে সেগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কৃষিকর্মের সংগে জড়িত নয় এমন কারখানাগুলির মাত্র কয়েকটির পরিচালনা ভার বোর্ডকে নিজের হাতে নিতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানাকে ধ্বংস করা হয়নি, অর্থনীতিতে বরং সেগুলির ভূমিকাই তখনও বেশি ছিল, যদিও সরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জাতীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেছিলাম যে বিপ্লবী সরকারের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে প্রাইভেট শিল্পোদ্যমগুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। সাংবাদিকদের কেউ কেউ আমাকে এমন প্রশ্নও করেছিলেন যে যেসব ব্যবসায়ী বাতিস্তার আমলেও কারখানা চালিয়েছেন এবং এখনও চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছেন সরকার কি তাঁদের বাধা দেবেন? আমি বলেছি তাঁদের আমি বাধা দেবো না। তাঁরা যদি আমাদের দেশের গঠনমূলক কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী হন, আমি দু'হাত মেলে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাব। রেডিও ভাষণে আমি বলেছিলাম—আমাদের দেখতে হবে কোন ক্ষেত্রে কারখানার সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে অথবা অন্য কোন জায়গায় তার সংখ্যা নগণ্য। দেশের সর্বাংগীন হিতের জন্য খানিকটা বিধি নিষেধ এবং নীতির প্রয়োগ অবশ্যই আমাদের করতে হবে। কোন্ কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেদিকেও আমাদের সমান নজর রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি এমন দেখতে পাওয়া যায় যে কোন কারখানা বসছে শিল্প সামগ্রী তৈরীর জন্য, অন্য আরেকটি কারখানায় তৈরী হবে কেবল মাত্র মেয়েদের মোজা, প্রথমটিকেই নিঃসন্দেহে আমরা অগ্রাধিকার দেব। দেশের অর্থনীতি এমন নয় যে নানা ধরণের কারখানা তৈরীর ব্যাপারকে সমর্থন করতে পারে, সুতরাং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরীর জন্যই কারখানা প্রতিষ্ঠাকে সীমায়িত করতে হবে আমাদের।

কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার আওতায় এনে ব্যক্তিগত মালিকানা

সম্ভূত শিল্পোদ্যমকে যদিও বা সমর্থন করা যায়, কৃষি সংস্কার কর্মসূচীকে স্থগিত রাখার কোন উপায়ই আমাদের নেই। পুরোনো ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতেই হবে আমাদের—মুষ্টিমেয় দেশী ও মার্কিন ভূস্বামীদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করে নিতেই হবে। পুরোনো ব্যবস্থাকে ইতিমধ্যেই আমরা সমবায়ের মাধ্যমে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান তৈরী করে রদ বদল করে ফেলতে পেরেছি। ১৯৬০ সালের মে মাসে কৃষি সংস্কার ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হলো যে কিউবার মোট কৃষিযোগ্য ভূমির শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় এসে গেছে। সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরী করা হয়েছে মোট ১৩২৯টি। সরকারী অধিকারে নিয়ে আসা হয়েছে বারটি সুগার মিল, আরও চব্বিশটির পরিচালনা ব্যবস্থায় সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন। ১০৭টি অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে সরকারী হস্তক্ষেপে কাজ চালাতে বাধ্য করা হয়েছে। এ সমস্ত সম্পত্তির মোট দাম প্রায় ২৩৫ মিলিয়ন ডলার। এই প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে তৈরী করছিল ট্যুরিষ্ট সেণ্টার। ৩২টি সহর স্কুল, ৬২টি গ্রাম্য স্কুল, আরও ১০৭টি গ্রাম্য স্কুল এবং ১৯টি মেডিকেল সেণ্টার তৈরী করা হচ্ছে। এ ছাড়াও তৈরী করা হয়েছে ১৪০০ পিপ্‌লস্‌ স্টোর, তিনটি সহর এবং ১৬টি হাইওয়ে। এই প্রতিষ্ঠানের একক কাজ থেকেই বোঝা যাবে বিপ্লবের অগ্রগতি।

সামাজিক পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছিলাম সেটাকে সফল করে তোলার জন্য দরকার মত যতটুকু করার করতে পেরেছি।

শিক্ষা মন্ত্রকের মে মাসের রিপোর্ট অনুযায়ী নতুন খোলা ক্লাস রুমের সংখ্যা হলো—১৩,৬৯৬টি।

তার অর্ধেকেরও বেশি হলো গ্রামাঞ্চলে। প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ১৯৫৯ সালে বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ের অনুপাতে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

বেসিক সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হলো ষাট হাজার,

আগের বছরে যা ছিল কুড়ি হাজার।

মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী আরও তিন হাজার ক্লাশ রুমের প্রয়োজন আছে এবং আগষ্ট মাসের মধ্যেই সেগুলি তৈরী হয়ে যাবে। এগুলি হয়ে গেলেই সরকারী পরিকল্পনা হলো বছরে ৪০০টি ক্লাস রুম বাড়িয়ে যাওয়া।

অন্যান্য মন্ত্রক এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতির হিসাব উৎসাহের সংগে লক্ষ্য করার মত।

কিউবা জেগে উঠেছে, প্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই ত আমি সারা জীবন ধরে কল্পনা করে এসেছি। ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ স্বাধীন ভাবে স্বনির্ভর ভাবে বেঁচে উঠতে শিখুক, বাঁচার প্রেরণা পাক।

ফিদেল জনগণের সামনে এক বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কিউবার আর মৃত্যু নেই। সাম্রাজ্যবাদের লৌহ শৃঙ্খল কিউবাকে আর বাঁধতে পারবে না।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থাগুলি পাকাপাকি করে ফেলেছে। ১লা জুন কুলী বিল সেনেটে উত্থাপন করে কোন দেশের চিনি রপ্তানী বরাদ্দের হার কমিয়ে দেবার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হলো।

অবশ্য এই বিলের আলোচনা প্রসংগে স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী হার্টার বলল, আমি আপনাদের জানাতে চাই যে কিউবার অবস্থা সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করছি।

চিনির বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার কথা বলা মার্কিন সরকারের পক্ষে অসুবিধাকর ছিল এই কারণে যে তা'হলে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আক্রমণের অভিযোগ আসবে।

কুলী বিলে কিউবা থেকে চিনি ক্রয়ের পরিমাণ না কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে সেনেটের রিপাব্লিকান্ সদস্যরা টিট্কিরি দিয়ে বলল যে এটা হলো কম্যুনিজ্মকে দেওয়া বোনাস।

বাদানুবাদের ফলে মার্কিন সরকারকে পরিষ্কার করে জানাতেই হলো যে চিনি বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করাকে তারা কিউবার বিপ্লবী-দের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে চায়। ২৭শে জুন হাউস কমিটি প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতা দিলেন চিনির বরাদ্দ হ্রাস করার ব্যাপারে। ৬ই জুলাই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কিউবা থেকে চিনি ক্রয়ের পরিমাণ সাত লক্ষ টন কমিয়ে দিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছিল, এই জাতীয় অর্থনৈতিক আক্রমণ কিউবার বিপ্লবী সরকারের পতন অনিবার্য করে তুলবে। এই ঘটনার মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরও বিকল্প পন্থার কথা দ্রুত চিন্তা করতে হচ্ছিল। চিনির বরাদ্দ হ্রাসেব আগে পর্য্যন্ত আমরা কিউবায় অবস্থিত মার্কিন সম্পত্তিগুলির ব্যাপারে কেবল মাত্র হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছিলাম, ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেবার কোন চেষ্টা করিনি।

২৪শে জুন কিউবার জনগণের উদ্দেশে ফিদেল বললেন—যাঁরা আমাদের চিনির সরবরাহের পরিমাণ কমিয়েছেন তাঁরা এ দেশের সম্পত্তিগুলি হারাবেন। চিনির স্বপ্তানীব পরিমাণের ক্ষয় ক্ষতি মার্কিন সম্পত্তিগুলি থেকেই আমরা পুষিয়ে নেবো।

৬ই জুলাই একটি নতুন আইন পাশ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কিউবা রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজন মনে করলে এ দেশেব মার্কিন সম্পত্তিগুলি জোর করে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

সুতবাং ভবিষ্যতে মার্কিন সরকার যাতে আমাদের অর্থনীতির ওপর আর চাপ দিতে না পারেন, সেজন্যই মার্কিন সম্পত্তিগুলি সরকারের অধিকারে নিয়ে আসার কাজ আরম্ভ করা হলো।

জুলাই মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানালেন যে যে সাত লক্ষ টন চিনি মার্কিন সরকার কিনতেন, তা তাঁরা কিনে নেবেন। তিন দিন পরে চীন জনতান্ত্রিক রিপাবলিক জানালেন যে তাঁরা আগামী পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টন করে চিনি চলতি বাজার দরে ক্রয় করবেন। চীন এ’পর্য্যন্ত আমাদের চিনি কেনেননি। চীনের সংগে

আরো যে চুক্তি হলো তাতে ঠিক হলো যে চিনির দামের শতকরা আশি ভাগ দেওয়া হবে অন্যান্য জিনিষের বিনিময়ে, বিশ ভাগ নগদ টাকায়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সংগে আমাদের বাণিজ্য মিশনের আদান প্রদান বাড়তে লাগলো।

ওদিকে এপ্রিল মাসে গেরিলা যুদ্ধের রীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত আমার পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সামরিক বাহিনী মন্ত্রণালয়ে শিক্ষাদান বিভাগের দায়িত্ব ভারও আমার ওপর অর্পিত হয়েছিল। আমি এক লক্ষ সৈনিক তৈরী করার কাজে হাত দিয়েছিলাম।

আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন সময়েই কিউবা আক্রমণ করতে পারে এবং সে অবস্থা যদি ঘটে, এই জন বাহিনী প্রতিরক্ষার কাজে আমাদের সহায়ক হয়ে উঠবে।

কম্যুনিজমের নীতিগত প্রয়োগ সম্পর্কে গেরিলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে মতানৈক্য ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, তাতে আমার মনে হচ্ছিল যে বিদ্রোহী বাহিনীর নীতিগত পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রতিবিপ্লবী কাজকর্ম এবং অন্তর্ঘাতমূলক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীদের চলা ফেরার ওপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম।

প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই আমি একটি গুপ্ত পুলিশ বাহিনীরও সৃষ্টি করেছিলাম। এই সময় আমি বলেছিলাম যে নিজেকে আমি একজন সৈনিক বলেই মনে করি। অর্থনীতিবিদের ভূমিকা আমার নয়। আমি অন্যান্য বিপ্লবী সৈনিকদেরই অন্যতম যদিও অন্য একটি পরিখায় আমাকে কাজ করতে হচ্ছে।

কিউবার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে অক্টোবর মাসে প্রথমে চেকোশ্লোকিয়া, পরে রাশিয়া এবং চীন ঘুরে এলাম। কোরিয়ার গণতান্ত্রিক রিপাবলিকেও এ সময়ে গেলাম আমরা।

৭ই ডিসেম্বর কোরিয়ার সংগে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম।

ফিদেলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মার্কিন সরকার খোলাখুলি-ভাবেই আসরে নেমেছিলেন। প্রতিবিপ্লবীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব বলতে গেলে মার্কিন সরকারই হাতে তুলে নিলেন। প্রতিবিপ্লবী কাজকর্মের পরিমাণ বাড়ার সংগে সংগে কিউবার ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠানগুলির সংগেও বিপ্লবী সরকারের মতবিরোধ দেখা দিল।

কিউবার বিরুদ্ধে একপ্রস্থ অভিযোগ সমেত একটি রিপোর্ট মার্কিন সরকার ও-এ-এস-এর কাছে পাঠালেন আলোচনার জন্য। পশ্চিম গোলার্ধে কম্যুনিজ্‌ম্ এবং আনুষঙ্গিক দোষগুলি আমদানী করার জন্য ফিদেল এবং তার বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।

কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার মন্ত্রীরা ও-এ-এস-এর অধিবেশনে আমেরিকার প্রচণ্ড চাপ সত্বেও এ সব অভিযোগ অনুমোদন করলেন না, কেবলমাত্র জানালেন তাঁরা কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরোধী।

আমরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে আমরা কোন রকম সাহায্য আশা করতে পারি না কারণ মূলতঃ তাঁরা আমেরিকার তাঁবেদার। স্বাধীন মনোভাবাপন্ন কোন রাষ্ট্র থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সরাসরি বিরোধিতার আসরে নেমে তাঁদের কেউই কিউবাকে সমর্থন করবেন না।

ও. এস. এ-র অধিবেশনের আগে পর্যন্ত আমরা কেবল মার্কিন মালিকানা ভুক্ত জমিগুলি দখল করে নেবার কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিউবা টেলিফোন কোম্পানী, কিউবা ইলেকট্রিক কোম্পানী, তৈল শোধনাগারগুলি এবং সুগার মিলগুলিও এবার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হলো। আগষ্ট মাস পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বাইরে রইলো।

ব্যক্তিগতভাবে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সংগে যোগাযোগের ফলে ও দেশগুলির ওপর আমাদের আকর্ষণ বেড়ে গেল অনেকখানি। বিশেষ করে চীনের দিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকখানি

আকৃষ্ট হলাম। চীনও আমাদের মতই সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন এবং নিজস্ব অর্থনীতিকে গড়ে তুলছেন। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছি প্রয়োজন হলে আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাঁরা রকেট দিয়ে সাহায্য করবেন।

মার্কিন সরকারের কাজকর্মে আমাদের সন্দেহ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে এই বলে প্রচার কার্য চালানো হচ্ছিল যে আমরা নাকি গুয়ান্টানামোয় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছি। মার্কিন সরকারও তৈরী হয়ে থাকলেন এই ব্যাপারকে কাজে লাগিয়ে কিউবা আক্রমণ করার জন্যে। গুয়াতেমালায় মার্কিন অর্থে তৈরী বিমান ঘাঁটি সম্পর্কিত কাজের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেপ্টেম্বর মাসের বৈঠকে আমরা নিন্দা সূচক প্রস্তাব এনেছিলাম।

গুয়াতেমালায় যে ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান মার্কিন সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী (সি. আই. এ.) ঘটিয়েছে, কিউবায় যাতে তা ঘটতে না পারে সেজন্যই আরও কিছু অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি গিয়ে পড়েছি। স্বাধীনতার রক্ষার আর কোন উপায়ই আমাদের হাতে নেই।

২৪শে অক্টোবর আরও কয়েকটি মার্কিন কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হলো। অবশ্যই এর পেছনে কোন প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না। দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রয়োজনেই এ কাজ আমাদের করতে হচ্ছিল।

এর আগে কিউবা নাগরিকদের মালিকানাভুক্ত কোম্পানীগুলিও আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছি। ব্যবসায়ে নতুন ভাবে মূলধন খাটানো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ সব ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আমাদের অর্থনীতি মূলতঃ কোন সহায়তা পাচ্ছিল না। বরং উৎপাদন বন্ধ

করার হুমকী দেখিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে দেবার চেষ্টাই এরা করে যাচ্ছিল। এ সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সম্পদের পরিমাণ দু'শ মিলিয়ন ডলারের মত, সেগুলি এই ব্যবস্থায় আমাদের হাতে আসাতে, আমরা প্রয়োজন মত সেগুলিকে ব্যবহার করার সুযোগ পেলাম।

১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভার দেওয়া হলো। আমি এতে খুশি হয়েছিলাম এই কারণে যে এর ফলে কিউবার অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবার সুযোগ আমার হাতে এল এবং কিউবার সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা নেবার আহ্বান আমি পেলাম। কিন্তু প্রচুর বাধাবিপত্তিও আমার সামনে ছিল।

প্রথম বাধা, প্রযুক্তিবিদের ; দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রপাতির অংশ বিশেষ যা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসছিল, তার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী যন্ত্রগুলি প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে ; তৃতীয়, নতুন উৎপাদন রীতিতে আমাদের কর্মীরা একেবারেই অভ্যস্ত নন।

ওদিকে এপ্রিল মাসে প্রতিবিপ্লবীদের একটি দল বে-অফ্-পিগ্স্-এ অবতরণ করে কিউবা আক্রমণ করে বসল। সুতরাং আবার সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করে এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ছুটতে হলো আমাকে।

প্রায়া গিরনে প্রচণ্ড লড়াই হলো। আমরা অবশ্যই জয়লাভ করতে পারলাম কারণ মার্কিন সাহায্য পুষ্ট প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আমাদের জনবাহিনী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অন্য একটি নৈতিক শিক্ষা এ'যুদ্ধ থেকে পেলাম আমরা। আমাদের সামরিক বাহিনী যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে, সেই অনুপাতে তাদের প্রস্তুতি অল্প। এর চেয়ে বড় কোন আক্রমণের মোকাবিলা করতে হলে আমাদের নিশ্চিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনও আশু প্রয়োজন বলে আমার মনে হলো।

এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের অভিমতই পৃথিবীর কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হলো। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ রাউল রোয়ার আক্রমণে— মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা আদলাই স্টিভেনসন উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ফিদেল কাস্ত্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯৬০ সালের গোড়া থেকেই মার্কিন সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মার্ক্সীয় দর্শনে আমরা এ' পর্যন্ত কেবল মাত্র বিশ্বাস করেই এসেছি. এই যুদ্ধের পরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর দিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে যেতে পারলো কিউবার বিপ্লবী সরকার।

ওদের মতলব ছিল চমৎকার। সাম্রাজ্যবাদীদের রণনীতির এক ঐতিহাসিক অপকৌশল। মার্কিন সরকার আক্রমণকারীদের বিমান সরবরাহ করেছিল অনেকগুলি, ওরা জানে আমাদের বিমান শক্তি দুর্বল, সাকুল্যে ছ'খানার বেশি বিমান নেই।

ফ্লোরিডার বিমান বন্দর থেকে আক্রমণকারীরা কিউবায় অবতরণ করার আগেই আমাদের বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দেওয়া ছিল সি. আই. এ. পরিকল্পনার বিশেষ অংগ। একবার কিউবার মাটিতে নেমে ঘাঁটি গাড়তে পারলেই ওদিকে কিউবাতে বিকল্প কিউবা সরকার গঠন করে ফেলা হবে। সেই সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাবেন কিউবার ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য।

একটুও দেরি না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিকল্প সরকারকে অনুমোদন করে নেবেন এবং সেই সরকারের অনুরোধে যদি কিউবার ওপর আক্রমণ চালান, তবে আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী ব্যাপারটি পুরোপুরি আইনানুগ থাকবে।

আক্রমণকারীদের দুর্ভাগ্য, আমরা প্রস্তুত ছিলাম; আমাদের জনগণের নৈতিক চেতনা প্রচণ্ড ভাবে জেগে উঠেছে। বিপ্লবের ডাক পৌঁছেছে কিউবার ঘরে ঘরে, স্বাধীনতাব মহান প্রত্যয়ে কিউবার সাধারণ মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ওই কয়েকটা বিমান নিয়েই আমরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পেরেছি।

আক্রমণের ব্যর্থতার পর প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে বক্তৃতা দিল, নির্লজ্জতা আর ঔদ্ধত্যে তার তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

ক্যারিবিয়ানে 'শান্তি'র জন্য আহ্বানের সঙ্গে পরাজিত মেকী সিংহেব মত রাগ ছিল তাতে। তাব কাছ থেকে আরও আহ্বান এলো, কিউবার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে যাবার। তার বক্তৃতাব খানিকটা অংশ তুলে দেওয়া হয়তো সময়োচিত হবে,—

বহিরাগত কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে এই গোলার্ধের রাষ্ট্রগুলি যদি অসমর্থ হন, তাহলে আমাদের সরকার তাঁর প্রাথমিক দায় দায়িত্ব পালন কবতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেন না, কারণ তা' এই জাতির নিরাপত্তারই অংগ। সে সময় যদি কখনো আসে, আমাদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে সে সমস্ত লোকের কথায় আমরা কর্ণপাত করবো না, বুডাপেষ্টের রক্তাক্ত রাস্তার ছাপে যাদের চরিত্র চিরদিনের মতো কলংকিত হয়ে রয়েছে।

কিউবা, লাওস, ল্যাটিন আমেরিকা সব জায়গারই ঘটনার মধ্যে তারতম্য কিছু নেই। ইতিহাসের আবর্জনায নম্র জীবনবোধকে ঠেলে দেবার জন্য চেষ্টাব ত্রুটি হচ্ছে না। কেবলমাত্র শক্তিবান, পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, সাহসী, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, যাঁরা এই সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত, তাঁরাই হয়তো অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবেন!

সাম্রাজ্যবাদী কোন রাষ্ট্র-নায়কের মুখে অন্যায় কাজের সমর্থনে এ জাতীয় উক্তি সমালোচনার যোগ্যও নয়। এই উক্তি থেকে অন্ততঃ এটা বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে কিউবায় সশস্ত্র

আক্রমণ চালাবার জন্য প্রতি-বিপ্লবীদের যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিউবার বিপ্লবী সরকারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিরো কার্ডোনা প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন। আক্রমণের সময়ে মার্কিন সরকারের ভূমিকা যথোচিতভাবে পালিত হয়নি বলে কার্ডোনা অভিযোগ এনেছিলেন।

সরাসরি আক্রমণের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর প্রেসিডেন্ট কেনেডির দ্বিতীয় মারাত্মক নীতি হলো কুখ্যাত—এলায়েন্স ফর্ প্রোগ্রেস। অর্গানিজেশন্ অফ্ আমেরিকান্ স্টেট্স্, এমনিতেই মার্কিন তাঁবেদার। —উন্নতির জন্য সহযোগিতা - কথাটার মধ্যে যে ভাব রয়েছে তা হলো মিষ্টি কথায় গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাবার পসারিণী কায়দা। ল্যাটিন আমেরিকা বা অন্য 'নরম মাটি'তে মার্কিন পুঁজির নিয়োগ আর লাভের কড়ি পাবার ব্যবস্থা যাতে আরও দীর্ঘস্থায়ী হয় তার জন্য এই সব পরিকল্পনা।

কিউবা তখনও ও. এ. এস্-এর সভ্য। কিন্তু ৮ই আগষ্ট উরুগুয়ের পুন্টা ডেল্ স্টে-তে যে অধিবেশন আহ্বান করা হলো তাতে কিউবাকে বাদ দেবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিউবার বিপ্লবী সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, ওখানে প্রতিনিধি দল পাঠান হবে এবং সেই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করতে হবে আমাকে। আমি সানন্দে এতে সম্মতি জানালাম।

মজার সব ঘটনা ঘটতে লাগলো অধিবেশনে যোগ দেবার আগের ক'দিন। উরুগুয়েতে অবস্থিত কিউবার দূতাবাস কূটনৈতিক গাড়ী ভাড়া করার জন্য যথারীতি চেষ্টা চালালেন। কিন্তু গাড়ীর মালিক কোম্পানীগুলি জানালেন, যে তাঁদের সব গাড়ী আগেই ভাড়া হয়ে গেছে।

কথাটা প্রকাশ্যভাবে জানা-জানি হবার পর বহু উরুগুয়ের নাগরিক তাঁদের ব্যক্তিগত গাড়ী আমাদের ব্যবহারের জন্য ধার দিতে এগিয়ে এলেন। সে রকম একটা গাড়ীতেই বিমান বন্দর থেকে উরুগুয়ের পশ্চিমে অবস্থিত পুন্টা ডেল্ স্টে সহরে এসে পৌঁছলাম।

হোটেল প্লায়া বলে একটি সাদাসিদে হোটেলে প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা কবা গেল।

আর্জেন্টিনা থেকে আমার বড়দি এসেছিলেন আমার সংগে দেখা করতে। অনেকদিন পবে পরিবারের একজনের সংগে দেখা হওয়াতে ভাবী আরাম পেলাম। উনি ছাড়া নতুন পুরানো অনেক বন্ধুদের সংগেও দেখা হলো।

সামাজিক ব্যাপারে আমি তেমন সহজ নই, অনাবশ্যক সাংসারিক কথাবার্তা সময় মত খুঁজে পাই না আমি। তবু সমাদর আর অভ্যর্থনা যারা জানালেন সবিনয়ে সেগুলি ফিবিযে দিতে পাবলাম।

আমাদের হোটেলের সামান্য দূরেই একটি ক্যাসিনো, তার নতুন নামকবণ করা হয়েছে - বিল্ডিংস অফ দি আমেরিকাজ্। ওখানেই এলাযেন্সেব নামে ল্যাটিন আমেবিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে চমৎকার এক জুযা খেলার আসর বসেছিল।

এক একটি অধিবেশন শেষ হচ্ছে আব পার্কের ভেতব দিয়ে সহকর্মীদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হোটেলে ফিবে আসছি। একদিন এমনি করে ফিবছি, হঠাৎ দেখি একজন ছোটখাটো, দাড়ি না কামানো, স্থানীয জেলে ঠিক আমার সামনেই সাইকেল দাঁড কবালো।

আমার দেহবক্ষীদের একজন বিপদের আশংকায় পিস্তল তুলছিল, জেলেটি চীৎকার কবে বললো,—

'—বন্ধু।'

তাবপর আমাব বাহুতে ওব দু'হাত রেখে কাঁপা কাঁপা আবেগময় গলায বলতে লাগলো,

—আপনাকে আমি বলতে চাই যে আমাদের সরকার আপনাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। কিন্তু দেশের মানুষেরা, আমরা—গরীবরা, সব সময় আপনাদেব সংগেই আছি। আমাদের কথা ভুলে যাবেন না।

বলেই চট করে সাইকেলে উঠে পড়লো।

এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে 'ধন্যবাদ' কথাটাও আমার মুখ

দিয়ে বেরিয়ে এলো না। এমন দ্বিধাগ্রস্ত জীবনে আমি দ্বিতীয় বার হইনি।

সম্মেলনে আমরা বক্তব্য ও কিউবার নীতি ছিল অত্যন্ত সরাসরি। বক্তব্যের প্রথমেই আমি বলেছিলাম কিউবার পক্ষ থেকে সম্মেলনের অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যের সংগে আমি এক মত নই। কিউবার মতে এটা হলো একটি রাজনৈতিক অধিবেশন। রাজনীতি আর অর্থনীতিকে আলাদা প্রকোষ্ঠে রেখে বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করেই বরাবর চলতে থাকে। কিউবার বিরুদ্ধেই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে, ফলে এর রাজনৈতিক চেহারা আরও স্পষ্ট।

কিউবা সতর্ক—কারণ কিউবা জানে যে সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য, তার সারা দেহে ক্ষয়ের আগুনের দাহ চলছে। কিন্তু কিউবা আরও জানে যে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের দাম রক্তের বিনিময়ে তাকে শোধ করতে হবে এবং মনে করে যে অন্যভাবেও এ পরাজয় কার্যকরী করা যেতে পারে। কিউবা আশা করে তার সন্তানরা উজ্জ্বল দিনের চেহারা প্রত্যক্ষ করবে।

আজকের পৃথিবী চরম সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চারদিক দিয়েই আক্রমণ আসছে, তাই পেছনের দলকে তার ঠিক রাখতে হবে মনে করেই এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছেন জার্মান শান্তি চুক্তিতে ওঁরা স্বাক্ষর করবেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি আস্ফালন করে বলেছেন যে বার্লিন নিয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তিনি প্রস্তুত।

শুধুমাত্র বার্লিন নয়, কিউবা রয়েছে, রয়েছে লাওস, রয়েছে কঙ্গো—যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা লুমুম্বাকে খুন করিয়েছে। বিভক্ত ভিয়েতনাম রয়েছে, রয়েছে বিভক্ত কোরিয়া। চিয়াং কাইশেক তাঁর দলবল নিয়ে ফরমোজায় বিরাজ করছে, রয়েছে আর্জেণ্টিনা, তাকেও দু'ভাগ করার কথা ভাবা হচ্ছে, টিউনিসিয়া যার জনগণ সেদিনও

মেসিনগানের শিকার হয়েছেন, অপরাধ—তাঁরা নিজেদের জন্মভূমির অধিকার চান।

আজকের পৃথিবীর এই ত চেহারা। এই চেহারাকে মনে রেখেই অধিবেশনের উপসংহারের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। ভবিষ্যৎ যাতে সুন্দর হয়ে ওঠে, সাম্রাজ্যবাদের রাহুগ্রাস থেকে আমাদের মুক্তি যাতে ত্বরান্বিত হয় তার ব্যবস্থা এই সম্মেলন গ্রহণ করবে বলেই আশা রাখছি। কিউবার বিপ্লবের ইতিহাস দীর্ঘ নয়, কিন্তু দীর্ঘ হলো তার কার্য্যাবলী, তার দৃষ্টিকোণ এবং যে সব অত্যাচারের শিকার কিউবা হয়েছে, — সেগুলি।

কিউবার বিপ্লব হলো কৃষিসংস্কাব মূলক, ফিউডাল প্রথা বিরোধী —এটা হলো একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যাদের অনেক জমি আছে তাদের জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে, যাদের নেই তাদের এসব জমি দেওয়া হয়েছে. সমবায়ের পত্তন করা হয়েছে। এটা হলো এমন একটি বিপ্লব নিজের সামরিক শক্তি এবং শত্রুর ধ্বংসপ্রাপ্ত সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যা ক্ষমতা দখল করেছে। এর সতর্ক নজর চারিদিকে, অত্যাচারীর সমস্ত আয়োজনকে উৎখাত করে অত্যাচাবিতের সেবায় এই বিপ্লব উৎসর্গীকৃত।

মানবিক আবেদনে ভরপুর এই বিপ্লবের অন্তর। সারা পৃথিবীর অত্যাচারিত মানুষের সংগেই এ' নিজের একাত্মতা বোধ করে। জোস্ মার্টি বলেছেন,

—তিনি হলেন আসল মানুষ অন্য মানুষের গালে লাগা ঘুঁযির বেদনা যিনি নিজের গালে অনুভব করেন।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন কোন অঞ্চল দখল করার জন্য আঘাত করছে, সেই আঘাত বহুগুণিত হয়ে সেই অঞ্চলের সব মানুষকেই আহত করছে। সেজন্যই আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা কোন প্রশ্ন তুলি না, পৃথিবীর যেখানে যেখানে স্বাধীনতার জন্য মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত, আমরা সে সব মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, সে সব দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। পানামাকে আমরা

সমর্থন করি, যার জমির এক টুকরো মার্কিন সরকার গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার গিনি এবং বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আফ্রিকায়ও সংগ্রাম চালাচ্ছি আমরা, এশিয়ায়ও আমাদের সংগ্রাম সমানে চলছে।

এই বছরই কিউবা থেকে নিরক্ষরতাকে অপসারিত করা হবে। সারা কিউবা চষে বেড়াচ্ছেন চার হাজার একশ জন শিক্ষক, তাঁরা লেখাপড়া শেখাচ্ছেন বার লক্ষ পঁচিশ হাজার কিউবা বাসীকে। ন' বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আমরা বাধ্যতা মূলক করেছি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিনা মূল্যে এবং বাধ্যতা মূলক ভাবে চালান হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্মেলনে আমি জানিয়েছিলাম যে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি থেকে আমরা যা' দান পাচ্ছি তার পরিমাণ হলো ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার এবং কিউবার উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে বছরে শতকরা দশ ভাগ করে।

ও. এ, এস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করতে আমি বিন্দু মাত্র দ্বিধা করিনি।

১৯৬১ সালের শরৎকালে কিউবার অর্থনীতিতে সংকট দেখা গেল। শুধু অর্থনীতি কেন, জনগণও সংকটের সম্মুখীন হলেন।

সন্ত্রাসবাদ চারদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল যে জনগণ উদ্বেগের মধ্যেই দিন কাটাতে লাগলেন। নানা অসুবিধা, কারখানা গুলিতে, যন্ত্রপাতিতে ভাঙন এবং কম্‌কর্টা কর্মীদের নিরুৎসাহিতার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের টানাটানি হতে লাগলো।

প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণ রোধ করার জন্য জনগণকে আরও সতর্ক থাকতে হলো। পুরানো কম্যুনিষ্টরা এ'সময় আরও এগিয়ে এলেন। কারখানা গুলির উৎপাদন এবং পরিচালনায় নিজেদের প্রাধান্য বাড়াতে লাগলেন এবং একটি গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করতে লাগলেন।

আমার সংগে বরাবরই তাঁদের আদর্শগত ও নীতিগত বিরোধ ছিল। ওঁরা জোর করে সংস্কার চাপাতে চান, সমাজতান্ত্রিক খাঁচায়

জনগণকে জোর করে পুরে দিতে চান এবং প্রয়োজন হলে বাধ্যতা মূলক রীতি নীতি প্রয়োগ করতে চান।

আমি মানবিক আবেদনে বিশ্বাসী, আমি মানুষকে চেতনায় উৎসারিত করে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে জীবনের মধ্যে প্রোথিত করে দিতে চাই। গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের অনেকের অভিযোগ, অর্থনৈতিক ব্যর্থতার দায়িত্ব অনেকাংশে আমার, কারণ আমি শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ করে দিয়েছি, ক্লাব বানিয়েছি, শিশুদের জন্য ক্রেচের ব্যবস্থা করেছি. জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব করেছি। দেশের শিল্পকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আমি প্রাণ পণে চেষ্টা করেছি।

সহযোগিদের অনেকেই পরে একটা ভুলের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমি তা' স্বীকার করেও নিয়েছিলাম। দেশের মধ্যে অনেকগুলি জিনিষ তৈরী করতে যা খরচ পড়েছে, সেগুলি যদি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আমদানী করা হতো—খরচ অনেক কম পড়তো। পুরোনো কম্যুনিষ্টদের সংগে নানা কারণে, শিল্প সংক্রান্ত নীতির সমালোচনায় আমার সংগে মতানৈক্য হতে লাগলো।

১৯৬১ সালের মে দিবস অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় ফিদেল জানিয়েছিলেন যে কিউবা হলো একটি 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র। ২রা ডিসেম্বর কিউবার জনগণের প্রতি একটি টেলিভিসন ভাষণে কিউবার বর্তমান আদর্শগত চিন্তাধারা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ফিদেল বললেন—

—সারা জীবন ধরে আমি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী থেকে যাবো।

কিউবায় তখন তিনটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল ছিল। রিভিলিউশনারী অর্গানিজেশন, পপুলার সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং ২৬শে জুলাই দল।

এই তিনটি দলকে একত্র করে তৈরী করা হলো ইন্টিগ্রেটেড রিভোলিউশনারী অর্গানিজেশন (ও, আর, আই)। কাস্ত্রো তাঁর

নিজের বক্তৃতায় এই নতুন পার্টির কার্যক্রম কি হবে বলেছিলেন। তাঁর ভাষায়—

সব ক্ষমতা হাতে নিয়েও সমাজতন্ত্র কখনো তার অপব্যবহার করে না। এ হলো শান্ত, সচেতন, নিজের দোষ ত্রুটিগুলি শুধরে নেবার জন্য সদা সচেষ্ট। গোষ্ঠীবিভাগ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবিচার প্রভৃতিকে এটা বরাবর জয় করে চলেছে ; এর জন্মদাতা হলেন মার্ক্স এর এঙ্গেলস্, এর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন মহান লেনিন এবং তাঁর দলবল—এখানে জনগণের জন্য উৎকৃষ্টতর জীবন, অধিকতর সুখকর জীবন, অধিকতর মুক্ত জীবন। শোষণ আর শ্রেণী অত্যাচারকে এ দূর করে, শ্রমিকদের ওপর থেকে শোষক শ্রেণীকে ধ্বংস করে এবং শ্রমিকের গণতন্ত্র তৈরী করে।

আগেই বলেছি কিউবার কম্যুনিস্ট পার্টি যেন একটি শ্রেণী হিসাবে কাজ করছিলেন এবং সবরকম ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা নিচ্ছিলেন। কার্লস রোড্রিগুয়েজ হলেন কম্যুনিস্ট পার্টির উৎসাহী নেতা, তিনি শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে একটি বিকল্প প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ফিদেল কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রেণী মনোভাবের নিন্দা করলেন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট্ ব্যুরো এবং জাতীয় কমিটির বিশিষ্ট সভ্য, এ্যানিবল এসকেলান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনলেন এই বলে, যে তাঁরা বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা নিজেদের হাতে উঠিয়ে নিতে চান।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ও-আর-আই প্রাদেশিক কমিটির অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে রাষ্ট্রের সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসনকে নীতিনিষ্ঠ করে তুলতে হবে এবং তার জন্য একটি কমিটি তৈরী হলো।

কমিটির সভ্য মনোনীত হলেন তিনজন—আমি ফিদেল নিজে এবং রাউল কাস্ত্রো। সারা দ্বীপে স্থানীয় বিপ্লবী ইউনিটগুলির কাজকর্ম পরিদর্শন এবং সংস্কার সাধন করার কাজে আমরা হাত লাগালাম।

ফলে অনেক স্থানের ও-আর-আই সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল, কারখানার শাসক ইত্যাদিকে সরিয়ে ফেলে নতুন লোককে বসানো হলো এবং জন বাহিনীর ইউনিটগুলিরও অনুরূপ সংস্কার সাধিত হলো !

সেই সময়েই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কিউবা নীতির বিরুদ্ধে সেনেটে চাপ পড়ছিল। সেনেটার কেনেথ কিটিং এই বলে অভিযোগ তুললেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরী করেছে।

মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর জানাল যে বিগত তিন মাসে কিউবায় সোভিয়েত জাহাজ যোগে প্রায় দু'হাজার সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ ও শিক্ষাদান কারী অবতরণ করেছেন, সংগে এনেছেন পেট্রোল বোট, মিগ-২১ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি। সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করলেন যে কিউবায় আরও সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে তাঁরা রাজী হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য দেড় লক্ষ রিজার্ভ সেনাকে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন।

এই বছরের জুলাই মাসে কিউবার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাউল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে এক দল কিউবার প্রতিনিধি মস্কো গিয়েছিলেন।

আগষ্ট মাসে অন্য একটি মিশন নিয়ে আমিও মস্কো গিয়েছিলাম এবং কিউবার প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে সোভিয়েট নেতাদের সংগে আলোচনা করেছিলাম।

কিউবার প্রতিরক্ষার জন্য সোভিয়েত রকেট অবশ্যই আমরা চেয়েছিলাম—যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নয়, সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে। প্রধানমন্ত্রী খ্রুশ্চভ আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

এগারই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে

প্রেরিত এক নোটে ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ে সোভিয়েত বক্তব্য মার্কিন সরকারকে জানিয়েছিলেন। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরীর কথা সোভিয়েত সরকার অস্বীকার করেননি। এর উদ্দেশ্যও যে একান্ত-ভাবেই প্রতিরক্ষা মূলক, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের চার পাশে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি রয়েছে এ কথাও ওঁরা জানতে দ্বিধা করেননি।

মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে কিউবা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। সোভিয়েত শিবিরে আমাদের উপস্থিতি এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কিউবায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যাপার নিয়েও ওরা আলোচনা করলো। ওরা সিদ্ধান্ত নিলো যে এই গোলার্ধে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের বিস্তার রোধ করার জন্য শক্তির সাহায্য নেবে। বিদেশী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত কিউবা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নষ্ট করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেবে এবং ও-এ-এস্ এবং স্বাধীনতা প্রিয় কিউবা বাসীদের সাহায্যে কিউবার জনগণকে 'স্বাধিকার' লাভের সুযোগ করে দেবে।

আমরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের কাছে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠালাম। তাতে এ কথা আমরা জানালাম যেসব অস্ত্র শস্ত্র আমরা সংগ্রহ করেছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মার্কিন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা।

ওদিকে মার্কিন সংবাদ পত্র এবং রাজনীতিবিদরা প্রেসিডেন্ট কেনেডির ওপর এই বলে চাপ দিতে লাগল যে তার কিউবা সম্পর্কিত নীতি দুর্বল, কিউবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কালীন নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু একটি মার্কিন সংবাদ পত্র কিউবা নীতির ওপর যে গণভোট নেবার ব্যবস্থা করেছিল, তার ফলাফল আশ্চর্য ও অভিনব। মার্কিন নাগরিকদের শতকরা মাত্র দশ জন আক্রমণের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন, শতকরা বাইশ জন চান নিরপেক্ষ নীতি আর শতকরা ছাপ্পান্ন জন কিউবার সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ব্যবসা বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

সুতরাং মার্কিন জনগণ কিউবার শত্রু নন, সমাজতন্ত্রেরও শত্রু নন। জনগণ চান পারস্পরিক সহযোগিতা। এই গণভোট স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দিল যে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরের মধ্যেই সাধারণ বুদ্ধিবাদী মানুষ সমাজতন্ত্রের জন্য লালায়িত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী এমন নির্ভেজাল সত্যকে স্বীকার করার মত নৈতিক শক্তি দীর্ঘকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

বাইশে অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঘোষণা করল যে ক্যারিবিয়ানে পাহারার ব্যবস্থা হবে যাতে কোন সোভিয়েত জাহাজ, বোমারু বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র কিউবায় প্রবেশ করতে না পারে।

২৩শে অক্টোবর কিউবা অবরোধের ঘোষণা পত্রে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি স্বাক্ষর করল।

ইতিমধ্যে অর্গানিজেশন অফ আমেরিকান্ স্টেট্স্-এর সভ্যরা পূর্ণভাবে মার্কিন প্রস্তাব ও কর্মসূচী সমর্থন করলেন এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবার সংগে তর্ক যুদ্ধে নেমে পড়লেন।

মার্কিন নীতি সারা পৃথিবীকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এনে ফেললেও মার্কিন কংগ্রেস এতে সন্তুষ্টি জানাল। সারা পৃথিবীর এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সরকারী নীতির ভয়াবহতা দেখে। মার্কিন মুল্লুকের কোথাও এই অবিবেচিত কাজের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও অভিযোগ শোনা গেল না।

এই দারুণ সংকটে প্রধান মন্ত্রী নিকিতা খ্রুশ্চভ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন না। বলার কথা ওঁদের অনেক ছিল। ১৯৫৮ সালেই মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তৈরী হয়েছে গ্রীসে, তুর্কীতে আর ইতালিতে। ওতে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করেন তা' হলে কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি বসলেই মার্কিন নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে কেন?

এ' প্রশ্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন তোলেননি বরং কিউবায় আসার

জন্য যে সব সোভিয়েত জাহাজ রওনা হয়েছিল সেগুলির গতি পথ পবিবর্তনে স্বীকৃত হলেন, তাতে আপত্তিকর কোন মাল মশলা আছে কিনা মার্কিন সরকার কর্তৃক সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাবার ব্যাপারে সম্মতি দিলেন, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে অবরোধ তুলে নেবেন এবং কিউবা আক্রমণ করবেন না তা' হলে কিউবাব মাটি থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তুলে নিতেও সম্মত হলেন।

ব্যাপারটা আমাদেব একেবারেই পছন্দ হয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে সোভিয়েত সরকাবেব এই কার্যাবলী আমাকে খুব নিরাশ করেছিল।

ফিদেল তখন সরাসবি জানিয়ে দিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সমঝোতাব মধ্যেই আসুন না কেন, ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তুলে নেওয়ার ব্যাপাবে সবেজমিনে তদারকি করাব জন্য কোন ব্যক্তিকেই তিনি কিউবায আসাব অনুমতি দেবেন না। তিনি বললেন যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বাশিয়াব সম্পত্তি, ও গুলি যদি ওঁরা নিয়ে যেতে চান তাঁর আপত্তি থাকতে পাবে না। কিন্তু কিউবার মাটি হলো কিউবাব নিজস্ব—ওখানে পদক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করবেন না। অবশ্য তাব পাঁচটি দাবী যদি মার্কিন সবকাব মেনে নেন তা' হলে এ' প্রস্তাবে তিনি রাজী হতে পাবেন। সেগুলি হলো গুয়ান্টানামো থেকে মার্কিন বিমান ঘাটিব অপসাবণ, কিউবাব ওপর অর্থনৈতিক চাপ তুলে নেওয়া এবং কাস্ত্রো বিরোধী বিদ্রোহীদেব সাহায্য দানে বিরত থাকা।

সেক্রেটাবী জেনারেল উ থাণ্ট ছুটে এলেন কিউবায়। কিন্তু ফিদেলের সিদ্ধান্তে যেমন নড়চড় হলো না, তেমনি মার্কিন সরকারও কিউবা আক্রমণ করবে না বলে কোন প্রতিশ্রুতি দিল না।

সোভিয়েত সবকাব হয়তো শান্তি রক্ষার আয়োজন করলেন। কিন্তু আমাদেব কাছে, কিউবার বিপ্লবী সরকারের কাছে, কিউবার জনগণেব কাছে ব্যাপারটি হজম করা কঠিন হলো।

ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তুলে নেবাব ব্যাপারে আমাদেব জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়নি। সাম্রাজ্য

বাদীরা কেবল মাত্র হুমকির জোরে, যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে কিউবার বিপ্লবী নৈতিকতা ব্যস্ত, বিব্রত, অপমানিত করে গেল।

সোভিয়েত মার্কিন বোঝাপড়ার ওপরও কিউবার ভাগ্য নির্ভর করে না। কিউবা তাঁর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মার্কিন ইচ্ছা অনিচ্ছারও তোয়াক্কা রাখে না। আমরা যদি আক্রান্ত হই, তার মোকাবিলা করার দায়িত্বও আমাদের। আমরা যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্মান করতে থাকি, সারা ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের চোখে যে শ্রদ্ধার আসন আমরা এতদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় ও কাজে গড়ে তুলেছি, তা' হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, আমাদের বিপ্লব তার চরিত্র হারাবে।

সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সাহায্যের ওপর আর বেশি নির্ভর করাটাকে আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করছিলাম। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সোভিয়েত ভাষ্যে আমি কোন নতুনত্ব দেখতে পাচ্ছিলাম না। উপরন্তু সোভিয়েত রাশিয়া চান আমরা কৃষি কর্মে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই ভূমিকা পালন করতে থাকি, অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে আমরা মনোযোগ দিয়ে নিজেদের সম্পদের অপচয় না করি।

এটাও আমার কাছে গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়নি।

আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। পুরোনো কম্যুনিস্ট আমলাতন্ত্র আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল, কিউবার কম্যুনিস্টদের সংগেও আমার মত বিরোধ দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছিল।

কম্যুনিস্টরা পুরোনো পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে প্রকরণ বদলাতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা চান উৎপাদন কারী শ্রমিকদের বোনাস এবং অন্যান্য ভাতা দিয়ে খুশি রেখে উৎপাদনের হার বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আমি চাই শ্রমিকদের নৈতিক শক্তি পূর্ণ ভাবে জাগরিত করা, তাঁদের মধ্যে মানবিকতার উদ্বোধন, তাঁদের মানসিকতাকে সমাজ-

তন্ত্রের আদর্শে জারিত করে দিতে। আমি বলি, বিপ্লব নতুন মানুষ তৈরী করবে, সেই মানুষ আমলাতন্ত্রের ধামাধরা হবে না।

এই আদর্শের অনুধাবন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে কঠিনতম কাজ। কিন্তু বিপ্লবের ফলশ্রুতিকে এভাবে কাজে প্রয়োগ করতে না পারলে বিপ্লবের কোন অর্থই থাকে না।

কিউবার কম্যুনিষ্ট পত্রিকা 'হোয়' এ সময় আমার আদর্শ ও স্বপ্নের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। আমি এতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইনি। কারণ আমি জানি বিপ্লব নিজের শক্তিতে মহত্তর পথে নিজেকে উত্তরিত করতে পারবেই।

১৯৬৪ সালের ১৭ই মার্চ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে কিউবার প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে আমি জেনেভায় গেলাম। ২৫শে মার্চ সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বানচাল করে দেবার জন্য কি ভাবে জঘন্যতম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার নিন্দা করলাম।

১৪ই এপ্রিল একটি সরকারী মিশন নিয়ে আলজিরিয়া রিপাব্লিকে গেলাম এবং ওখানকার অবস্থা সরেজমিনে দেখার সুযোগ হলো আমার।

সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের চেহারা যেমন হুবহু এক, তার প্রতিকারের রাস্তাগুলিকেও যে তেমনি এক করে নিতে হবে, এ সত্যটাকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করলাম আমি।

কিউবায় ফিরে এসে আবার শিল্পোদ্যোগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হলাম। কিউবা যে দ্রুত অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা প্রত্যক্ষ করা গেল। কারখানায় কারখানায় স্বেচ্ছাশ্রমের কাজকর্ম করতে লাগলাম। শ্রমিকদের সংগে একাত্ম হয়ে গেলাম।

১৬ই আগষ্ট একটি অনুষ্ঠানে ১৬০০ ঘণ্টা নিজের ইচ্ছায় কাজ করার জন্য ফেলিক্স আর্নেট সিলভিয়েরাকে শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসাবে নির্বাচিত করে একটি ট্রফি উপহার দিলাম। আপন ইচ্ছায় বিগত

দু' মাসে ২৪০ ঘণ্টা কারখানায় কাজ করার জন্য সিলভিয়েরাও আমাকে পুরস্কৃত করলেন এবং সার্টিফিকেট দিলেন।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে তৃতীয় বারের জন্য সোভিয়েত ইউ-নিয়ন সফরে গেলাম। এই সফরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি। আমি যেন একটা গভীর মানসিক চাঞ্চল্যে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিলাম। যেখানে সমস্যা কম, যেখানকার সরকার মোটামুটি শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে নিজের কোন ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ওখান থেকে ফিরে এসে ডিসেম্বর মাসে গেলাম সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের অধিবেশনে যোগ দিতে এবং কিউবার বক্তব্য পেশ করতে।

১১ই ডিসেম্বর আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। সেই বক্তব্যের অংশ হিসাবে ক্যারিবিয়ানের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফিদেল কর্তৃক উত্থাপিত পাঁচ দফা সর্তের কথা জানিয়েছিলাম। সেগুলি হলো—

(১) অর্থনৈতিক অবরোধ অপসারণ এবং আমাদের দেশের সংগে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চাপ এখন পর্যন্ত দিয়ে চলেছে তা' তুলে নেওয়া। (২) সমস্ত অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া, আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ, বিমান ও সমুদ্র পথে বোমা আনা বন্ধ করা, আক্রমণ করার প্রতিষ্ঠান তৈরী না করা, গোয়েন্দা এবং অন্তর্ঘাতী মানুষকে আমাদের দেশে চালান না করা, যেগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এবং তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব অঞ্চল থেকেই আমাদের দেশের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পুয়ের্তো রিকোর বর্তমান ঘাঁটি থেকে আমাদের দেশের ওপর যে সব জলদস্যুতামূলক আক্রমণ চলছে সেগুলি বন্ধ করা। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান আমাদের জল ভাগ এবং আকাশ ভূমিতে যে ভাবে অনধিকার প্রবেশ করছে সেগুলি বন্ধ করা এবং (৫) গুয়ান্টানামোয় নৌ-ঘাঁটি তুলে নেওয়া

এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যে কিউবা অঞ্চল অধিকৃত হয়েছে তা' ফিরিয়ে দেওয়া।

এগুলির একটিও আজ পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়নি এবং গুয়ান্টানামো ঘাঁটি থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান হচ্ছে। অন্যান্য অনেক প্রসংগের উল্লেখ করে আমি বিনা দ্বিধায় জানিয়েছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে।

ডিসেম্বরে আলজিরিয়াতে গেলাম আবার এবং সেখান থেকে মালিতে। মালির একটি সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বলেছিলাম:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম এই গোলার্ধে প্রায় মহাদেশীয় চরিত্র লাভ করেছে। ল্যাটিন আমেরিকায় বর্তমানে বৈপ্লবিক সংগ্রাম সশস্ত্র যুদ্ধের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রত্যেকটি দিন কাটছে এবং প্রত্যেক দিনই এই সম্ভাবনার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ল্যাটিন আমেরিকা প্রাণঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চলেছে।

আমি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলিনি, অভিজ্ঞতার পরিধি থেকেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ল্যাটিন আমেরিকাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র সংগ্রাম। কিউবা এখনও একক, কিন্তু কিউবা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, কিউবার জনগণের প্রাণচেতনা নিজের রক্তের মধ্যে অনুভব করছি। কিউবা ভবিষ্যতে এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধ পরিকর।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে মালি থেকে কঙ্গোয় উপস্থিত হলাম। ওখানে জানালাম যে দুই রাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ককে আরও প্রসারিত ও দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য কিউবা আগ্রহী।

৪ঠা জানুয়ারী কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট আলফোঁস মোসাম্বে ডিবাট— আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সংগেও কঙ্গোর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আফ্রিকার জনজাগরণ আমাকে যেন ধীরে ধীরে উৎসাহিত করে তুলছে।

৮ই জানুয়ারী কঙ্গো থেকে গিনির কনাক্রি শহরে এসে পৌঁছলাম। ওখান থেকে এক সপ্তাহের সফরের জন্য গেলাম ঘানার আক্রায়। অন্যান্য অনেক কিছু পরিদর্শনের সংগে ঘানার তিনটি সংবাদপত্রের অফিসেও গেলাম এবং সংবাদপত্রের কর্মীদের সংগে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ হলো।

ঘানা থেকে দাহোমি, সেখান থেকে দার-এস্-সালামে গেলাম পাঁচদিনের সফরে। তখন একটি ভাষণে আমি বলেছিলাম যে আফ্রিকার সাতটি দেশ ঘুরে আমার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে একটি মিলিত ফ্রন্ট তৈরী করা সম্ভব।

টাঙ্গানিয়া ছেড়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী এলাম সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকে এবং সেখানকার সফর শেষ করে আবার আলজিরিয়া-য় গেলাম আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক আলোচনা চক্রে পরিদর্শক হিসাবে যোগ দিতে।

আমার সেখানকার বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে দিতে চেয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে দেশের সীমান্তের বাধা আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে।

দেশে ফিরে এলাম ১৪ই মার্চ

॥ ১৪ ॥

আফ্রিকা ভ্রমণের পর আর একটা নতুন দিগন্ত যেন আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

আমি আজীবনের বিপ্লবী, আমি সৈনিক। অত্যাচারে জর্জরিত সারা পৃথিবীর মানুষের আকুল আহ্বান আমার দু'কানে এসে নিত্যনিয়ত পৌঁছেছে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা এখনও সগৌরবে উড়ছে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়। শোষণের অক্টোপাসের মরণ কামড়ে সারা পৃথিবীর মানুষ এখনও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ গোলমাল মেটাতে ব্যস্ত আর বিব্রত, তাদের নিজেদের শিবিরেও মতের আর মনের অনেক অমিল, সেগুলি নিয়ে তাদের মত বিরোধ দিন দিন পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনও ভিয়েতনামের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, লাওস, কাম্বোডিয়া--কোথাও শান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। আফ্রিকার প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এখনও উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত, তাঁদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার এখনও অস্বীকৃত। ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ নেতৃত্বের অভাবে মুক্তি সংগ্রামে বারবার পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। গুয়াতেমালা, কলাম্বিয়া, চিলি, পেরু, উরুগুয়ে, বলিভিয়া আর আর্জেন্টিনার মানুষ বিপ্লবের তুষানলে জ্বলছে।

এ সব ব্যাপারে করণীয় কিছুই কি আমার নেই?

কিউবার সমাজতন্ত্র একটি সুনির্দিষ্ট চেহারা নিয়েছে। কিউবার প্রতি আমার দায়িত্ব আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

কিউবা আমাকে অনেক দিয়েছে—দিয়েছে নাগরিকত্ব, দিয়েছে শ্রদ্ধা, সম্মান আর ভালবাসা, দিয়েছে স্ত্রী আর সন্তান। কিউবা আমার জন্মভূমি নয়, কিন্তু স্বদেশ,--কিউবার মাটিতে আমি আমার স্বপ্নের বীজ, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বীজ, নৈতিক জীবনের বীজ বপন করেছি। আমি জানি, সেই বীজ একদিন মহীরুহে পরিণত হবে।

কিন্তু তার বদলে আমার যা' দেবার, দিতে পারার, কিউবাকে আমি তার সবটুকুই দিয়েছি, কোন কার্পণ্য করিনি, কোন কিছু আলাদাভাবে ধরে রাখিনি।

তবু কেন কিউবার মাটি কামড়ে পড়ে আছি আজও? মৃত্যু ভয়ে, বয়সের ভারে দিন দিন প্রাণশক্তিকে হারিয়ে ফেলছি বলে? বিপ্লবের আগুন আমার ভেতর ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে বলে?

অতীতের দিকে নজর মেলে যখন তাকিয়ে দেখি, আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমি সততা এবং নিষ্ঠার সংগে কাজ করে গেছি বিপ্লবের জয়কে নিশ্চিত করার জন্য। সিয়েরা মেস্ত্রোর সেই প্রথম দিনগুলি থেকে তোমার ওপর আরও বেশি বিশ্বাস আরোপ করা আমার উচিত ছিল এবং নেতা এবং বিপ্লবী হিসাবে তোমার গুণাবলী সম্পর্কে আরও তাড়াতাড়ি অবহিত হওয়া আমার উচিত ছিল। আমি বহু গৌরবময় দিন কাটিয়েছি এবং ক্যারিবিয়ান সংকটের সেই বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল দিনগুলিতে তোমার পাশে থেকে আমাদের জনগণের অংশ হিসাবে গবের অধিকাব লাভ করেছি। এমন কোন রাষ্ট্র-নায়কের কথা আমি জানি না যাঁরা সে সব দিনে তোমার চেয়ে আরও চমৎকারভাবে কাজ করতে পারতেন এবং আমি এজন্য আরও গৌরববোধ কবছি যে বিনা দ্বিধায় তোমাকে আমি অনুসরণ করেছি, তোমার চিন্তার সংগে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছি এবং আমাদের অবস্থার বিপদ এবং আদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছি।

আমার সামান্য চেষ্টার জন্য অন্যান্য জাতি আমার সাহায্য প্রার্থী। আমি যা' করতে পারি তুমি তা' পারবে না কারণ কিউবার নেতা হিসাবে তোমার অন্য দায়িত্ব রয়েছে। তাই আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে যাবার সময় এসেছে।

এ'কথা আমি সকলকে জানাতে চাই যে এ'কাজ করতে আনন্দ ও বেদনা দুইই আমি পাচ্ছি। এখানে আমি ফেলে যাচ্ছি আমার পবিত্রতম আকাঙ্খাগুলি এবং আমার ভালবাসার একান্ত মানুষ গুলিকে। আর সেই জনগণকে রেখে যাচ্ছি যাঁরা সন্তান হিসাবে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন। এতে আমার প্রেরণার একটা দিক গভীর ভাবে আহত হচ্ছে। যুদ্ধের নতুনতর প্রাংগণে তোমার থেকে পাওয়া বিশ্বাস বোধকেই আমি বহন করে নিয়ে যাবো, আমার জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে সংগী করবো এবং এই মনোভাব আমার মধ্যে বজায় থাকবে যে আমি কর্তব্যের পবিত্রতম অংশটুকু সম্পন্ন করছি। যে কোন মাটিতে দাঁড়িয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমার

এই লড়াই। এতে আমি আরাম পাচ্ছি এবং এতে আমার সব খেদের উপশম হয়ে যাচ্ছে।

আবার জানাচ্ছি, আমার কোন রকম দায়িত্ব থেকে কিউবাকে আমি মুক্তি দিচ্ছি শুধুমাত্র যে দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে সেটা ছাড়া। অন্য কোন আকাশের নীচে যদি আমার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, আমার শেষ চিন্তার নায়ক হবে এই মানুষগুলি আর বিশেষ করে তুমি। তোমার শিক্ষা আর দৃষ্টান্তের জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

চেষ্টা করে যাবো শেষ পরিণতি পর্যন্ত তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে। আমাদের বিপ্লবের পরবর্তী পররাষ্ট্র নীতির সংগে আমি বরাবরই একমত ছিলাম এবং এখনও তাই থাকবো। যেখানেই থাকি না, কিউবার বিপ্লবী হিসাবে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি হুঁশিয়ার থাকবো আর সেই হিসাবেই কাজ করে যাবো। আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য কোন সম্পদ যে রেখে যেতে পারছি না, তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই। আমি সুখী, যে এমন ভাবে তাদের রেখে যেতে পাচ্ছি। তাদের জন্য কিছুই চাই না আমি, কারণ জানি যে রাষ্ট্র তাদের জীবনধারণ আর শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

আরও অনেক কিছু আমার বলার ছিল, তোমাকে এবং আমাদের জনগণকেও, কিন্তু মনে হচ্ছে তার কোন দরকার হবে না। আমি যা বলতে চাই, শুধু কথার পর কথায় তা' ফুটে উঠবে না।

জয়ের পথে এগিয়ে যাও। মুক্তি অথবা মৃত্যু। অন্তরের সমস্ত বৈপ্লবিক সৌরভ দিয়ে তোমায় আলিংগন জানাচ্ছি।

—চে।

পরিবারের মানুষগুলির উদ্দেশ্যেও আর একটি চিঠি লিখলাম।

আদরের মানুষগুলি,

পায়ের নীচে আবার অনুভব করছি রোজিনান্টের মোটা হাড়ের পাঁজরা। আবার যাত্রা হলো সুরু,—হাতে আমার বর্ম।

প্রায় দশ বছর আগে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তোমাদের কাছে

আর একটি চিঠি লিখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে আরও ভাল সৈনিক হতে পারিনি বলে দুঃখ করেছিলাম। ভাল ডাক্তারও ছিলাম না। ডাক্তারীর জন্য আমার বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এখন আমি বোধ হয় খুব খারাপ সৈনিক নই।

আসলে আর কোন কিছুই বদলায়নি। এ'ছাড়া যে আমি এখন অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছি। আমার মার্ক্সবাদ আরও গভীর, আরও পবিত্র হয়ে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করি যে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছেন সশস্ত্র যুদ্ধই হলো তাঁদের একমাত্র সমাধান এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ীই আমি কাজ করে যাচ্ছি।

অনেকেই বলবেন, আমি হলাম একজন এ্যাড্‌ভেঞ্চারার এবং আমি তাই। কিন্তু একটু আলাদা ধরণের—এমন একজন যে নিজের বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে গিয়ে জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

হয়তো এটাই আমার সর্বশেষ চিঠি। আমার ইচ্ছে তা' নয় কিন্তু এটা হলো ন্যায় শাস্ত্রের সম্ভাবনার কথা। যদি তাই হয় সেই আলিংগন তোমাদের জন্য রইল।

আমি বরাবরই তোমাদের খুব ভালবাসি। আমি শুধু জানি না কী করে তা' প্রকাশ করতে হয়। নিজের নির্দ্ধারিত পথে আমি বলিষ্ঠ ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমি ভাবি কোন কোন সময়ে তোমরা আমাকে ঠিকমত বুঝতে পারো না। আমাকে বুঝতে পারা ঠিক সহজ সাধ্য নয়। কিন্তু অন্ততঃ আজকের জন্য, আমাকে বিশ্বাস করো।

আমার ইচ্ছা শক্তিকে শিল্পীর সাধনা দিয়ে আমি পরিপূর্ণ করে তুলেছি। আমার কম্পিত চরণ আর দম ফুরিয়ে যাওয়া ফুস্‌ফুস্‌কে সে ঠিক ধরে রাখতে পারবে। আমি তা' করাবই।

বিংশ শতাব্দীর এই ছোট খাটো সৈনিকটার কথা মাঝে মাঝে মনে করো। সিলিয়া, রবার্তো, জুয়ান মার্টিন, পোটোটিন, বিয়েট্রিজ আর সবাইকে আমার চুমু দিও।

আবার তোমাদের জন্য, তোমাদের একজন অবিবেচক ছেলের আলিংগন রইলো। —আর্নেস্টো।

এপ্রিলের মাঝামাঝি কিউবা ছাড়লাম আমি।

আমার কথা ফুরিয়ে এসেছে।

আত্মগোপনের সময়ের কথা কাউকে আমি বলতে চাই না, সে আমার একান্ত ভাবে নিজস্ব। আমি কি করেছি, কিসের তাড়নায় অস্থির চিত্তে পদচারণা করেছি সে খবর যদি অজ্ঞাত থাকে কারও কোন ক্ষতি হবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে বলিভিয়ায় পদার্পণের আগে সে সময়ের ইতিহাস আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

আর একটা বড় কাজ আমি করেছিলাম। বড বলছি এ' কারণে যে আত্মগোপনের অবস্থা থেকে আমার অভিমত পৃথিবীর মানুষকে হয়তো শেষ বারের মতো জানাতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল।

সেটা হলো ১৯৬৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে হাভানায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাব 'সলিডারিটি কনফারেন্সে' পড়াব জন্য আমার একটি লেখা।

আমার বিশ্বাসবোধ এবং রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে এই লেখায় আমি রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার বক্তব্যের সারাংশ আমি এখানে তুলে দিচ্ছি :—

—শেষ বিশ্ব যুদ্ধের পর একুশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, জাপানের পরাজয় পর্যন্ত ঘটনাকে এ'সব বইতে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নানা শিবিরে আশাবাদের আবহাওয়া দেখা গেছে। এখন যেখানে সবচেয়ে বেশি চাপাচাপি, রক্তাক্ত সংঘর্ষ, হঠাৎ পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে তখন একুশ বছরেও বিশ্ব যুদ্ধ না ঘটার ব্যাপারটা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বলেই মনে হয়। এই জাতীয় শান্তির ব্যবহারিক ফলাফলের বিচার গভীর ভাবে না করে, যার জন্য আমরা সবাই বলেছি সে আমরা সংগ্রাম চালাতে রাজী,—এই শান্তিটা আসল কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।

জাপানের আত্মসমর্পণের পর ছোট খাটো যে সব ঘটনা ঘটেছে

অথবা এই আপাত শান্তির সময়টায় অসংখ্য বেসরকারী সংঘর্ষের নজীর তুলতেও চাই না আমি, অনাবশ্যক আশাবাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত হিসাবে কেবল মাত্র কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

প্রথম ক্ষেত্রে, কয়েক বছরের বর্বর যুদ্ধের পর, দেশের উত্তরাংশের ওপর এমন কদর্য বীভৎস আক্রমণ চালান হয়েছে যে যাকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে আধুনিক যুদ্ধের উপকরণের চূড়ান্ত নিদর্শন, বোমায় ক্ষতবিক্ষত কারখানা, স্কুল এবং হাসপাতালের বিলুপ্তি,— দশ মিলিয়ন অধিবাসীর মাথা গোঁজার জন্য একটি ছাউনি পর্যন্তও কোথাও নেই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকাতলে সমবেত হয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নেতৃত্বে কয়েক ডজন দেশ এ'যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, মার্কিন সৈন্যদের হস্তক্ষেপ বড় বেশি ব্যাপক, দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্য সংখ্যা সেই অনুপাতে নামমাত্র।

অন্যদিকে কোরিয়ার বাহিনী ও জনগণ এবং চীন সাধারণতন্ত্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পেয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও জিনিষপত্রের সরবরাহ। সব রকম মারণাস্ত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওখানে পরীক্ষা করে দেখেছে, থার্মো নিউক্লিয়ার জাতীয় অস্ত্র বাদ পড়লে, জীবাণু ও রসায়ন যুদ্ধের নজিরও তাতে মিলবে।

ভিয়েতনামে, দেশের স্বদেশ প্রেমিক বাহিনী প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে। জাপান, হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমার আঘাতে যার ক্ষমতা প্রায় ধ্বংসের সামিল হয়ে গিয়েছিল; ফ্রান্স, পরাজিত জাপানের কাছ থেকে যারা তাদের উপনিবেশগুলির দখল নিয়ে পরে নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে ভুলে গেছে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ের নরমেধের হোতা।

অন্যান্য মহাদেশে সংঘর্ষের সংখ্যা সীমিত যদিও আমাদের

লাতিন আমেরিকায় ছোট খাটো মুক্তি যুদ্ধ এবং সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে ; কিউবার বিপ্লবই প্রথম সকলের কাছে এই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিভাত করেছে। এতে সাম্রাজ্যবাদীরা হয়েছে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ এবং কিউবা নিজের উপকূল রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত, প্রথমে প্রায়া গিরণে এবং পরে ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময়ে।

শেষের ঘটনা একটি ভয়ংকর বিরাট যুদ্ধের পত্তনী করতে পারতো যদি কিউবার প্রশ্নে মার্কিন সোভিয়েত দ্বন্দ্ব বেঁধে উঠতো।

কিন্তু, আপাততঃ আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই ইন্দোচীনের উপদ্বীপ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের ওপর। গৃহ যুদ্ধে লাওস, ভিয়েতনাম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে. সে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঐ অঞ্চলে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রবেশের ফলে—যাতে সমস্ত অঞ্চলের চেহারার অবস্থা হয়েছে একটি বিস্ফোরকের মত যা' যে কোন মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে।

ভিয়েতনামে এই সংকটের চেহারা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ঘটনার ইতিহাস জানান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু এই ঘটনা এবং অন্যান্য কতকগুলি দৃষ্টান্তের কথা মনে রাখবো।

১৯৫৪ সালে, দিয়েন-বিয়েন-ফু-র পরাজয় স্বীকার করার পর, জেনেভায় শান্তি চুক্তির ফলে এই দেশটি দু'টি আলাদা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, কথা ছিল আঠার মাস পরে নির্বাচনে ঠিক হবে কারা দেশ শাসন করবেন এবং কিভাবে দেশটিকে পুনরেকীকরণ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এই দলিলে স্বাক্ষর দেয়নি এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল সম্রাট বাও দাইকে নিয়ে জল ঘোলা করতে লাগল। রংগমঞ্চে আবির্ভূত হল নো দিম দিয়েম—কমলালেবুকে নিংড়ে ছিবড়ে করে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলার মতোই যার ঘটেছিল ভয়াবহ মৃত্যু। এ ব্যাপার সকলেরই জানা আছে।

এই চুক্তির কয়েক মাস পরে, জনপ্রিয় শক্তিগুলির মধ্যে দারুণ

আশাবাদের লক্ষণ দেখা গেল। দক্ষিণাঞ্চলে ফরাসী বিরোধী শক্তিকে সরিয়ে আনা হলো এবং তারা জেনেভা চুক্তির সর্তগুলি পরিপূরণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু দেশপ্রেমিকরা বুঝতে পারলেন যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন মহল নিশ্চিন্ত না হচ্ছে যে ভোটের ফল তাদের স্বপক্ষে যাচ্ছে।

নানা কারচুপি সত্বেও এমন হওয়াটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। সুতরাং দক্ষিণে আবার সংগ্রাম সুরু হলো, ক্রমশঃ ব্যাপক আকারও ধারণ করলো! এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারীর সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ করেছে যখন ক্রীড়নক সৈন্যের সংখ্যা কমে আসছে এবং সর্বোপরি তাদের যুদ্ধের ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।

দু'বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের ওপর বোমা বৃষ্টি সুরু করেছিল। তবু আবার একটি সম্মেলনে মিলিত হবার চেষ্টা চলে এসেছে। প্রথমে বোমাবর্ষণ ছিল অনিয়মিত। অজুহাত উত্তব ভিয়েতনামেব উস্কানির অভিযোগ।

পরে তার পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়েছে, মার্কিন বিমান বাহিনী বিরাট আক্রমণ চালিয়েছে, উদ্দেশ্য দিনেব পর দিন আক্রমণ চালিয়ে সভ্যতার ইতিহাস থেকে উত্তর ভিয়েতনামের অস্তিত্ব মুছে ফেলা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রেরণার অনেকখানি সফল হয়েছে যদিও ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষার জন্য তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। এটা হলো দুঃখজনক বাস্তব।

ভিয়েতনাম যে জাত ভুলে যাওয়া মানুষগুলির আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে চাইছিল—এখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ একা। আমেরিকার পাশব আক্রমণ তাকে সহ্য করে যেতে হচ্ছে, প্রতিশোধ নেবার কোন পথ নেই। প্রতিরক্ষার কাজে হাত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাও সম্পূর্ণ একক ভাবে।

আজকের ভিয়েতনামের সংগে দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তিরা যদি একাত্মবোধ করেন, মনে হবে তা যেন ভাগ্যের পরিহাস মাত্র। আশা করা নয় যে আক্রমণের শিকার জয়ী হোক, তার ভাগ্যের

অংশীদার হয়ে, তার সংগে জয় অথবা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।

ভিয়েতনামের চরম একাকীত্বের কথা যখন ভাবতে থাকি, ক্রোধে আমাদের দেহ জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে, মানবিকতার ওপর অবিচার আমাদের পাগল করে তোলে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণের অপরাধে কলংকিত, এর অপরাধ অনেক, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে। আমরা তার সবটুকু জানি।

কিন্তু দোষ তাদেরও যারা এখনও সংজ্ঞা খুঁজছেন, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আসলে আজও ভিয়েতনামকে মেনে নেননি।

জানি, এতে বিশ্ব যুদ্ধের আশংকা রয়েছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের একটা হেস্তনেস্ত ত করা যাবে। দোষ তাঁদেরই—যাঁরা গাল দিয়ে, ভ্রূকুটি করে দায়িত্ব শেষ করছেন,—সমাজতন্ত্রী শিবিরের সেই দুই মহারথী কিছুকাল আগে থেকে যা করতে সুরু করেছেন।

একটি প্রশ্ন করে নিজেদের কাছে তার জবাব খুঁজে পেতে হবে আমাদের। ভিয়েতনাম কি একা, না নয়? বিবদমান দু'টি শক্তির মধ্যে এটা কি একটা বিপজ্জনক ভারসাম্য রক্ষা করছে না? আর কী মহৎ প্রাণের মানুষ এরা। কী মহৎ নিরুদ্বিগ্নতা আর সাহস! সারা পৃথিবী এই সংগ্রাম থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছে?

দুনিয়ার সেরা শক্তি—একটু অনুন্নত দেশের দরিদ্র মানুষের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। তাদের বিরাট ধন ভাণ্ডারে ফাটল দেখা গেছে। এদের হাতে আছে—প্রতিরক্ষার অস্ত্র, তার পরিমাণও পর্যাপ্ত নয়। এদের যা আছে তা হলো এদের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা আর অসীম সাহস। সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে, বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না এবং যে অবস্থায় পড়েছে তার থেকে মান সম্মান বজায় রেখে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণে একটি পথের সন্ধান করছে।

এ'সব ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে দানবিক শক্তির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিমুখতার শাস্তি বড়ো ঠুনকো শান্তি। বারবার তা বিঘ্নিত হচ্ছে। যে রাস্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে তাতে শান্তির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হবার আশংকা দেখা গেছে।······

আমাদের জয়ের সম্ভাবনাগুলো হিসেব করে দেখা যাক :

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠিনতম শিবিরগুলি ভেঙে ফেলে তাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিপীড়ন চালাচ্ছে তা' বন্ধ করে দেওয়া। জাতিগুলির ক্রমিক মুক্তি—এক এক করে অথবা দলশুদ্ধ—ত্বরান্বিত করার জন্য উপায় নির্দ্ধারণ; নিজেদের দেশ থেকে দূরে যুদ্ধে শত্রুকে টেনে এনে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, এদের অন্যান্য ঘাঁটিগুলি অর্থাৎ এদের ওপর নির্ভরশীল অঞ্চল গুলিকে অকেজো করে তোলা।

এর মানে হলো দীর্ঘ দিনের জন্য যুদ্ধ। আর পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি,—নিষ্ঠুর যুদ্ধ।

গোড়াতেই যে কেউ নিজেকে বোকা না বানিয়ে ফেলেন, কেউ যেন এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধা মনের মধ্যে না আনেন যে জনগণের ওপর এর ফলাফল কী দাঁড়াবে। এটাই হলো আমাদের জয়ের একমাত্র আকাংখা।

সময়ের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ভিয়েতনাম আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে এটা দেখিয়ে দিচ্ছে তার সাহসিকতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে, তার প্রতি দিনের ভয়াবহ সংগ্রামের নজির দিয়ে এবং চূড়ান্ত জয়ের জন্য তার বীরত্ব আর সাহসের দৃষ্টান্ত দিয়ে।

সেখানে সাম্রাজ্যবাদী সৈনিকরা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে। মার্কিন জীবন মানে অভ্যস্ত মানুষগুলিকে একটি শত্রু অঞ্চলে দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে, নড়াচড়া করার সাধ্য নেই, তাতে হয়তো শত্রু অধ্যুষিত অঞ্চলেই তাদের পা দিতে হবে, নিজেদের শিবির থেকে যারাই পা বাড়াচ্ছে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে একটি গোটা জাতির চিরদিনের শত্রুতা। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। যে মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়েও তাকে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। নিজেদের রাজ্যের মধ্যেই শ্রেণী সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আমরা কেমন করে তাকাবো যদি সারা পৃথিবী জুড়ে দু'টি, তিনটি,—অনেকগুলি ভিয়েতনাম গজিয়ে না ওঠে? তারা যদি মৃত্যু এবং ভয়াবহতাকে ভাগাভাগি করে নেয়, তাদের প্রতিদিনের সাহস এবং তাদের হানা আঘাত যদি সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়, যদি অকস্মাৎ আক্রমণে ওদের সৈন্য বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং সারা পৃথিবীর মানুষের মনে ওদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা যদি চাগিয়ে তোলা হয়!

আমরা যদি আমাদেব আঘাতকে জোরদার করার জন্য মিলিত হতে পারি এবং তা যদি অজেয় হয়ে ওঠে, যদি সংগ্রামী মানুষদের সহযোগিতায় আরও এগিয়ে আসি—তাহলে ভবিষ্যৎ কেমন বৃহত্তর এবং মহত্তর হয়ে আমাদের চোখে প্রতিভাত হবে!

পৃথিবীর মানচিত্রেব একটি ছোট অংশে আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হই এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে আমাদের সামান্য যা' আছে সবটুকুই নিঃশেষে অর্পণ করি,—আমাদের জীবন, আমাদের ত্যাগ, আর এমন সময় যদি কখনো থাকে যে আমরা অন্য কোন ভূখণ্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি, যা' আমাদের হয়ে গেছে, আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে যেখানকার মাটি ভিজে গেছে, এটা যেন আমাদের জানা থাকে যে আমরা নিজেদের কাজের পরিধি মাপতে পেরেছি এবং আমরা নিজেদের সর্বহারা বিপ্লবী বাহিনীর অংশ হিসাবে মেনে নিচ্ছি, যা' আমরা আমাদের কিউবা বিপ্লব থেকে শিক্ষা পেয়েছি বিশেষ করে তার সর্বোচ্চ নেতার কাছ থেকে, পৃথিবীর এই অংশে তাঁর অন্তর থেকে যে মহান শিক্ষার বাণী নির্গত হয়েছে,

—কোন মানুষের অথবা জাতির ত্যাগ স্বীকারের অথবা বিপদ বরণের কী তাৎপর্য থাকতে পারে, যখন সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে?

আমাদের প্রত্যেকটি কাজই হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চীৎকার এবং মানব সমাজের জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যের জন্য সংগ্রাম সংগীত।

সেই শত্রু হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মৃত্যু যদি কোথাও আমাদের বিস্মিত করে দেয়, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবো, যদি আমাদের রণ আহ্বান কোটি কোটি উৎসুক হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয় এবং অন্য কোন হাত এগিয়ে আসে আমাদের অস্ত্রকে ধারণ করার জন্য এবং অন্যান্য লোকেরা যদি মেসিনগানের গুলির সংগে তাল মিলিয়ে জয়ের জন্য নতুন সংগ্রাম চীৎকারের সংগে মিলিয়ে দেন আমাদের মৃত্যুর জন্য গীত প্রার্থনা সংগীত—।

সারা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তির আহ্বান অহর্নিশ কানে বাজছে আমার, আমিও ডাক দিয়েছি সারা মহাদেশের অগণিত মানুষকে।

জানি, সশস্ত্র যুদ্ধে সাময়িকভাবে বিপ্লবীরা পরাজিত হয়েছেন। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম যে যুদ্ধ চালানোর উপযোগী কোন জায়গা থেকে, জনগণের অসন্তোষ জাগ্রত থাকলে, শত্রুর নিপীড়ন চলতে থাকলে—আমার মতে দৃঢ়চেতা ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ জন লোকের সাহায্যেই যে কোন ল্যাটিন আমেরিকান্ দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম চালান যেতে পারে।

এই প্রতিপাদ্যে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তাই মাত্র ক'জন উচ্চমনা, কষ্টসহিষ্ণু সহযোগী নিয়ে আমি ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে সশস্ত্র অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম।

সারা ল্যাটিন আমেরিকা সফর করে বলিভিয়ায় আমার নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলিভিয়ার মানুষ হলো ল্যাটিন আমেরিকায় সবচেয়ে দরিদ্র। চাষীরা ভূমিহীন, টিন শ্রমিকেরা অর্ধভুক্ত, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তাদের মধ্যে দিন দিন দানা বেঁধে উঠছে।

তারপর বলিভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান বারিয়েন্‌টোসের লৌহ শাসনে দেশের দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠেছে, উনি ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন সরকারের সবচেয়ে বড় তাঁবেদার।

বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে আমার কাছাকাছি এমন কোন মানুষ নেই সংকটের সময় যাঁর পরামর্শ নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে পারি। তাই আমার দায়িত্ব অনেকখানি।

সংগ্রামের জন্য আমি প্রস্তুত—হয়তো বা মৃত্যুর জন্যও। তাতে আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। আমি জানি, আমার ডাক ল্যাটিন আমেরিকার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে, পোঁছেছে সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষের প্রাণের গভীরে, পৌঁছেছে কঙ্গোয়, আলজিরিয়ায়, ভিয়েতনামে। নিজের সামান্য শক্তি দিয়ে বিপ্লবের দায়িত্ব যতখানি পালন করা আমার সাধ্যায়ত্ব আমি তা' করেছি। আমি কোন বন্ধন মানি না,—না রাষ্ট্রের, না পরিবারের।

সব কিছু নিঃশেষে ছেড়েছি বলেই সব কিছু পেয়ে গেছি আমি। পেয়েছি অসংখ্য মানুষের অন্তরের একান্ত ভালবাসা, শুনেছি বিপ্লবের অমোঘ আহ্বান, সংগীতের মূর্ছনার মতই যা' আমার জীবনকে সুধাময় করে তুলেছে।

মনে পড়ছে জোস্ মার্তির সেই ভবিষ্যদ্বাণী—চুল্লীতে আগুন জ্বালান হয়েছে, এখন চারদিকে আলো ঠিকরে পড়বে।

কত বছর আগেকার কথা, সেদিনের সেই আলো প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আজকের আলোর ঔজ্জ্বল্যে, মনোহারিত্বে, সুষমায় আর মাধুর্যে আমার চোখের দৃষ্টি ভরে উঠেছে। এই আগুন জ্বালানোর সামান্য দায়িত্ব যে আমারও ছিল—এই বোধ, এই উপলব্ধি যে অমৃতের পাত্র কানায় কানায় ভ'রে আমার সামনে হাজির করেছে সেটাই তো আমার বড়ো পাওনা।

জানি, সাম্রাজ্যবাদ এই আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ' আগুন নিভবে না, এর দাবদাহে ভিত কেঁপে উঠবে— শাসকের আর শোষকের, বিপ্লবের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দেশে দেশে

সারা দুনিয়ায় ওদের যত ইমারৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

কানে বাজছে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম কান্না। কাঁপন শুরু হয়ে গেছে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের শিবিরে শিবিরে।

বলিভিয়ার জাঙ্গলে শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছি আমি একা নই; আমরা কয়েক জন নই, আমরা লক্ষ লক্ষ, আমরা কোটি কোটি।

সারা পৃথিবী জুড়েই ওদের বিরাট দানবদেহের ওপর আমরা প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছি, যাতনায় ওদের মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, নখ দন্ত বেরিয়ে পড়েছে, ওদের বিলাপে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর দেরি নেই—আর বেশি সময় লাগবে না।

ততদিন যদি নাও বাঁচি—কী যায় আসে তাতে? একজনের তিরোধানে, এই সংগ্রামে আমার মত এই সামান্য একজনের মৃত্যুবরণে কোন ক্ষতি নেই।

লক্ষ লক্ষ হাত এগিয়ে আসছে, কোটি কোটি পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি মানুষের। ওদের চোখের দৃষ্টি প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর, ওদের দেহে ইস্পাত কাঠিন্য, ওদের মনে আমরণ সংগ্রামস্পৃহা। ওরাই ভবিষ্যৎ। ওরাই আলো। ওরাই সত্যের চরম প্রকাশ।

আমার আর কোন খেদ নেই।